আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জুন, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জুন, ২০২০ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩০শে জুন, ২০২০

মাদক কারবারের জেরে সন্ত্রাসী যুবলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষ, প্রাণ গেল আহত পথচারীর

প্রভাববিস্তার আর মাদক নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে চাঁদপুরের পুরানবাজারে যুবলীগের দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সোমবার রাতে মধ্য শ্রীরামদী এবং পাশের মেরকাটিজ সড়কে এই সংঘর্ষ হয়। এসময় উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং কাঁচের বোতল ব্যবহার করে। এতে অনন্ত ১০ জন আহত হন। এসময় ঘটনাস্থল দিয়ে বাসায় যাবার পথে শামীম গাজী (২৫) নামে এক পথচারী গুরুতর আহত হন। আজ মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি।

নিহত শামীম গাজী চাঁদপুর শহরে গ্র্যান্ড হিলশা নামে একটি আবাসিক হোটেলের কর্মচারি ছিলেন। কালের কন্ঠ

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানিয়েছে, ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জহিরুল ইসলামের সঙ্গে পাশের ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি শাহাদাত পাটোয়ারীর ছেলে রাসেল পাটোয়ারীর সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। পুরানবাজারের মধ্য শ্ররামদী এবং মেরকাটিজ সড়ক এলাকায় এক ঘণ্টাব্যাপী এই সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং কাঁচের বোতল ব্যবহার করে। এসময় বেশ কয়েকটি দোকানও ভাঙচুর করা হয়।

রাত ১২টায় ওসি মো. নাসিমউদ্দিন জানান, জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মূলত প্রভাববিস্তার এবং মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবলীগের কতিপয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে এই নিয়ে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

তবে ঘটনার পর থেকে ফের সংঘর্ষের আশঙ্কায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

অনাহারে লালমনিরহাটের বন্যাদুর্গত মানুষ, নেই কোন ত্রাণ

সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে দেশের উত্তরের সীমান্তবর্তী কৃষি নির্ভরশীল লালমনিরহাট জেলার। তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে পানি কমে বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি। ধরলার পানিও জেলার কুলাঘাট পয়েন্টে কমতে শুরু করেছে। তবে উজানে পানি কমলেও ভাটিতে পানি প্রবাহ বেড়ে পানিবন্দি মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

পানিবৃদ্ধির কারণে দুর্গত এলাকার অনেক মানুষ পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, উঁচু রাস্তা ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের উপর।

লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মুহিবুল ইসলাম বলেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায় লালমনিরহাটের প্রধান দুই নদী তিস্তা ও ধরলার পানি উঠা-নামা করে বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার নিচ প্রবাহিত হচ্ছে।

জেলার ৫টি উপজেলার নদ-নদী তীরবর্তী গ্রাম ও চরের প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। তলিয়ে গেছে এসব এলাকার আমন বীজতলা, বাদাম, তিল, পাট, ভুট্টা ও সবজী খেত।

পানিবন্দী মানুষকে দিন কাটাতে হচ্ছে অনাহারে-অর্ধাহারে। নলকূপ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় পাওয়া যাচ্ছে না বিশুদ্ধ পানি। বাড়ি ছেড়ে রাস্তা ও বাঁধের উপর আশ্রয় নেওয়া মানুষজন গবাদিপশু নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। শুকনো খাবার পাউরুটি, চিড়া, মুড়ি, গুড় খেয়ে বাঁচতে হচ্ছে তাদের।

লালমনিরহাট সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের কুরুল এলাকায় ধরলা নদীর ডান তীরে পানি উন্নয়নের বাঁধের একটি অংশ ভেঙে নদীর পানি গ্রামে ঢুকছে।

এখানে নতুন করে বিভিন্ন গ্রাম প্লাবিত হচ্ছে। ভেসে গেছে তিস্তা ধরলার উপকুলের অসংখ্য পুকুরের মাছ। লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার তিস্তা পাড়ের মহিষখোঁচা গ্রামের সাইফুল ইসলাম জানান, তারা ৫ দিন ধরে পানিবন্দী অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ঘরের ভেতরে কোমর উচ্চতায় পানি। চলাফেরা করতে পারছেন না। রান্না করতে না পারায় শুকনো খাবার খেয়ে বেঁচে আছেন। তবে সরকারি ও বেসরকারি কোনো ত্রাণ সহায়তা এখনো পাননি বলে তার দাবি।

হাতীবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারী গ্রামের পানিবন্দী কৃষক আসলাম মিয়া জানান, তিনি ৩৮ হাজার টাকা খরচ করে ৪ বিঘা জমিতে তিল ও বাদাম লাগিয়েছিলেন। এখন বন্যার পানির নিচে এই ক্ষেত সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলো কিভাবে চলবে তা ভেবে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

একই উপজেলার সিঙ্গিমারী চরের পানিবন্দী রহমত হোসেন জানান, তারা পাঁচ দিন ধরে পানিবন্দী হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কিন্তু ভাগ্যে জুটছে না কোনো ত্রাণ সহায়তা। পাউরুটি আর চিড়া খেয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দিন কাটছে। রাস্তা-ঘাট পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায়

চলাফেরা করতে হচ্ছে নৌকায়। আরও পানি বাড়লে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বের হতে হবে বলে তিনি জানান।

পানিবন্দী মানুষের জন্য লালমনিরহাট জেলা এখনো বিতরণ শুরু করেনি।

দুই বছরের নির্মাণকাজ অব্যাহত ৭ বছর ধরে!

নির্ধারিত মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্প শেষ না করাটাই এখন সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন নেয়ার পর সেটি আর অনুমোদিত মেয়াদে শেষ করা হয় না। ফলে খরচ বাড়ে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় চার লেন ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পটি শেষ করতে পাঁচ বছর বাড়তি সময় লাগছে, যা ২০১৫ সালের জুনে শেষ করার। প্রায় ২৪০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটির খরচ এখন ৩৫৩ কোটি ২৭ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সংশোধিত মেয়াদে শেষ করার আশ্বাস সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) দিলেও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এটাতে সংশয় প্রকাশ করেছে বলে জানা গেছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় সংশোধিত প্রস্তাবনার তথ্য থেকে জানা গেছে, ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের (এন-২) ২৫তম কিলোমিটার পয়েন্টে নারায়ণগঞ্জের ভুলতায় ঢাকা বাইপাস জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৫) আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে। বতর্মানে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১ হাজার যানবাহন ও ঢাকা বাইপাস সড়কে প্রতিদিন গড়ে প্রায় আট হাজার যানবাহন চলাচল করছে। এই বিপুল যানবাহন ভুলতা বাজার এলাকা দিয়ে চলাচলের কারণে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া পূর্বাচল নতুন উপশহরে যাতায়াতের কারণে ভবিষ্যতে যানজট আরো বৃদ্ধি পাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভুলতায় চার লেন ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় ২০১৩ সালে। উদ্দেশ্য ভুলতা ইন্টারসেকশন এলাকায় ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক এবং ঢাকা বাইপাস জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৫) যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং রাজধানীর সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষত সিলেট বিভাগের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপন করা। ২০১৩ সালের ২৯ অক্টোবর একনেক থেকে প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্প খরচ ২৬৩ কোটি ৩২ লাখ টাকায় আবার অনুমোদন দেয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। মেয়াদ বাড়ানো হয় দু’বছর। তাতেও প্রকল্পের কাজ শেষ করতে পারেনি সওজ। ২০১৮ সালের জুনে একনেক থেকে ব্যয় ৩৫৩ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার টাকায় বাড়িয়ে মেয়াদ আরো দুই বছর বাড়িয়ে আবারো প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। এতেও প্রকল্পটির কাজ শেষ করতে পারেনি বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এখন মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত

অবকাঠামো বিভাগের কাছে। বলা হয়েছে, আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় ও খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক কোড সংশোধনের, যা সেতুমন্ত্রী ২৭ জানুয়ারি অনুমোদন দিয়েছেন। নয়া দিগন্ত

প্রকল্পের কাজগুলো হচ্ছে- এক হাজার ৯৩ মিটার মেইন ফ্লাইওভার, ৭৫৭ মিটার র‌্যাম্প, ২ হাজার ৫০ মিটার ড্রেন নির্মাণ, তিনটি ইন্টারসেকশন ডেভেলপমেন্ট, সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, ৩.২২ কিলোমিটার পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও পুনঃনির্মাণ, ১.১ কিলোমিটার পেভমেন্ট রি-সার্ফেসিং, ১.২ কিলোমিটার ফুটপাথ এবং রেলিং নির্মাণ, ১৪.১ মিটার আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষাপ্রদ কাজ ইত্যাদি।

সওজের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও পুনঃনির্মাণে ২ কোটি ২৭ লাখ টাকা কমেছে, ভ্যাট ও ট্যাক্স খাতে হার বৃদ্ধিতে এই খাতে খরচ ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মেইন ফ্লাইওভার নির্মাণে প্রায় ৯৪ লাখ টাকা ব্যয় বেড়েছে। রোড মার্কিং খাতে ২ লাখ ৬৬ হাজার টাকা এবং ইলেক্ট্রিফিকেশন খাতে ২ লাখ ৭৩ হাজার টাকা খরচ বেড়েছে। গত মে পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৬ শতাংশ। আর আর্থিক অগ্রগতি বা খরচ হয়েছে ৩১২ কোটি ১০ লাখ ৪৯ হাজার টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৮ দশমিক ৩২ শতাংশ।

পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২ বছরের প্রকল্প সময় বাড়িয়ে সাত বছরে ৯৬ শতাংশ করেছে। এখানে প্রতি মাসে গড়ে কাজ হয়েছে ১.১৪ শতাংশ। সেখানে ৪ শতাংশ বাকি কাজ করতে আরো কয়েক মাস লাগবে। মূলত তদারকির অভাবেই প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি কমে যায়।

করোনায় মারা গেলেন প্রতিরক্ষাসচিব আবদুল্লাহ আল মহসিন চৌধুরী

আবদুল্লাহ আল মহসিন চৌধুরীপ্রতিরক্ষাসচিব আবদুল্লাহ আল মহসিন চৌধুরী আর নেই। আজ সোমবার সকাল সাড়ে নয়টায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই অসুস্থ ছিলেন আবদুল্লাহ আল মহসিন চৌধুরী। বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তিনি। পরে তাঁকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর কোভিড-১৯ ধরা পড়ে। দুই সপ্তাহ ধরে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ছিলেন তিনি। আজ সকালে সেখানেই তিনি মারা যান।

আবদুল্লাহ আল মহসিন চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব ও কবি কামাল নাসের চৌধুরীর আপন ভাই। কামাল নাসের চৌধুরী তাঁর মৃত্যুর তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। প্রথম আলো

১৯৬৩ সালের ১ জানুয়ারি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় সম্ভ্রান্ত চৌধুরী বংশে আবদুল্লাহ আল মহসিন চৌধুরীর জন্ম। এ বছরের ৮ জানুয়ারি তিনি প্রতিরক্ষাসচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন। এর আগে পরিবেশ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৫ সালের বিসিএস ব্যাচে চাকরিতে যোগদান করেন।

নিউইয়র্কের সহিংসতার আসল রুপ প্রকাশিত হচ্ছে ধীরে ধীরে

করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত নগরী নিউইয়র্ক এখন নতুন সংকটের সম্মুখীন। অনেকটাই ভেঙে পড়েছে নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। নগরীতে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে অপরাধ। অস্ত্র–সহিংসতা অতীতের রেকর্ড ছড়িয়ে গেছে। গত নয় দিনে নিউইয়র্ক নগরীতে গোলাগুলিতে ১০০ জনের বেশি আহত হয়েছে। নগরীর পাঁচ বরোতে নয় দিনে ৮৩টি গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

২৮ জুন নিউইয়র্ক পুলিশের দেওয়া বিবরণী থেকে জানা গেছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৫০৩টি গোলাগুলির ঘটনার শিকার হয়েছে ৬০৫ জন লোক।

‘ডিফান্ড পুলিশ’ নামের আন্দোলন জোরালো হওয়ার পর নগরীর অপরাধপ্রবণতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। এনওয়াইপিডির কমিশনার ডারমট শিয়া গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, নগরীতে খুন পাঁচ বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আগের বছরের চেয়ে এ পর্যন্ত ৪২ শতাংশের বেশি লোক এ নগরীতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। প্রথম আলো

ব্রুকলিনের কমিউনিটি সংগঠক টনি হার্বার্ট সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর আগে গত পাঁচ বছরে নগরীর অপরাধপ্রবণতা কমে আসছিল। হঠাৎ করে মাত্রাহীন অপরাধ বেড়ে যাওয়ার এমন পরিস্থিতি নিজের জীবনে আর দেখেননি বলে জানান এ সংগঠক।

২৭ জুন ব্রুকলিনের ব্লক পার্টিতে এক নারীসহ দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ওই নারী এখন হাসপাতালে জীবন–মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। ভোররাতের দিকে পার্টিতে গোলাগুলি শুরু হলে ৩০ বছর বয়সী ওই নারী গুলিবিদ্ধ হন। একই ঘটনায় ৩১ বছরের আরেকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। ওই দিন প্রকাশ্য দিবালোকে ব্রুকলিনে বাসার সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন আরেক ব্যক্তি। এক সপ্তাহ আগে ব্লকের মধ্যে নিজের গাড়ি পরিষ্কার করার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন আরেকজন। ব্রুকলিনে গোলাগুলির কয়েক ঘণ্টা আগে পুলিশ ১৬ বছরের এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই কিশোরকে ইস্ট হারলেম এলাকায় আরেকটি গোলাগুলির ঘটনায় পুলিশ খুঁজছিলো। ওই ঘটনায় এক শিশুসহ দুজন গুলিবিদ্ধ হয়।

এদিকে ২৬ জুন ম্যানহাটনে এরিকা লোপেজ নামের এক তরুণীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে পরদিন রুডি ওসিয়াস নামের একজনকে কুইন্স থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এনওয়াইপিডির পুলিশ ইউনিয়ন বলেছে, রাজনীতিকেরা অপরাধীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছেন। নগরীর মেয়র ও সিটি কাউন্সিল স্পিকার কোরি জনসন এসব ঘটনার জন্য দায়ী বলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

নিউইয়র্কে করোনা–পরবর্তী সময়ে কর্মহীন লোকের সংখ্যা বেড়েছে। ২৫ মে মেনিয়াপোলিসে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর নাগরিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা আমেরিকায়। নিউইয়র্কে এ আন্দোলনের সুযোগে ব্যাপক লুটতরাজ হয়েছে। বিপুলসংখ্যক পুলিশ আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নিউইয়র্ক রাজ্য ও নগরী দ্রুত পুলিশ সংস্কারের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ নিয়ে পুলিশের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

হত্যার ভয় দেখিয়ে জমি দখল সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার

মানিকগঞ্জের শিবালয় সদর ইউনিয়নের বড় আনুলিয়া গ্রামের জাবেদ আহমেদ ভুইয়া। সত্তরের দশকে আরিচা ঘাটের পাশে ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৪২ শতাংশ জমি কিনেছিলেন। পরবর্তী সময়ে খাজনা-খারিজসহ সব কিছুই তাঁদের নামে লিপিবদ্ধ করা হয়। কেনা জমি থেকে জাবেদ আহমেদ কিছু জমি বিক্রি করেন স্থানীয় রেজাউল করিম, বিমল চন্দ্র ও বনমালীর কাছে। তাঁরা জমিটি কিনে নিয়ে নামজারি-খাজনা পরিশোধ করে ভোগদখল করছেন দুই যুগ ধরে। বিক্রির পরও জাবেদের অবশিষ্ট ১২ শতাংশ জমি ছিল। সেই জমিটি একমাত্র পুত্র জাহিদুর রহমানের বাড়ি করার জন্য রাখেন তিনি। হঠাৎ বৃদ্ধ জাবেদ ব্রেন স্ট্রোক করে বিছানায় পড়ে যান। তাঁর এই অসুস্থতার সুযোগ নেন স্থানীয় এমপি দুর্জয়ের ঘনিষ্ঠ শিবালয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস।

এমপি দুর্জয়ের অদৃশ্য ইশারায় জোরপূর্বক সেই জমি দখলে নেওয়ার পাঁয়তারা করেন রফিক ও কুদ্দুস। তাঁরা আদালতে জমির মালিকানা নিয়ে মিথ্যা মামলা করেন। মামলার কোনো ধরনের ফায়সালা না আসার আগেই এমপির প্রভাব খাটিয়ে রফিক গায়েন ও কুদ্দুস ক্যাডার বাহিনী দিয়ে বৃদ্ধের কোটি টাকা মূল্যের জমিটি দখলে নেন। সেই জমির শোকে মারা যান জাবেদ।

শিবালয়ে সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, জাবেদের মৃত্যুর পর স্ত্রী হালিমা বেগম (৭৫) জমিটি উদ্ধারের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ অনেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরলেও কেউ এগিয়ে আসেনি।

কারণ যাঁরা জমিটি দখলে নিয়েছেন তাঁরা সবাই এমপি দুর্জয়ের খুবই ঘনিষ্ঠ। ‘জমির সামনে গেলেই লাশ পড়ে যাবে’—তাঁর ছেলেকে এমন হুমকি দিয়েছে রফিক ও কুদ্দুসের ক্যাডার বাহিনী। ভয়ে একমাত্র ছেলেকেও আর জমির কাছে যেতে দেন না হালিমা বেগম, চান না আর মামলাটিও চালাতে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সেই জমিটিতে একতলা ভবন নির্মাণ করছেন আব্দুল কুদ্দুস। ১০ থেকে ১২ জন শ্রমিক নির্মাণকাজে ব্যস্ত। এটি কার বাড়ি নির্মাণ করছেন—জানতে চাইলে শ্রমিকরা বলেন, আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের বাড়ি। তবে স্থানীয় মনির হোসেন বলেন, ‘সারা জীবন শুনলাম জমিটি জাবেদ আহমেদ ভুইয়ার জমি। তারাই এটার প্রকৃত মালিক। এখন শুনি রফিক গায়েন আর কুদ্দুসের জমি। সহজ-সরল মানুষের জমিটিতে চোখের সামনে জোর করেই বিল্ডিং তৈরি করছে, কেউ কিছু কইতে পারে না। এমপির দাপট দেখিয়ে এলাকায় যা ইচ্ছা তা-ই শুরু করছে এরা।’

হালিমা বেগম কান্নাজড়িত বলেন, ‘৫০ বছর আগে জমি কিনে আমরা ভোগ দখলে থাকলাম, সেই জমি রফিক গায়েন আর আওয়ামী লীগ নেতায় দখলে নিয়ে বাড়ি করতাছে। কিছুই কইতে পারি না, আমার একমাত্র পোলারে মাইরা ফেলার হুমকি দেয়। আমরা গরিব মানুষ, হেরা এমপির লোক, এই জুলুমের বিরুদ্ধে কি কেউ কথা বলার নাই?’ ছেলে জাহিদুর রহমান বলেন, ‘আমরা জমিটি কিনেছি প্রায় ৪৫ বছর আগে। সেই জমি কয়েকজনের কাছে বিক্রি করেছিলাম, তাঁরাও ভোগদখল করছেন। কিন্তু ভুলে আরএস রেকর্ডে একটু নাম চলে আসায় জোর করেই কোটি টাকার জমি দখলে নিয়ে গেল, কিছুই বলতে পারছি না। আদালতে মামলা করেছি, সেটা উপেক্ষা করেই ভবন নির্মাণ করছে।’

জাবেদ আহমেদের কাছ থেকে রেজাউল করিম একই দাগের ৬ শতাংশ জমি কিনেছিলেন ১৯৮৮ সালে। সেই জমির নামজারি, খাজনা-খারিজ করে নিরাপদেই বসবাস করছিলেন পরিবার নিয়ে। কিন্তু ৩০ বছর পর এখন রফিক গায়েন ও আব্দুল কুদ্দুস তাঁর জমিও দখলে নিতে চান। রেজাউল করিম বলেন, ‘বসতবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায় রফিক গায়েন ও তাঁর লোকজন। কাগজপত্র সব ঠিক থাকলেও তারা আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়।’ একই অভিযোগ করেছেন বিমল চন্দ্রও। এলাকাবাসীর অভিযোগ, আব্দুল কুদ্দুস এমপির প্রভাব খাটিয়ে নিরীহ মানুষের জমিটি চোখের সামনেই জোর করে নিয়ে ভবনও নির্মাণ করছেন, কেউ কিছুই বলতে পারছে না। কালের কণ্ঠ

---

১০ থেকে ২০ গুণ বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের বোঝা সাধারণ জনগণের উপর

করোনা সংকটে গ্রাহকের বিদ্যুৎবিল প্রদানের সময়সীমা শিথিল করে সরকার। এ সুযোগে সরকারের আরেক চালে ইচ্ছেমাফিক ভুতুড়ে বিল করে গ্রাহকের কাছে পাঠাচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগ। কোথাও ১০ গুণ, আবারও কোথাও ২০ গুণ পর্যন্ত বাড়তি বিল করা হয়েছে। এমনো গ্রাহক রয়েছেন, যার মাসে বিল আসত সর্বোচ্চ ৫শ টাকা; এবার মে মাসে তার বিদ্যুৎবিল এসেছে ১৯ হাজার ৭৫০ টাকা!

এদিকে আগামী ৩০ জুন পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে প্রচার চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। অন্যথায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণাও দিয়েছে। করোনার পূর্বে প্রতিমাসের ব্যবহৃত বিলের তুলনায় অতিরিক্ত কয়েকগুণ বিল (গত তিন মাস) পরিশোধে ভোগান্তিতে পড়েছেন গ্রাহকরা। যদিও বিদ্যুৎ বিভাগ পরে তা সমন্বয়ের কথা জানিয়েছে।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি ২-এর মাওনা জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক কামাল পাশা বলেন, এমন হওয়ার কথা নয়। যদি কারও কাছে এমন বিল যায়, তা হলে অফিসে এলে ঠিক করে দেব।

গাজীপুর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি ১-এর মহাব্যবস্থাপক যুবরাজ চন্দ্র পাল জানান, অনেক স্থানে তিন মাসের বিল একসাথে করা হয়েছে বলে বেশি দেখা যাচ্ছে। যদি কেউ আগের বিল দিয়ে থাকেন, তা হলে তা সমন্বয় করে দেওয়া হবে।

স্থানীয়রা জানান, করোনাকালীন সময়ের কথা বিবেচনা করে সরকার মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বিদ্যুৎবিল পরিশোধে শিথিলতা প্রদর্শন করে। পরে জুন মাসে তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল একসাথে পরিশোধের নির্দেশ দেয়। নির্দেশনা অমান্যকারীদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে বলে জানায়। কিন্তু মে মাসের বিদ্যুৎ বিল গ্রাহকের কাছে পৌঁছলে তাতে নানা ধরনের অসঙ্গতি দেখা যায়। একসঙ্গে তিন মাসের বিল, তার ওপর ভুতুড়ে বিলে তারা এখন নানা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, জেলায় গাজীপুর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি ১ ও ২ ও ময়মনসিংহ পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির অধীন এ সেবা দেওয়া হচ্ছে। সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর থেকেই গ্রাহকপর্যায়ে বিদ্যুতের মিটার রিডিং আনা সম্ভব হয়নি। এতেই তৈরি হয়েছে এ ধরনের ভোগান্তি।

গ্রাহকদের অভিযোগ মার্চ-এপ্রিলে তাদের গড় বিল দেওয়া হলেও মে মাসের বিলের সাথে আগের দুই মাসের বিল যোগ করা হচ্ছে। এতে বিলের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে। আগের দুই মাসের বিল অনেক গ্রাহক পরিশোধ করলেও মে মাসের অসামঞ্জস্য বিল নিয়ে ভোগান্তি তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে। কোথাও ১০ গুণ, আবারও কোথাও ২০ গুণ বাড়তি বিল করা হয়েছে।

বিলের সাথে কোথাও নেই মিটার রিডিংয়ের মিল। মিটার রিডারদের গাফিলতি ও স্পটে না গিয়ে ইচ্ছেমতো বিল করা হয়েছে। নানা অমিলে ভুতুড়ে বিলে গ্রাহকদের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। এ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস বন্ধ থাকার পরও তাদের বাড়তি বিলের বোঝা ঘাড়ে চেপেছে।

গাজীপুরের শ্রীপুরের আজুগীরচালা গ্রামের মাহিনুর আলম ময়মনসিংহ পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির একজন গ্রাহক। প্রতিমাসে তার বিল আসত সর্বোচ্চ ৫শ টাকা। এবার মে মাসে তার বিদ্যুৎবিল এসেছে ১৯ হাজার ৭৫০ টাকা। কোনোভাবেই তিনি এ টাকার হিসাব মিলাতে পারছেন না। যদিও তিনি আগের মিটারের ইউনিটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন মে মাসে তিনি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন মাত্র ৭০ ইউনিট। অফিসে যোগাযোগ করলে তাকে অভিযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। এদিকে ৩০ জুন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এতে চিন্তায় পড়েছেন তিনি।

একই এলাকার আনোয়ার হোসেন জানান, ছয় মাসের বিলের সমান মে মাসের বিল তৈরি করে পাঠিয়েছে বিদ্যুৎ অফিস। এ টাকা না দিলে আবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার হুমকিও দিচ্ছে।

গাজীপুর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির একজন গ্রাহক দক্ষিণ ছায়াবিথির ফেডরিক মুকুল বিশ্বাস জানান, তিনি মার্চ ও এপ্রিলের বিদ্যুৎ বিল আগেই পরিশোধ করেছেন। মে মাসের বিদ্যুৎ বিল দেখে তো চোখ ছানাবড়া। এখানে যোগ করা আছে আগের দুই মাসের বিলও। বয়স হয়েছে, করোনার এই সময়ে তিনি এমনিতেই ঘর থেকে বের হতে সাহস পান না। এর ওপর এখন দৌড়াতে হবে বিদ্যুৎ অফিসে। এ টেবিল ও টেবিল ঘুরে কতদিন লাগে এর সমাধান করতে তার হিসাব কে করবে?

গাজীপুর রাজেন্দ্রপুর এলাকার ইকবাল সিদ্দিকী কলেজের অধ্যক্ষ ইকবাল সিদ্দিকী জানান, তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন গত ২৪ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত বন্ধ। এ সময়টাতে তিনি কোনো ধরনের বিদ্যুৎ ব্যবহার করেননি। যদিও বিদ্যুৎ বিভাগ তিন মাসের বিল করে পাঠিয়েছে ১০ হাজার টাকা। এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আসলে মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের সময়

এমনিভাবে জেলার ৩টি পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির অধীন গ্রাহকরা নানা ভোগান্তি ও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। অনেকে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে বারবার ধরনা দিয়েও কোনো সমাধান পাচ্ছেন না। বিদ্যুৎ অফিসগুলো পরে সমন্বয়ের কথা বলছেন। একবার বিল দেওয়া হয়ে গেলে পরে সমন্বয় কীভাবে হবে এমন প্রশ্ন উঠছে। গ্রাহকদের আরও অভিযোগ রয়েছে, পল্লীবিদ্যুতের মিটার

রিডাররা কাজে অবহেলা করে থাকেন। স্পটে না গিয়েই তারা গড় বিল করে পরে সমন্বয় করতে গেলে গ্রাহকরা ভোগান্তিতে পড়েন।

দিল্লির আকাশে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল

ভারতের রাজস্থানের পর দেশটির রাজধানীতে দিল্লির আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল দেখা গেছে। গতকাল শনিবার দিল্লি লাগোয়া গুরগাঁওয়ের ওপর দিয়ে পঙ্গপালের দল উড়ে যায়। তবে পঙ্গপালের দল গুরগাঁও কিংবা দিল্লিতে কোনো ক্ষতি করেনি। ধারণা করা হচ্ছে এ পঙ্গপালের দল উত্তরপ্রদেশে ফসলের ক্ষতি করবে।

গতকাল শনিবার বেলা **১১**টার পর পঙ্গপাল গুরুগাঁওয়ের আকাশ দিয়ে উড়ে যায়।

গুরুগাঁওয়ের বাসিন্দা জয় ভট্টাচার্য তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। হঠাৎ তিনি একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো, কিন্তু তার থেকে কয়েকশো গুণ জোরালো শব্দ শুনতে পান।

তিনি বলেন, ‘তারপরে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি হাজারে হাজারে পঙ্গপাল ঠিক জানালার বাইরেই। আমার বন্ধুও গুরগাঁওতেই থাকে। ওকে বলি দেখ, পঙ্গপাল হানা দিয়েছে আমাদের এখানে। তাড়াতাড়ি জানালা, দরজা সব বন্ধ করে দিয়েছিলাম। খুব ভালো করেই জানি একবার ঘরে ঢুকে পড়লে বিপদ হবে।’

জয় বলেন, ‘তারপর আমি যখন ছবি তুলতে শুরু করি, আকাশে যেন হলুদ রঙের মেঘ ছেয়ে গেছে আর একটানা শব্দ। ক্যামেরার লেন্সে কারও আঙুলের ছাপ পড়লে যেরকম আবছা হয়ে যায়, সেরকম ছিল ব্যাপারটা।’

পুরো গুরগাঁওয়ের মানুষ পঙ্গপাল উড়ে যাওয়াও এই দৃশ্য দেখতে পাননি। একটি নির্দিষ্ট এলাকা দিয়ে উড়ে যাওয়া পঙ্গপালের ওই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করেছেন অনেক মানুষ। তাদের অনেকেই আবার তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। আমাদের সময়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতঙ্গবিজ্ঞানের অধ্যাপক অম্লান দাস বলেন, ‘ কয়েক দিন ধরেই রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছিল যে- গুরগাঁও, দিল্লি এই অঞ্চল দিয়ে যাবে এরা। মূলত ভূট্টা, গম, ধানের মতো ফসল খেতে এরা ভালবাসে। আবার উষ্ণ এবং আর্দ্র অঞ্চলও দরকার এদের। যদি একটা প্যাটার্ন দেখেন, তাহলে দিল্লির পর এরা গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চল, অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ, বিহার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্তও আসতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘তবে সেটা থিওরিটিক্যালি। এতদূর এরা নাও আসতে পারে। কারণ পঙ্গপাল ডানা গজানোর পরে গড়ে ৩৬ থেকে ৪০ দিন বাঁচে। এই যে দলগুলো, হানা দিয়েছে তারা আগে থেকেই উড়ছে। আর গড়ে প্রতিদিন ১০০ কিলোমিটার মতো উড়তে পারে ওরা। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের আগে পরেই এরা ওড়ে। সেই হিসাব করলে আরও দিন পনেরো লাগতে পারে পশ্চিমবঙ্গে আসতে।'

এমপি দুর্জয়ের মাদক সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে

মানিকগঞ্জের এমপি নাঈমুর রহমান দুর্জয় সিন্ডিকেট আরিচা ঘাটকে মাদক পাচারের নিরাপদ ট্রানজিট রুটে পরিণত করেছে। প্রতি মাসেই এ সিন্ডিকেট শত কোটি টাকার মাদক পাচার করে এর কমিশন বাবদ হাতিয়ে নিচ্ছে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার থেকে আনা মরণনেশা ইয়াবার চালানগুলো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও কুষ্টিয়া জেলার ৯টি পয়েন্টে। অন্যদিকে একই সিন্ডিকেট কুষ্টিয়া ও রাজশাহীর সীমান্ত পেরিয়ে আসা ভারতীয় ফেনসিডিল ও গাঁজার চালান এনে পৌঁছে দিচ্ছে রাজধানীর গাবতলী এলাকায়।

অস্ত্রধারী যুবকদের পাহারায় মাদকের এসব চালান আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে সিন্ডিকেটের নিজস্ব স্পিডবোট।

মাদকের এ ট্রানজিট রুটের সুবিধা নিশ্চিত করতেই এমপি দুর্জয় আরিচা ঘাটে অবৈধ স্পিডবোট চালুর ব্যবস্থা করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। নিজের ঘনিষ্ঠ লোকজনের মালিকানাধীন স্পিডবোটগুলোই এ সিন্ডিকেটের আওতায় মাদক পাচারে তৎপর থাকছে।

আরিচা ঘাট এলাকায় স্পিডবোটের মাধ্যমে মাদক পাচারের বিষয়টি দেখভাল করে থাকে দুর্জয় এমপির বিশ্বস্ত সহযোগী শিবালয় থানা ছাত্রলীগ সভাপতির নেতৃত্বে ২০-২২ জন নেতা-কর্মী।

অন্যদিকে জনির প্রধান সহচর অনির তত্ত্বাবধানে থাকে মাদকের মূল গুদামখানা। শিবালয় থানার অদূরেই মোহামেডান ইয়ুথ ক্লাবের পরিত্যক্ত ভবনটি ছাত্রলীগের মাধ্যমে জবরদখল করে মাদকের গুদাম বানানো হয়েছে। এ ভবনটি ঘিরে অন্তত ১০ জনের অস্ত্রধারী গ্রুপ রাত-দিন পাহারা দেয়। সিন্ডিকেটের লোক ছাড়া সাধারণ কারও ওই গুদামের আশপাশে যাওয়াও নিষিদ্ধ। সরেজমিনে অনুসন্ধানকালে জানা যায়, প্রতিদিনই এ ট্রানজিট রুট ও স্পিডবোট ব্যবহার করে কমবেশি মাদক আনা-নেওয়ার ঘটনা ঘটে।

তবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে ৮-১০ লাখ পিস ইয়াবার চালানও পাঠানো হয়, তেমনি বিপরীত দিক থেকে ফেনসিডিলও আসে হাজার হাজার বোতল। গাঁজার চালান আসে বস্তায় বস্তায়। স্পিডবোট পরিচালনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রটি জানায়, বেড়া কাজীরহাট ঘাটে ইয়াবার বড় চালানটি যায় ছোবহান সিন্ডিকেটের নামে। সাঁথিয়া থানা এলাকার শীর্ষ মাদক সিন্ডিকেট ছোবহানের সহযোগীরা পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে হাজার হাজার ইয়াবা সরবরাহ করে থাকে। একইভাবে রাজবাড়ীর চর এলাকায় প্রিন্স গ্রুপের কাছে এবং দৌলতদিয়া ঘাটে তমছের আলী গ্রুপের কাছে ইয়াবার চালান পৌঁছানো হয়। এদের মধ্যে রাজবাড়ীর মাদকসম্রাট নাজমুল হাসান প্রিন্স গ্রুপ আরিচার ট্রানজিট পয়েন্টের স্পিডবোটের মাধ্যমে সপ্তাহে ১০-১২ লাখ পিস ইয়াবার সরবরাহ নিয়ে থাকে। অন্যদিকে কাজীরহাট ঘাট হয়ে ছোবহান সিন্ডিকেটের কাছে এক দিন পর পর আড়াই লাখ থেকে তিন লাখ পিস ইয়াবার চালান পৌঁছানো হয় বলে সূত্রটি দাবি করেছে। স্পিডবোটে হরদম ইয়াবার বড় বড় চালান সরবরাহের ব্যাপারে পুলিশের কোনো নজরদারি চোখে পড়েনি। এ বিষয়ে নৌপুলিশের আরিচা ঘাট ফাঁড়ির এক কর্মকর্তা হাতজোড় করে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'আমাদের হ্যাঁ-না কোনো বক্তব্য মিডিয়ায় প্রকাশ করবেন না প্লিজ।' একই ফাঁড়ির আরেক কর্মকর্তা অব দ্য রেকর্ডে বলেন, 'এমপি সাহেব (দুর্জয়) পরিচালিত স্পিডবোটগুলোর ব্যাপারেও রিভার পুলিশের নজরদারি চলছিলো। সন্দেহভাজন বোট মাঝনদীতে থামিয়েও তল্লাশি শুরু হয়। কিন্তু জেলার এক পুলিশ কর্মকর্তার ধমকে স্পিডবোটের দিকে তাকানোটাও বন্ধ হয়ে গেছে।'

ট্রানজিট রুট সচল রাখাসহ মাদক পাচার ও বাজারজাতের পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেন এমপি দুর্জয়ের বহুল আলোচিত তিন খলিফা। তারা হচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ও জেলা পরিষদের সদস্য আবুল বাশার, মানিকগঞ্জ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আবদুর রাজ্জাক রাজা এবং দুর্জয়ের চাচাতো ভাই ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান জনি। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ঘোষিত তালিকাতেও শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের শেল্টারদাতা হিসেবে বাশার ও রাজার নাম-ঠিকানা উল্লেখ রয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ের এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে মানিকগঞ্জ জেলার ১৪২ জনের বিরুদ্ধে মাদকের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করা হয়েছে। গোয়েন্দা প্রতিবেদনসহ তিন মন্ত্রণালয়ের জরিপ রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দাখিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মাদক-বাণিজ্য পরিচালনাসহ সন্ত্রাসী লালন-পালনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারী হিসেবে জেলার ১৪ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির যে তালিকা রয়েছে, এর মধ্যে ২ নম্বর তালিকায় আছে আবদুর রাজ্জাক রাজা এবং ৩ নম্বর তালিকায় রয়েছে আবুল বাশারের নাম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিবেদনে চিহ্নিত অপরাধীদের নিয়ে দুর্জয়ের কিসের ঘনিষ্ঠতা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ।

মাদকের তিন গডফাদার মাহবুবুর রহমান জনি, আবুল বাশার এবং আবদুর রাজ্জাক রাজা ছাড়াও মানিকগঞ্জে এমপি দুর্জয়ের পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে জড়িত অনেক নেতা-কর্মীই মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছেন। এ ক্ষেত্রে এমপির সরাসরি প্রশ্রয় থাকে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তেওতা ইউনিয়নের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করিম শেখ, স্ত্রী-সন্তানসহ ৬০০ পিস ইয়াবা নিয়ে গ্রেফতার হন। পরে দুর্জয় সরাসরি শিবালয় থানার ওসিকে ফোন করে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। শিবালয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুসের ছেলে মিম ও উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সেলিম রেজাও মাদকের ডিলার হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। অথচ তাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী করেই চলাফেরা করেন এমপি দুর্জয়। আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, 'এমপি দুর্জয় যখন নির্বাচনী এলাকায় যান তখন মানিকগঞ্জ শহর থেকেই চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা মোটরসাইকেল বহর নিয়ে হাজির হন। তাদের উগ্রতা আর বেপরোয়া বিচরণে সাধারণ মানুষের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যে কারণে এমপি সাহেবের উপস্থিতির কোনো মিটিং-মিছিলে আমরা কাংক্ষিত লোকসমাগম ঘটাতে ব্যর্থ হই।'

শিবালয় উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক আলী আহসান মিঠু, তিনি শিবালয় উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন এমপি দুর্জয়ের ঘোর বিরোধী। তবে মাত্র দুই মাস আগে মিঠুর সঙ্গে এমপির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সমঝোতা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরিচা ঘাটের স্পিডবোট বাণিজ্য, মাদক-বাণিজ্য ও বালু-বাণিজ্যের একটি অংশ তাকে দেওয়ার বিনিময়ে এ সমঝোতা হয়। এর পর থেকেই আরিচা ঘাটে দুর্জয় এমপির ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে যাবতীয় অপরাধ-অপকর্ম সবকিছুর নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন মিঠু।

মাদকে সয়লাব মানিকগঞ্জ : জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক থাকায় নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের কাছে মানিকগঞ্জবাসীর আলাদা চাওয়া-পাওয়া ছিলো। আশা ছিলো খেলাধুলা আর সৃজনশীলতা বিকাশে মানিকগঞ্জের কিশোর-তরুণরা এগিয়ে যাবে, দেশবাসীর দৃষ্টি কাড়বে। দুর্জয় এমপি নির্বাচিত হওয়ায় সেই আশা রীতিমতো জেলাবাসীর প্রাণের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। সবারই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ক্রিকেটার দুর্জয়ের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে ক্লাব কালচার ফিরে আসবে, কিশোর-তরুণরা আড্ডাবাজি, নেশা-জুয়া ছেড়ে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। মানিকগঞ্জ থেকেও জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় গড়ে উঠবে, সুযোগ পাবে জাতীয় দলেও। নিদেনপক্ষে মানিকগঞ্জে একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ হবে। কিন্তু সেসব প্রত্যাশায় চুনকালি মেখে এমপি দুর্জয়ের তিন প্রধান খলিফার নেতৃত্বে মানিকগঞ্জ সয়লাব হয়েছে মাদকে। অভাবী জনপদটির গ্রামে গ্রামে এখন মরণনেশা ইয়াবার ছড়াছড়ি। সর্বত্রই চলছে নেশাবাজির ভয়াল আড্ডা। এসবের দৌরাত্ম্যে হারিয়ে গেছে সব সৃজনশীল কর্মকান্ড। তারুণ্যের ইতিবাচক কোনো তৎপরতাই আর দেখতে

পান না জেলাবাসী। এমনকি শিবালয়ে যমুনা তীরে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যাপারটিও নানারকম জটিলতা বাধিয়ে দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে।

এমপি দুর্জয় তার নির্বাচনী এলাকার সর্বত্রই বানিয়ে ফেলেছেন ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের উর্বর ভূমি। সেখানকার তারুণ্যকে আটকে ফেলা হয়েছে নেশার ফাঁদে। দেখতে দেখতে মাত্র দুই-তিন বছরেই মানিকগঞ্জ হয়ে উঠেছে নেশার সাম্রাজ্য। স্কুলপড়ুয়াদের হাতেও উঠে এসেছে ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা। নিভৃত গ্রামাঞ্চলেও এখন কয়েক ডজন ইয়াবাসেবীকে নেশার আড্ডায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। মাদক, নেশা, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘিরে পারিবারিক পর্যায়েও ঝগড়াঝাঁটি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকছে। দুর্জয়ের আশীর্বাদপুষ্টতায় বিশাল ক্ষমতার বলে বলীয়ান আবুল বাশারের তত্ত্বাবধানে মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ ছাত্রলীগের নেতা নাদিম হোসেন, তানভির ফয়সাল, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আসাদুজ্জামান ও পৌর ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অলিদ আহমেদ, ছাত্রলীগ কর্মী সৌরভ, শাকিল, যুবলীগের পরিচয় দেওয়া বিকাশ, লিটন এলাকায় পাইকারি হারে ইয়াবা ব্যবসা করে চলেছেন। মাদকের টাকা কালেকশনের দায়িত্ব পালন করেন বাশারের বিশ্বস্ত সহযোগী এম এ আকাশ আর মনিরুল ইসলাম মনি। মাদক ডিলার হিসেবে পরিচিত এসব নেতা জেলার সর্বত্র ইয়াবার বাজার গড়ে তুলেছেন বলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে তথ্য রয়েছে। এদের মধ্যে বিকাশ ও লিটনকে পুলিশ আটক করলেও বাকিরা আছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

গড়ে উঠেছে কিশোর গ্যাং : এমপি দুর্জয়ের আরেক ঘনিষ্ঠ সহযোগী জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আবদুর রাজ্জাক রাজার তত্ত্বাবধানে মাদকের পাশাপাশি জেলাজুড়ে গড়ে উঠেছে কিশোর-তরুণদের সমন্বিত অপরাধী গ্যাং। বিভিন্ন স্কুল ও মহল্লা পর্যায়ে গড়ে তোলা এসব অপরাধী গ্যাং খুবই ভয়ঙ্কর হিসেবে চিহ্নিত। অল্প বয়সেই মাদকের নেশায় জড়িয়ে অনেক কিশোর লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ ধরনের গ্রুপে জড়িয়ে পড়ছে। কিশোর-তরুণদের সমন্বিত অপরাধী গ্রুপগুলো নানা রকম বখাটেপনা করেই ক্ষান্ত থাকে না, নেতাদের নির্দেশনা মোতাবেক নানা রাজনৈতিক আক্রোশ মেটানোরও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তারা। বিশেষ করে ঘিওর, দৌলতপুর ও শিবালয় উপজেলায় এমপি দুর্জয়বিরোধী নেতা-কর্মীদের ন্যক্কারজনকভাবে নাজেহাল করতেও এ অপরাধী গ্যাং ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অবাধ্য নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে ঝামেলা বাধিয়ে, তাদের স্বজন পরিজন ছাত্রীদের ঘিরে নানা বখাটেপনা চালিয়ে শায়েস্তা (!) করার জঘন্য পথ বেছে নেওয়া হয়।

বিডি প্রতিদিন

২৯শে জুন, ২০২০

বন্যার সময় তিস্তা খুলে দেওয়ায় এখন অটোরিকশার পাশাপাশি সড়কে চলছে নৌকা

ভারতের পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টিপাতের ফলে সুনামগঞ্জ শহরসহ বিভিন্ন উপজেলার সড়কগুলো পানিতে ডুবে গেছে। সিএনজি অটোরিকশার পাশাপাশি এখন সড়কে চলছে নৌকা। গন্তব্যে পৌঁছতে অল্প ভাড়ায় এ নৌকাই যেন আশার আলো। ২০০৪ সালের ভয়াবহ বন্যার পর ২০২০ সালে সড়কে এমন নৌকা দেখছে হাওরবাসী।

সুনামগঞ্জ পৌর শহরের নবীনগর, কাজির পয়েন্ট, উকিলপাড়া, বিহারি পয়েন্ট এলাকাগুলোতে , সড়কে সিএনজি, অটোরিকশা ও রিকশার পাশাপাশি চলছে নৌকা। মানুষকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে ১০-১৫ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে রাস্তায় নৌকা নিয়ে নেমেছেন মাঝিরা। এছাড়া সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে হঠাৎ সৃষ্ট বন্যার পানি দেখতে রাস্তায় ভিড় করছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। সেই বন্যার পানিতে সড়কে নৌকা চলাচলে আনন্দ উপভোগ করতে দেখা গেছে তাদের। আবার পানিবন্দি মানুষের বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রমেও নৌকার ব্যবহার দেখা গেছে।

বর্তমানে তিস্তায় ভারী বর্ষন ও উজানের ঢলে পানি বিপদসীমার ২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সৃষ্ট বন্যায় রংপুরের গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া ও পীরগাছার প্লাবিত হয়েছে তিস্তার

চরাঞ্চল। এতে প্রায় ১০০০ পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। পানির তোড়ে ভেঙে গেছে বিনবিনা এলাকার পাকা সড়ক, ভাঙন দেখা দিয়েছে বাঁধেও।

গঙ্গাচড়ার সাতটি ইউনিয়নের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তার প্রায় ১৫টি চরে বসবাসকারি প্রায় ৫০০ পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। এলাকাগুলো হচ্ছে লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের শংকরদহ, চরইচলী, কোলকোন্দ ইউনিয়নের চিলাখাল, চর মটুকপুর, নোহালী ইউনিয়নের বাগডোহরা, চর নোহালী ও কচুয়া।

এসব এলাকায় বাড়িঘরে পানি ওঠায় কিছু পরিবার গবাদিপশুসহ স্থানীয় উঁচু রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে কোলকোন্দ ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন রাজু বলেন, বিনবিনা এলাকায় ১০০ পরিবার পানিবন্দি। ভেঙে যাচ্ছে ওই এলাকার পাকা রাস্তা। বিনবিনা এলাকায় বাঁধেও ভাঙন দেখা দিয়েছে। লক্ষ্মীটারী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল হাদী জানান, তার ইউনিয়নের শংকরদহ, ইচলী, জয়রামওঝা ও বাগেরহাট এলাকায় ৪০০ পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। তবে পানি এখনো বৃদ্ধির দিকে। কাউনিয়া উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নের চর ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।

প্লাবিত ইউনিয়নগুলো হচ্ছে বালাপাড়া, টেপামধুপুর, শহীদ বাগ ও নাজিরদহ। এসব ইউনিয়নের প্রায় ৫০০ পরিবার পানি বন্দি অবস্থায় রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এদিকে, পীরগাছা

উপজেলার ছাওলা ও তাম্বুলপুর ইউনিয়নের ১২ টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। ওইসব গ্রামের কমপক্ষে ২০০ পরিবার পানি বন্দি অবস্থায় রয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপদসীমার (৫২.৬০ সে.মি.) ২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে তিস্তা ব্যারাজের সবগুলো জলকপাট খুলে রাখা হয়েছে।

ভারতের ভূমি দখল করে চীনের সামরিক স্থাপনা নির্মাণ

আবারো ভারতের ৯ কিলোমিটার এলাকা দখল করে ১৬টি সেনা শিবির স্থাপন করেছে চীন। অন্যদিকে চীনের মোকাবেলায় সীমান্তে ৪৫ হাজার সেনা প্রস্তুত রেখেছে ভারত। পাশাপাশি টি-৯০ ট্যাংক, ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে ভারত। খবর ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি'র।

এনডিটিভি জানায়, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে গালওয়ান নদী এলাকায় পেট্রলিং পয়েন্ট ১৪-এর কাছাকাছি সেনা শিবির তৈরি করছে চীন। গত ১৫ জুন এখানেই সংঘাতে জড়িয়েছিল দুই দেশের সেনাবাহিনী।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দাদের দাবি, গালোয়ান নদী বরাবর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে প্রায় ১৩৭ মিটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে চীন। বলা হচ্ছে ওই এলকায় দীর্ঘদিন থেকে টহল দিচ্ছে ভারতীয় বাহিনী।

সম্প্রতি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কালো ত্রিপলের ছবি সম্প্রতি ধরা পড়েছে উপগ্রহ চিত্রে। সেই ত্রিপল চীনা সেনাবাহিনীর বলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে। সেই সেক্টরে ৯ কিমির মধ্যে প্রায় ১৬টি শিবির চিহ্নিত করেছে স্যাটেলাইট ছবি।

ভারত জানায়, সামরিক স্তরের আলোচনায় চীন সেনাবাহিনী সরানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রকৃত সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ব্যাপক সামরিক উপস্তিতি বাড়াচ্ছে বেইজিং।

ভারতের গুরুগ্রাম কাঁপাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল, এগোচ্ছে দিল্লির দিকে

করোনা সঙ্কটের মধ্যে এক বার ফের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ালো পঙ্গপাল। মাসখানেক আগে পশ্চিম ও মধ্য ভারতে তাদের উপদ্রব দেখা দিয়েছিল। এ বার ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল গিয়ে পৌঁছেছে উত্তর ভারতেও। রাজধানী দিল্লি সংলগ্ন গুরুগ্রামের আকাশ ছেয়ে গিয়েছে পঙ্গপালে। হরিয়ানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও তাদের উপদ্রব বেড়েছে। তাদের হাত থকে বাঁচতে দরজা-জানলা বন্ধ করে এক রকমের গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন স্থানীয় মানুষ।

গুরুগ্রামের সাইবার হাব এলাকায় শুক্রবার বিকেল থেকেই পঙ্গপালের উপদ্রব শুরু হয়। তার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের দরজা-জানলা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন। থালা-বাসন বাজিয়ে পঙ্গপাল তাড়ানোর পরামর্শও দেওয়া হয়। কিন্তু রাত পেরিয়ে গেলেও মরু পতঙ্গের দল এলাকা ছেড়ে যায়নি। বরং এ দিন সকালে গোটা এলাকা পঙ্গপালে ছেয়ে যায়। আতঙ্কে দরজা-জানলা বন্ধ করে বাড়িতেই বসে থাকেন স্থানীয়রা।

এমজি রোড, ইফকো চক, ডিএলএফ ফেজ আই-৪,ভিলেজ চক্করপুর, সিকন্দরপুর, সুখরালির মতো গুরুগ্রামের ব্যস্ত এলাকাতেও এ দিন পঙ্গপাল হানা দেয়। বেভারলি পার্ক-২-র বাসিন্দা রীতা শর্মা সংবাদমাধ্যমে বলেন, “সকাল ১১টা নাগাদ ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল উড়ে বেড়াতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে জানলা-দরজা বন্ধ করে দিই। আবাসনের সাইরেন বাজিয়ে পঙ্গপাল তাড়ানোর চেষ্টা করি আমরা।”

https://youtu.be/xfXAzYVLbhM

সাইবার হাব এলাকায়, যেখানে বড় বড় বিল্ডিং রয়েছে, সেখানেও পঙ্গপালের উপদ্রব দেখা গিয়েছে এ দিন। ঘরের মধ্যে থেকে ছবি ও ভিডিও তুলে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন অনেকেই। সুমিত দাস নামের এক ব্যক্তি টুইটারে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। তাতে দেখা যায়, মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রশান্ত কুমার নামের অন্য এক জন যে ভিডিয়ো পোস্ট করেন, তাতেও একটি বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল উড়ে যেতে দেখা যায়।

পঙ্গপালের উপদ্রবে গ্রামাঞ্চলে শস্যহানির আশঙ্কা রয়েছে। হরিয়ানার ঝাজ্জরে ইতোমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে পঙ্গপালের দল।

অন্য দিকে, পড়শি রাজ্য থেকে পঙ্গপাল এসে ঢুকতে পারে আশঙ্কা করে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে দিল্লিতেও। গুরুগ্রাম-দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়েতে ইতিমধ্যেই পঙ্গপালের দেখা মিলেছে। তার জন্য সমস্ত বিমান সংস্থাগুলিকে সতর্কতামূলক নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল। পঙ্গপালের

গতিবিধি জানতে বিশেষ নজরদারি দলও গঠন করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে বিমান পরিষেবা স্বাভাবিকই রয়েছে।

সূত্র: আনন্দ বাজার

দখলদার ইসরায়েলের কায়দায় কাশ্মীর দখল করতে চায় মালাউন মোদি

প্রায় ২৫ হাজার ভারতীয়কে ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে নাগরিকত্ব সনদ দিয়েছে দিয়েছে দেশটির সরকার। এর মাধ্যমে বিজেপি সরকার কাশ্মীরে জনসংখ্যার বিন্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে কাশ্মীরের রাজনৈতিক দলগুলো।

এই নাগরিকত্ব সনদের ফলে এখন থেকে সেখানে অ-কাশ্মীরিরা স্থায়ী বসতি গড়তে পারবে এবং সরকারি চাকরির সুযোগ পাবে।

ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সরকারের এই পদক্ষেপে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে কাশ্মীরের জনগণ। তাদের অভিযোগ, নতুন এই আইনকে হাতিয়ার করে দেশের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যের জনসংখ্যার বিন্যাস বদলানোর ছক করছে বিজেপি সরকার।

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ৩৫এ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরের রাজ্য ও স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা কেড়ে নেয় বিজেপি সরকার। বাতিল করা হয় কাশ্মীরের নাগরিকত্ব সুরক্ষা আইনও। এর আগে জম্মু-কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান ছিল। সেই সংবিধান অনুযায়ী, বাইরের রাজ্যের কেউ ভূস্বর্গের স্থায়ী নাগরিক হতে পারতেন না। জমি, স্থাবর সম্পত্তির মালিকও হতে পারতেন না।

তবে এখন থেকে ভারতীয়রা কাশ্মীরের নাগরিকত্বের জন্য তহশিলদারের কাছে আবেদন করতে পারবেন। শর্ত পূরণ করলে যে কাউকে এই সনদ দিতে কোনো কর্মকর্তা অকারণে দেরি করলে তাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে।

ভারতে ৬৮ শতাংশ চিকিৎসকই ভুয়া!

মহামারি করোনায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ভারত। এমন অবস্থায় উঠে এসেছে দেশটির চিকিৎসা খাত নিয়ে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে জানানো হয়েছে, ভারতের গ্রামাঞ্চলের প্রতি তিন চিকিৎসকের মধ্যে দুইজনই ভুয়া। অর্থাৎ, মেডিকেল পড়াশোনা না করেই তারা দিনের পর দিন চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতের ১৯টি রাজ্যে ১ হাজার ৫১৯টি গ্রামের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে জরিপ চালায় সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ (সিপিআর) নামে একটি দাতব্য সংস্থা। সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাদের এ জরিপের ফলাফল।

জরিপে দেখা গেছে, ভারতের ৭৫ শতাংশ গ্রামে একটি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং একটি গ্রামে গড়ে তিনটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে ৮৬ শতাংশই বেসরকারি চিকিৎসক কাজ করেন এবং ৬৮ শতাংশের কোনও ধরনের মেডিকেল শিক্ষা নেই।

জরিপে দেখা গেছে, ভুয়া ডাক্তারের সংখ্যায় সবচেয়ে এগিয়ে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক। এছাড়া, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের অবস্থাও ভয়াবহ।

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৬ সালের প্রতিবেদনের বরাতে জানা গেছে, ভারতের ৫৭ দশমিক ৩ শতাংশ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকের কোনও মেডিকেল শিক্ষা নেই। এদের মধ্যে ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ আবার দশম বা দ্বাদশ শ্রেণী পাস করেই ডাক্তারি করে যাচ্ছেন।

সূত্র: নিউজ ১৮

ইসরাইলের কারাগারে কঠিন রোগেরও চিকিৎসা নেই ফিলিস্তিনিদের

দক্ষিণ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন কারাবন্দিদের নিয়ে কাজ করা এনজিও সংগঠন ‘সিপিএফপি’ জানিয়েছে – দখলদার ইহুদীবাদী ইসরাইলি কারাগারে প্রায় ১৮% বন্দি রয়েছে যারা বিভিন্ন কঠিন রোগে ভুগছেন।

যাদের মধ্যরে ক্যান্সার আক্রান্ত, হার্টের রোগ থেকে কিডনির রোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা অন্যান্য রোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগীও রয়েছে।

কিন্তু এসব রোগীদের ঠিকমত চিকিৎসা না দেয়াসহ তাদের প্রতি বিভিন্ন অমানবিক আচরণের অভিযোগ রয়েছে দখলদার ইসরাইলীদের উপর।

গত ২৫ জুন (বৃহস্পতিবার) জারি করা এক বিবৃতিতে এই কমিটি আরও জানিয়েছে, বন্দীদের প্রতি আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনগুলির পরিপন্থী বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে এবং গুরুতরভাবে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার করা হচ্ছে।

এছাড়াও জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে – তাদের প্রতি চিকিৎসায় অবহেলাসহ বিভিন্ন অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলীয় গভর্নরেটস-এ পাবলিক অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস কমিটির প্রধান সহকারী উপ-সচিব বাসম মাজদালবী বলেছেন, বন্দিরা সাধারণ চেকআপ থেকে শুরু প্রাথমিক ঔষধ গ্রহণ করার সুযোগটুকুও পায় না।

বন্দি অধিকার কমিটি দখলদার ইসরাইলী কারাগারে বন্দীদের জীবন বাঁচাতে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ জেনেভা সম্মেলন আইন মেনে চলার জন্য দখল রাষ্ট্রের উপর চাপ প্রয়োগ করতে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মানবিক সংস্থাগুলিকে আহ্বান জানিয়েছে।

মালি | মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্রুসেড যুদ্ধে আরো হাজার হাজার সেনা বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে ক্রুসেডার বিশ্ব।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবাজ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মালিতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে ২টি দেশ ও জাতিসংঘে ২৬ হাজার ২০০ শতাধিক দখলদার ক্রুসেডার সৈন্য। সেই সংখ্যা এখন আরো বৃদ্ধি করতে চায় ক্রুসেডার বিশ্ব।

"এনওআরএস" এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, মালিতে আল-কায়েদার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধ করে আসছে ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৫১০০ সৈন্য, ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর ১১০০ সৈন্য এবং জাতিসংঘ নামক কুফ্ফার সংঘের ১৫ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য। আর জাতিসংঘের অধিনে এই যুদ্ধে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ৯ শতাধিক বাংলাদেশী সৈন্য। এছাড়াও রয়েছে কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানি সহ ইউরোপিয় আরো অনেকগুলো দেশের কয়েক হাজার সৈন্য। রয়েছে আফ্রিকান ইউনিউন, আমিসোমাসহ আরো কয়েকটি জোটের হাজার হাজার সৈন্য।

দেশটিতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যাক দখলদার ক্রুসেডার সৈন্য এবং স্বদেশীয় মুরতাদ সামরিক বাহিনী বৃদ্ধমান থাকা সত্ত্বেও আরো হাজার হাজার ক্রুসেডার সৈন্য বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে ক্রুসেডার বিশ্ব। যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। ইতোমধ্যে ব্রিটেন জানিয়েছে যে, তারা চলিত সপ্তাহে দেশটিতে ২৫০ (আড়াইশো) সেনা প্রেরণ করবে এবং ধীরে ধীরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি

করবে। এছাড়াও গ্রীসসহ ইউরোপীয় আরো অনেকগুলো দেশ নতুন করে এই যুদ্ধে তাদের সেনা প্রেরণ করার কথাও জানিয়েছে। এদিকে মুসলিম দেশগুলোর ক্ষমতার আসনে বসে থাকা তুরস্ক, সৌদি-আরব, মিসর, আরব ইমারতসহ আরো কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রও চলিত মাসের শুরুর দিকে জানিয়েছে, তারা এই যুদ্ধে ক্রুসেডার বাহিনীকে অর্থ-সম্পদ ও সামরিক দিক থেকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সহায়তা করবে।

এদিকে "আফ্রিকা ইনফো" জানিয়েছে, গত ২০ জুন "G5" এর আফ্রিকার সদস্য দেশগুলো নিয়ে একটি বৈঠক করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। উক্ত কনফারেন্সে আফ্রিকার ৫টি দেশের মুরতাদ শাসক ও সামরিক বাহিনীর প্রধানরা অংশগ্রহণ করেছিলো। তাছাড়াও "ভিডিও কনফারেন্স" এর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটিতে অংসগ্রহণ করেছে আফ্রিকার আরো কয়েকটি দেশের সেনা প্রধান, জেনারেল ও কর্নেলরা।

এই কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় ছিলো, পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদার বিজয় অভিযানগুলো যেকোন মূল্য পতিহত করা, এই লক্ষ্যে এখানে আরো অধিক পরিমাণে সেনা সমাবেশ ঘটানো এবং সৈন্যদেরকে বিজয়ের মিথ্যা স্বপন দেখিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। যাতে চলিত মাসেই নতুন আরো ৩ হাজার সৈন্যকে এই যুদ্ধে নামানো যায়।

উল্লেখ্য যে, আফ্রিকান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী চলিত মাসের শুরু হতে এখন পর্যন্ত শুধু মালিতে আল-কায়েদা যুদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশন প্রায় ৫ শতাধিক সৈন্য মারাগেছে, যা ২০১৩ সালের পর সবচাইতে বেশি নিহত সৈন্যের তালিকায় রয়েছে। এদিকে আল-কায়েদা যোদ্ধারা ২০১৩ সালের ন্যায় পূণরায় মালির রাজধানী "বামাকো" বিজয়ের লক্ষ্য সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আল-কায়েদা মুজাহিদগণ পাহাড়ি এলাকা থেকে বেড়িয়ে এখন বড় বড় শহরগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বড় ধরণের অভিযানও পরিচালনা করে আসছে। মুজাহিদদের এই অগ্রযাত্রা আর বিজয় অভিযানগুলো ইউরোপীয় ক্রুসেডার ও আফ্রিকান কুফ্ফার দেশগুলোর জন্য আতংকের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। আর সেই আতংক থেকেই কুফ্ফার রাষ্ট্রগুলো কিছুদিন পরপরই বৈঠকে বসছে এবং এই অঞ্চলে সেনা সমাবেশ করতে বিভিন্ন চুক্তি করছে।

ইনশাআল্লাহ্, কুফ্ফার বাহিনীর সকল চক্রান্তই মহান রবের কৌশলের সামনে ব্যার্থতার রূপ নিবে, এবং পরিশেষে বিজয়ের হাসি মুজাহিদ উম্মাহই হাসবে।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৩৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত।

মালিতে আল-কায়েদা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম" এর জানবাজ মুজাহিদদের পৃথক ২টি হামলায় কমপক্ষে ৩৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

মালির মুরতাদ সামরিক বাহিনী তাদের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম" এর জানবাজ মুজাহিদদের একটি হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৪ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

"আফ্রিকা ইনফো" দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ২৮ জুন সকাল বেলায় বুর্কিনা ফাসোর সীমান্তের কুরু জেলার "দিনানাগো" গ্রামে এই হামলাটি চালিয়েছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা। এসময় মুজাহিদদের সাথে তীব্র লড়াই হয় মুরতাদ বহিনীর, মুজাহিদদের কৌশলী হামলায় নিহত হয় ৩ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ৪ সৈন্য।

সংবাদ মাধ্যমটি আরো জানিয়েছে যে, গত দুই সপ্তাহ পূর্বে একই এলাকায় মুজাহিদদের সাথে অন্য একটি তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিলো দেশটির মুরতাদ বাহিনী। তখনও মুজাহিদদের হামলায় ২৬ সৈন্য নিহত হয়েছিলো, আহত হয়েছিলো অগণিত সৈন্য।

উল্লেখ্য যে, চলিত বছরের জানুয়ারি হতে এখন পর্যন্ত বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজার সীমান্ত আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় মালির কয়েক শতাধিক সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য।

শামে চলমান ফেতনায় কেমন আছেন হকপন্থী মুজাহিদিন?

সিরিয়া এখন বহুমুখী যুদ্ধক্ষেত্র। ঘোর অন্ধকারের মতো ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে। এমন পরিস্থিতিতেও হক্কের নিভু নিভু ঝাণ্ডা হাতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহভীরু একদল মুজাহিদ। এমনিতেই কাফেরদের নির্মম বোমাবর্ষণে বিপর্যস্ত শাম। এর মধ্যে আবার প্রায় সপ্তাহখানেক আগ থেকে শুরু হয়েছে হকপন্থী মুজাহিদ গ্রুপগুলোর উপর বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শাম (এইচটিএস) এর নানারকম জুলুম ও নির্যাতন। এখনো তারা নির্দয়ভাবে মুজাহিদ ভাইদের উপর আঘাত হেনে যাচ্ছেন। তাহরিরুশ শাম (এইচটিএস) বেশকিছু মিথ্যাচার ও অপপ্রচার করে মুজাহিদগণের উপর হামলা চালাচ্ছেন। ঐসকল মিথ্যাচার নাকচ করে দিয়ে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ তাহরিরুশ শামকে এসব বিষয়ের সমাধানে শরয়ী আদালতে বসার আহ্বান জানান। শুরুতে তাহরিরুশ শাম মুজাহিদগণের এই আহ্বান উপেক্ষা করে নিয়মিত হামলা চালিয়ে আসছিলো, তবে পরবর্তীতে সাধারণ জনতা ও আলেমদের প্রতিবাদের মুখে তারা চলমান

সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য মুজাহিদদের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আলোচনায় বসতে রাজি হয়। কিন্তু সমাধানের জন্য তারা শরয়ী আদালতে না বসে নিজেদের মধ্যেই সমঝোতা করার কথা জানিয়ে আলোচনায় বসে। এদিকে নিজেদের মধ্যকার এই ফেতনা যেন খুব দ্রুতই নির্মূল হয়ে যায়, সেই আশায় আল-কায়েদা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নবগঠিত "ফাসবুতু" অপারেশন রুমে অংশগ্রহণকারী দলগুলোও তাহরিরুশ শামের এই সিদ্ধান্তে রাজি হয়ে যান।

কিন্তু আলোচনায় সমাধানের পথে না হেঁটে বক্রতার পথ বেছে নেন তাহরিরুশ শামের কর্তৃপক্ষ। তারা হক্বপন্থী মুজাহিদগণের উপর অন্যায় শর্ত চাপিয়ে দিতে থাকেন এবং নিজেদের কুৎসিত উদ্দেশ্যগুলো সামনে আনেন। তাহরিরুশ শাম (এইচটিএস) নিম্নোক্ত শর্তগুলোর ভিত্তিতে মুজাহিদগণের উপর হামলা বন্ধ করার কথা জানায়:

১. ইদলিবের আরব সাইদ ও সাহলুর রাউজ এলাকার সড়কগুলো হতে আল-কায়েদা সমর্থিতদের সকল চেকপোস্ট উঠিয়ে ফেলতে হবে।

২. আরব সাইদে হুররাস আদ-দ্বীনের সকল ঘাঁটি বন্ধ করে দিতে হবে এবং সড়ক পথে থাকা তাদের সকল চেকপোস্টগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩. মুজাহিদগণ তাদের সকল প্রকার ভারী ও হালকা যুদ্ধাস্ত্রগুলো "এইচটিএস" এর কাছে হস্তান্তর করতে হবে। শুধু ব্যক্তিগত একটি অস্ত্রই প্রত্যেক যোদ্ধা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন।

৪. আরব সাইদে "এইচটিএস" এর যোদ্ধারাই কেবল অস্ত্রসহ অবস্থান নিতে পারবেন।

৫. হারাম, আরমানায, কু'কু ও শাইখ বাহার এই এলাকাগুলো থেকে হুররাস আদ-দ্বীন তাদের সকল চেকপোস্টগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

৬. এই অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত হুররাস আদ-দ্বীনের উভয় ঘাঁটি খুব দ্রুত তাহরিরুশ শামের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

৭. হুররাস আদ-দ্বীন এই এলাকাগুলোতে পরবর্তীতে কোন ঘাঁটি গড়তে পারবেন না।

মুজাহিদদের রক্ত যেন অন্যায়ভাবে আর প্রবাহিত না হয়, এ কারণে আল-কায়েদা সমর্থিত মুজাহিদগণ তাহরিরুশ শাম (এইচটিএস) এর এই একচেটিয়া শর্তগুলোও মেনে নিয়েছেন।

শর্তগুলো মেনে নেয়ার ৩টি চুক্তিপত্র প্রকাশ করেছে ওজিএন, ইবা নিউজ ও তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের কয়েকটি অফিসিয়াল ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম চ্যানেল।

কিন্তু এতেও তাহরিরুশ শাম অন্যায়ভাবে মুজাহিদদের রক্তপাত বন্ধ করেননি, তারা মুজাহিদদের অন্যান্য এলাকাগুলোতেও হামলা চালাতে শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে ইদলিবে অবস্থিত আল-কায়েদার নবগঠিত "ফাসবুতু" অপারেশন রুমে যুক্ত আনসার আল-ইসলাম ও আনসারুত তাওহীদের ২টি সামরিক হেডকোয়ার্টারে হামলা করে বসেছেন "এইচটিএস"-এর যোদ্ধারা। এসময় তারা আনসার আল-ইসলামের সামরিক হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত সকল মুজাহিদকে বন্দী করে নিয়ে গেছেন। একইভাবে আনসারুত তাওহীদের সামরিক হেডকোয়ার্টার অবরুদ্ধ করে হামলা চালাতে থাকেন "এইচটিএস" এর যোদ্ধারা।

এছাড়াও ইদলিবে আনসার আল-ইসলামের অন্য একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পেও ২৮ জুন সকাল বেলায় হামলা চালান এইচটিএস যোদ্ধারা এবং তা অবরুদ্ধ করে রাখেন। অপরদিকে "এইচটিএস" এরই একসময়ের আলেপ্পো (হলব) এর সামরিক বিভাগের প্রধান শাইখ আবুল আব্দ আল-আশদা হাফিজাহুল্লাহ্ এর গঠিত "তানসিকিয়াতুল জিহাদ" গ্রুপের মুজাহিদদের উপরেও গত ২৭ জুন থেকে হামলা চালাতে শুরু করেছে "এইচটিএস"। কিছুদিন পূর্বে "তানসিকিয়াতুল জিহাদ" আল-কায়েদার নবগঠিত অপারেশন রুমে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু "এইচটিএস" এর পক্ষ থেকে "তানসিকিয়াতুল জিহাদ"-কে হুমকি দিয়ে বলা হয়, তারা যেন "এইচটিএস" এর দ্বারা পরিচালিত অপারেশন রুমে যুক্ত হন। তারা এইচটিএস এর পরিচালিত "ফাতহুল মু'বীন" অপারেশন রুমে যুক্ত হলে তাদের সর্বাত্মক সহায়তা করবে বলেও জানায় এইচটিএস। অন্যথায় "তানসিকিয়াতুল জিহাদ" কে আল-কায়েদার নবগঠিত অপারেশন রুম ত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে হবে। আর এর কোনোটাই যদি "তানসিকিয়াতুল জিহাদ" মেনে না নেয়, তাহলে বলা হয়েছে তাদের সকল কার্যক্রম আলেপ্পোতে বন্ধ করে দিতে হবে এবং তাদের চেকপোস্টগুলো এইচটিএস এর কাছে হস্তান্তর করে আলেপ্পো ছাড়তে হবে। আর এই সংবাদটি প্রচার করে এইচটিএন এর অফিসিয়াল মিডিয়া "ইবা নিউজ"। তাহরিরুশ শামের এমন এক চেটিয়া সিদ্ধান্তের পর "তানসিকিয়াতুল জিহাদ" তাদের চেকপোস্টগুলো ২৮ জুন বিকাল হতে তাহরিরুশ শামের কাছে হস্তান্তর করে এবং তারা আল-কায়েদার সাথে থাকার অঙ্গীকার করেন।

এভাবেই আল-কায়েদার সাথে যুক্ত এবং আল-কায়েদার সাথে যুক্ত হতে চান এমন প্রতিটি দলকেই বিভিন্নভাবে চাপ দিচ্ছে এইচটিএস। সর্বশেষ তাহরিরুশ শাম (এইচটিএস) তাদের অফিসিয়াল বার্তায় ঘোষণা করেছে যে, এইচটিএস এর পরিচালিত "ফাতহুল মুবীন" অপারেশন

রুম ছাড়া নতুন কোন অপারেশন রুমকে শামের ভূমিতে কাজ করতে দেওয়া হবে না, কেউ যদি কাজ করতে চায় তাহলে তাকে এইচটিএস এর অপারেশন রুমের অধীনেই কাজ করতে হবে। বার্তাটি "এইচটিএস" এর অফিসিয়াল "ইবা নিউজ" সহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যমগুলোতেও প্রচারিত হয়।

নতুন এই বিবৃতিটির দ্বারা মূলত তাহরিরুশ শাম বৈশ্বিক জিহাদী সংগঠন আল-কায়েদার নবগঠিত "ফাসবুতু" অপারেশন রুমের মুজাহিদদের কার্যক্রমকে বন্ধ করার জন্য অফিসিয়ালভাবে হুমকি দিল।

এদিকে তাহরিরুশ শামের হাতে অন্যায়ভাবে শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদের মৃতদেহ দাফনের জন্য মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করছে না এই বিদ্রোহী গ্রুপটি। শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদগণের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শহিদ কমান্ডার আবু জায়েদ জর্ডানী রহিমাহুল্লাহ্। তাঁর লাশ চারদিন যাবত দাফন না দিয়ে ফেলে রেখেছে তাহরিরুশ শাম। হুররাস আদ-দ্বীনের পক্ষ থেকে তাঁর লাশ চাওয়ার পরেও মুজাহিদদের কাছে লাশ হস্তান্তর করছেন না তাহরিরুশ শামের যোদ্ধারা। তাদের এমন নির্লজ্জ কাজের প্রতিবাদ করেছেন শামের সচেতন আলেমগণ ও ইদলিবের সাধারণ জনতা। বিপরীতে প্রতিবাদকারী সাধারণ জনতাকে লক্ষ্য করে ফাঁকা গুলি ছুড়ে তাহরিরুশ শাম। আর এর ভিডিও চিত্রও সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাহরিরুশ শাম সবকিছুকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের শক্তি আর সংখ্যাধিক্যের অহংকারে নিজেদের এক চেটিয়া অবস্থার উপরই অটল রয়েছে, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে ইরাক থেকে বের হওয়া আইএসদের ক্ষেত্রেও দেখেছি।

আল্লাহ মুসলিমদের মাঝে ঐক্য গড়ে দিন, শামসহ সারাবিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় চলমান জিহাদকে সকল প্রকারের ফিতনা থেকে হেফাজতে রাখুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

https://alfirdaws.org/2020/06/29/39239/

লেখক: ত্বহা আলী আদনান, প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।

২৮শে জুন, ২০২০

বাড়ছেই নিত্যপণ্যের দাম, ভোগান্তিতে সাধারণ জনগন

রাজধানীর বাজারগুলোয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ছেই। ধানের বাম্পার ফলন হলেও মাত্র দুই সপ্তাহে চালের দাম প্রতি কেজিতে ১ থেকে ৩ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। আর সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম প্রকারভেদে বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা। অনেকটা চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে আলু, পটোল, বেগুন, বরবটি, ঢেঁড়স, ধুন্দল, ঝিঙা, করলা, পেঁপেসহ প্রায় সব ধরনের সবজি।

মাছের দাম কেজিতে বেড়েছ ১০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত।

এর সঙ্গে ডিমের দাম প্রতি ডজনে বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা। মুরগি আকার ও প্রকারভেদে কেজিতে ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে। গতকাল রাজধানীর আজিমপুর, নিউমার্কেট, চানখাঁরপুল, হাতিরপুল, কাঁঠালবাগান, হাজীপাড়া, রামপুরা, মালিবাগ, মালিবাগ রেলগেট, মগবাজার, শান্তিনগর, সেগুনবাগিচা ও খিলগাঁও বাজারে ঘুরে নিত্যপণ্যের দামে এ চিত্রের দেখা মিলেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার মহামারী করোনার মাঝেও সফলতার সঙ্গে ধান কেটে ঘরে তুলেছেন কৃষক। ফলে চাল সংকটের সুযোগ নেই। তার পরও দাম না কমে উল্টো প্রকারভেদে প্রতি কেজি চালের দাম ১ থেকে ৩ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

জানা গেছে, প্রতি সপ্তাহে চালের দাম চালকলগুলো থেকেই ১ থেকে ২ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। বড় হাটগুলোয়ও ধানের দাম বাড়ছে। ধানের সরবরাহ স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। বর্তমানে মোটা ধান প্রতি মণ ৮৫০ থেকে ৯৫০, মাঝারি মানের ধান ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ২০০ ও সরু চাল ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, গত সোমবার পর্যন্ত সরকারি গুদামগুলোয় ৮ লাখ ৮১ হাজার টন চাল, ২ লাখ ৯৮ হাজার টন গম মজুদ আছে

বর্তমানে মোটা চাল ৪০ থেকে ৪৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর সরু চাল ৫৫ থেকে ৬০, মাঝারি চাল ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সরু চালের দাম গত এক সপ্তাহে আড়াই শতাংশ বেড়েছে। গতকাল সপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানীর বাজারগুলোয় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ডিমের ডজন বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ১০৫ টাকা, যা গত সপ্তাহে ছিল ৯০ থেকে ৯৫ টাকার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে খিলগাঁও বাজারের বিক্রেতা মো. সবুর মিয়া বলেন, কয়েকদিন ধরে ডিমের চাহিদা বেড়েছে, সরবরাহ কমেছে। এমন পরিস্থিতি থাকলে দাম আরও বাড়তে পারে। এদিকে মান ও বাজার ভেদে চড়া দামেই বিক্রি হচ্ছে সবজি। বেগুনের কেজি ৭০ থেকে ১০০, গাজর ৮০ থেকে ১২০, পাকা টমেটো ও বরবটি ৬০ থেকে ৮০, চিচিঙ্গা, পেঁপে, পটোল, ঝিঙা ৫০ থেকে ৬০, করলা ৫০ থেকে ৭০, কচুর লতি ৪০ থেকে ৬০, কচুর মুখি, কাঁকরোল ৬০ থেকে

৭০, ঢেঁড়স ৩০ থেকে ৫০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। আলুর কেজি ২৮ থেকে ৩২ টাকা। এ প্রসঙ্গে শান্তিনগর বাজারের বিক্রেতা আহমেদ মিলন বলেন, কয়েকদিন ধরেই সবজির দাম বাড়তি। মৌসুম শেষ। সহসা দাম কমবে না। হাতিরপুলের বিক্রেতা শাহিন সরদার বলেন, করোনার শুরুতে দাম অনেক কম ছিল। এখন সবজি ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফলে দাম কিছুটা চড়া। গত সপ্তাহে হঠাৎ বেড়ে যাওয়া পিয়াজের দাম কিছুটা কমেছে। দেশি পিয়াজের কেজি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, যা গত সপ্তাহে ছিল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। দেশি পিয়াজের পাশাপাশি দাম কমেছে আমদানি করা পিয়াজের। আমদানি করা পিয়াজের কেজি ৩০-৩৫ টাকা, যা গত সপ্তাহে ৩০ থেকে ৪৫ টাকা ছিল। সবজি সঙ্গে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে মুরগি, গরু ও খাসির মাংস। বয়লার মুরগির কেজি ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। লাল লেয়ার মুরগি ২২০ থেকে ২৩০ টাকা। পাকিস্তানি কক মুরগি ২৪০ থেকে ২৬০ টাকা। দেশি মুরগি ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা। গরুর মাংস ৫৮০ থেকে ৬০০ টাকা আর খাসির মাংস ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা। মাছের বাজারে দাম বেড়ে বর্তমানে প্রতি কেজি কাঁচকি বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ থেকে ৪০০, মলা ৩৮০ থেকে ৪০০, ছোট পুঁটি (তাজা) ৫০০ থেকে ৫৫০, ছোট পুঁটি ২৮০ থেকে ৩৫০, টেংরা মাছ (তাজা) ৬৫০ থেকে ৭৫০, দেশি টেংরা ৪৫০ থেকে ৫৫০। কেজিতে ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে শিং (আকারভেদে) বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৫৫০, পাবদা ৩২০ থেকে ৫০০, চিংড়ি (গলদা) ৪০০ থেকে ৬৫০, বাগদা ৫৫০ থেকে ৯৫০, হরিণা ৩৮০ থেকে ৫০০, দেশি চিংড়ি ৩২০ থেকে ৫০০, রুই (আকারভেদে) ২৫০ থেকে ৩৫০, মৃগেল ২০০ থেকে ৩০০, পাঙ্গাশ ১৪০ থেকে ২০০, তেলাপিয়া ১৪০ থেকে ১৮০, কই ১৮০ থেকে ২০০, কাতল ২২০ থেকে ৩২০ টাকা। বর্তমানে এসব বাজারে ১ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৫০, ৭৫০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৭৫০ থেকে ৮০০, ছোট ইলিশ আকারভেদে ৩৮০ থেকে ৪৫০ টাকা কেজি। বিডি প্রতিদিন

ফের গাজায় বিমান হামলা চালালো সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ফের বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের অবস্থান লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়।

শুক্রবার গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলে রকেট নিক্ষেপের জবাবে এ হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল সেনাবাহিনী।

এর আগে অধিকৃত পশ্চিমতীর ইসরায়েলি ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনাকে ‘যুদ্ধ ঘোষণার শামিল’ বলে সতর্ক করেছে প্রতিরোধ সংগঠন হামাস।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলে রকেট ফ্যাক্টরিতে হামলা চালিয়েছে বিমানগুলো।

গাজার নিরাপত্তা সূত্র হামলার সত্যতা স্বীকার করে বলেছে, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনুসে এ হামলা চালিয়েছে।

হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকা থেকে শুক্রবার ইসরায়েলি এলাকা লক্ষ্য করে দুটি রকেট ছোড়া হয়। ইসরায়েলি বাহিনীর এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।

মে মাসের প্রথম দিকের পর ইসরায়েলে গাজার উপত্যকা থেকে ছোড়া এটি প্রথম রকেট হামলা।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আপত্তি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে ১ জুলাই থেকে পশ্চিমতীরের দখলকৃত ফিলিস্তিনি এলাকা ইসরায়েলি ভূখণ্ডের অধীনে আনার কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে নেতানিয়াহুর কোয়ালিশন সরকার। বিডি প্রতিদিন

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় রক্ষিসহ পুলিশ অফিসার নিহত

সোমালিয়াতে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় এক পুলিশ অফিসার ও তার দেহরক্ষী নিহত হয়েছে।
আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২৭ জুন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে এ সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

শাহাদাহ্ নিউজ হতে জানা যায়, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্তত সফল হামলায় সোমালীয় মুরতাদ সরকারের পুলিশ বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক অফিসার তার দেহরক্ষীসহ নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ নিহত পুলিশ সদস্যদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেছেন।

শাম | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করেছে আল-কায়েদার মুজাহিদিন

কুখ্যাত নুসাইরী ও দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর আগ্রযাত্রাকে রুখে দিয়েছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখার মুজাহিদগণ।

গত ২৭ জুন, দখলদার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত "খুরবাতন নাকুস" এলাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। এসময় আল-কায়েদার নবগঠিত অপারেশন রুমের জানবাজ মুজাহিদদের সম্মিলিত হামলায় ব্যর্থ হয় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর সৈন্যরা। তারা মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে পিছনে হটতে বাধ্য হয়েছে।

শাম | মধ্যরাতে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত।

শামে আল-কায়েদার নবগঠিত অপারেশন রুমের মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় এক নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়েছে।

তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নবগঠিত "ফাসবুতু" অপারেশন রুমের জানবাজ মুজাহিদিন গত ২৬-২৭ জুন মধ্যরাতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছিলেন।

সিরিয়ার জাবাল আয-যাওয়্যাহ অঞ্চলে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় এক নুসাইরী মুরতাদ সৈন্যের নিহত হবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে অপারেশন রুমের অফিসিয়াল সংবাদ চ্যানেল।

নতুন এলাকা দখল করে ভারতের কয়েকশ বর্গ কি.মি. নজরদারি বন্ধ করলো চীন

ভারত-চীন সীমান্তে যে পেট্রোলিং পয়েন্ট (পিপি)-১৪-কে ঘিরে প্রাণ হারালো ২০ জন সেনা, তার কাছে ফের ভারতের এলাকা দখল করেছে চীনা সেনারা। তারই মধ্যে ভারত জানিয়েছে, লাদাখের স্থিতিশীলতা বদলের চেষ্টার ফল ভুগতে হতে পারে চীনকে।

বটল-নেক পয়েন্ট বা ওয়াই জংশন পেট্রোলিং পয়েন্ট, ভারতের মধ্যে হলেও যা বর্তমানে চীনের দখলে। ওই ওয়াই জংশন পয়েন্ট থেকেই পিপি ১০, ১১, ১১এ, ১২ ও ১৩ যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু চীনা সেনারা বসে থাকায় আপাতত সেই এলাকায় পৌঁছতে পারছে না ভারতীয় সেনা। এর ফলে কয়েকশো বর্গ কিলোমিটার এলাকায় নজরদারি বন্ধ রাখতে হয়েছে ভারতকে।

গালওয়ান উপত্যকায় পিপি-১৪-এ গত ১৫ জুন চীনা সেনারা পরিকাঠামো তৈরির চেষ্টা করায় দুপক্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। পিছু হটে চীনারা। কিন্তু ১০ দিনের মধ্যে ফের পেট্রোলিং পয়েন্ট ১৪-র কাছে ঘাঁটি গেড়েছে তারা।

ভারতীয় সূত্র জানিয়েছে, এই মুহূর্তে সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে ফেলেছে চীনারা। ওয়াই জংশন পয়েন্টটি থেকে লাদাখের ব্রুটসে ভারতীয় সেনার ছাউনি ৭ কিলোমিটার দূরে এবং ওই শহরের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে দারবুক-শাইয়োক-দৌলত বেগ ওল্ডি সড়ক, যা চীনের মাথাব্যথার কারণ। বছর দশেক আগেও চীনারা এক বার ব্রুটস পর্যন্ত ঢুকেছিলো। কালের কন্ঠ

দুই বাংলাদেশীকে পিটিয়ে জখম করলো সন্ত্রাসী বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার ঠাকুরপুর সীমান্তের কাছ থেকে দুজন বাংলাদেশীকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করেছে স্থানীয় গ্রামবাসী। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে গুরুতর জখম ওই দুই বাংলাদেশীকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে সন্ধ্যার সাড়ে সাতটার দিকে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। আহত দুজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক গতকালই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

আহতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলা ও দর্শনা থানার কুড়–লগাছি ইউনিয়নের ঠাকুরপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত সামাদের ছেলে বাবু মিয়া (২২) ও একই গ্রামের মাঝেরপাড়ার ইসাহাক আলীর ছেলে কদম আলী (৩০)। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় কোনো মামলা রুজু হয়নি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ঠাকুরপুর গ্রামের বাবু মিয়া ও কদম আলী শুক্রবার বিকেলের দিকে কোনো একসময় ভারতে গেলে তাদেরকে বেদম প্রহার করে বাংলাদেশী সীমানার অভ্যন্তরে ফেলে রেখে যাওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক লে. কর্ণেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান জানান, ‘ভারত সীমান্তে প্রবেশ করলে ভারতীয় কে বা কারা বাবু মিয়াকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে বাংলাদেশ সীমান্তে ফেলে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয় ব্যক্তিরা বাবুকে উদ্ধার করে ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে এলে সেখান থেকে তাকে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। এছাড়াও গুরুতর জখম কদম আলী নামের আরো একজন বাংলাদেশী চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা পরে জানতে পেরেছি।' নয়া দিগন্ত

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহবুর রহামান বলেন, 'দুজনের শরীরেই পিটিয়ে জখম ও ধারালো কোনো বস্তু বা ছুরি জাতীয় অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। দুজনের মধ্যে কদমের অবস্থা অশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। এ ছাড়া বাবু মিয়াকে হাসপাতালের পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।'

চাঁদাবাজি করায় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা

চাঁদাবাজি করার কারণে সাভারের আশুলিয়া থেকে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ঢাকা জেলা উত্তরের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ উজ্জ্বল (৪৫) ধরা খেলো।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে আশুলিয়ার ধামসোনা ইউনিয়নের ভাদাইল এলাকা থেকে তাকে ধরা হয় তাকে। উজ্জ্বল শেখ হাসিনার এলাকা গোপালগঞ্জ জেলার আবুল কালামের ছেলে। আমাদের সময়

গত তিন মাস ধরে আশুলিয়ার ভাদাইল এলাকায় আকবর আলী নামের এক ময়লা ব্যবসায়ীর কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন শেখ মোহাম্মদ উজ্জ্বল। পরে ওই ব্যক্তি চাঁদার টাকা দিতে অস্বীকার করায় শুক্রবার রাতে শেখ মোহাম্মদ উজ্জ্বল ওই ব্যক্তিকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন।

এ বিষয়ে আশুলিয়ার ধামসোনার মতিউর রহমান মতি নামে একজন বলেন, 'শেখ মোহাম্মদ উজ্জ্বলের নামে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগে আশুলিয়া থানায় বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তিনি এলাকায় নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করেন।'

ভারতীয় মালাউন বাহিনীর আগ্রাসনে কাশ্মীর এখন মৃত্যুপুরী

https://youtu.be/NVxojFYwAko

প্রকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি ভূখন্ডের নাম কাশ্মীর। ভারতীয় মালাউন বাহিনীর আগ্রাসনে এই কাশ্মীর এখন মৃত্যুপুরী।

মহামারিতে ভারতজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে, এমন পরিস্থিতিতে দখলকৃত কাশ্মীরে গত কয়েক মাস ধরে 'জঙ্গি' দমনের নামে সেনা অভিযান চালিয়ে নীরবে মুক্তিকামী ও বিরোধীদের হত্যা করছে মোদি সরকার। এনকাউন্টারের নামে সেখানে প্রতিদিনই ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী হত্যা করছে সাধারণ মানুষ ও স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের।

জুন মাসের প্রথম ২০ দিনেই নিহত হয়েছে ৩০ জনেরও অধিক। কাশ্মীরে গত আগস্ট মাসে স্বায়ত্বশাসন বাতিলের পর থেকে মালাউনদের চাপিয়ে দেওয়া লকডাউন চলছে এখনো। তীব্রতা বাড়ানো হয়েছে সামরিক অভিযানেও। তবুও তাওহিদবাদী কাশ্মীরিদের দাবি আজাদী..আজাদী.. আজাদী....

২৭শে জুন, ২০২০

'উগ্রবাদ' প্রচারের ঝুঁকি বাড়া নিয়ে প্রথম আলোর প্রতিবেদন—একটি পর্যালোচনা

গত ১৮ই জুন 'প্রথম আলো' নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় 'করোনাকাল : উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে' শিরোনামের একটি আর্টিকেল। আর্টিকেলটিতে ইসলাম নিয়ে আলোচনা আছে। কেননা, প্রথম আলো গংদের কাছে যেখানেই 'উগ্রবাদ', সেখানেই আছে 'ইসলাম'। আর যেখানে ইসলাম আছে, সেখানে ইসলামপন্থীদের পদচারণা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই ইসলামের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে 'প্রথম আলো' পত্রিকার উল্লিখিত আর্টিকেলটি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করতেই আজ লিখছি।

পর্যালোচনার শুরুতে 'প্রথম আলো' নামক পত্রিকার ব্যাপারে পাঠকদের জানা থাকা উচিত। 'দৈনিক প্রথম আলো'; নামটা বেশ চমৎকার হলেও চিন্তাচেতনায় তারা কুৎসিত। নামের সাথে 'আলো' থাকলেও কাজকর্মে সদা 'অন্ধকার' ছড়িয়ে যাচ্ছে পত্রিকাটি। দেশ ও সমাজকে কুলুষিত করতে নিজেদের হিংস্র চিন্তার সব লেখক-লেখিকাকে লেলিয়ে দিয়েছে তারা। এসকল তথ্যসন্ত্রাসী লেখকগোষ্ঠী ইসলামের উপর নগ্ন আঘাত হানছে বার বার, তাদের ইসলামবিদ্বেষী নীতি চক্ষুষ্মান সকলের নিকট পরিষ্কার। পূর্বে আমাদের বিভিন্ন আর্টিকেলে এই ইসলামবিদ্বেষী পত্রিকাটির ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে তাদের ইসলামবিদ্বেষের নানা বিষয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এখন এই ইসলামবিদ্বেষীরাই আবার মুসলিমদেরকে ইসলাম শেখাতে আসে, ইসলামের কোন ব্যাখ্যা সঠিক আর কোনটি সঠিক নয়—তার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে চায় এই

ইসলামবিদ্বেষী তথ্যসন্ত্রাসীরা। আর এসকল সন্ত্রাসীদের মিলনমেলা হিসেবে ‘প্রথম আলো’ নিকৃষ্ট ভূমিকা রেখে আসছে।

আমাদের আলোচ্য আর্টিকেলটিতেও মুসলিমদেরকে ইসলাম শেখাতে চেয়েছে আর্টিকেলটির লেখিকা। তাই মূল পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে লেখিকা সম্পর্কেও জানা থাকা দরকার, যেনো তার থেকে আমরা কী শিখবো আর কী শিখবো না—তা স্পষ্ট হতে পারি।

‘করোনাকাল : উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে’ শিরোনামের আর্টিকেলটি লিখেছেন ‘জান্নাতুল মাওয়া’ নামক মহিলা। ‘প্রথম আলো’তে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যানসাসের রিলিজিয়াস স্টাডিজের গবেষক হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লেখিকার আরেকটি বিশেষ পরিচয়ও প্রথম আলোতে দেওয়া হয়েছে, সেটা হলো— লেখিকা আন্তধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতিবিষয়ক কর্মী। আন্তধর্মীয় সংলাপে মূলত সকল ধর্মকেই সঠিক বা সব ধর্মের গন্তব্যই এক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালানো হয়; যা সুস্পষ্ট কুফুরি। আর ‘প্রথম আলো’তে প্রকাশিত আমাদের আলোচ্য আর্টিকেলের লেখিকা সেই কুফুরি বিষয়ের দিকে আহ্বানকারী এবং এর একনিষ্ঠ কর্মী। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা এবার মূল পর্যালোচনায় যেতে পারি ইনশাআল্লাহ।

‘করোনাকাল : উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে’ শিরোনামের আর্টিকেলটিতে বাংলাদেশে উগ্রবাদ ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে চিন্তিত এক মহিলার ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে। মহিলার আলোচনা ছিল মূলত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে।

এক. ‘উগ্রবাদ’ ছড়িয়ে পড়ার কারণ।

দুই. ‘উগ্রবাদী’রা কীভাবে তাদের মতাদর্শ প্রচার করে।

তিন. ‘উগ্রবাদ’ মোকাবেলায় জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আকুতি।

প্রথমত, ‘উগ্রবাদ’ ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে লেখিকা কয়েকটি বিষয়কে ইঙ্গিতে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘করোনাকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বহুমুখী হতাশা ও অস্থিরতা আগের চেয়ে বহুগুণে বেড়েছে। এমন পরিস্থিতি মানুষের উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে।’ তার মতে, ‘বাংলাদেশ কোনোভাবেই এই ঝুঁকির বাইরে নয়। সর্বস্তরে ব্যাপক হারে দুর্নীতি, মত প্রকাশ ও বাকস্বাধীনতার পরিসর ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করে ফেলা, সুশাসনের অভাব ও আইনের শাসন উপেক্ষিত থাকা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা এবং দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক

বৈচিত্র্যের প্রতি সহনশীলতার অভাব—সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ যেকোনো ধরনের উগ্রপন্থা ছড়িয়ে পড়ার সঠিক ক্ষেত্র হিসেবে অনেক আগে থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে। আর এর সঙ্গে বৈশ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা তো রয়েছেই।'

অর্থাৎ লেখিকা বলতে চাচ্ছেন, দেশজুড়ে নানাপ্রকার জুলুম এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ 'উগ্রবাদে'র দিকে ঝুঁকে পড়ছে, সংগ্রাম করতে চাচ্ছে। আর মানুষের মুক্তির এই সংগ্রামকে লেখিকা বলতে চাচ্ছেন 'উগ্রবাদ'! কথিত ঐ গবেষক লেখিকার বিশ্লেষণ অনুযায়ী তাহলে, ১৯৭১ সালে যারা পাকি জালিমদের থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করেছিল তারা ছিল উগ্রবাদী; আর শেখ মুজিবুর ছিল উগ্রবাদীদের নেতা! কথিত ঐ গবেষক লেখিকা কি কল্পনাতেও শেখ মুজিব সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে সাহস করবেন? মনে হয় না। তবে কেন তিনি বর্তমানে যারা জুলুম থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী লড়াই করছে তাঁদেরকে 'উগ্রবাদী' বলেন?! এর কারণ একমাত্র ইসলাম। কেননা, সর্বপ্রকারের জুলুম থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা ইসলামকে বেছে নিয়েছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছেন। আর এ কারণেই লেখিকার যতো আপত্তি, যতো দুশ্চিন্তা। আপনি যদি প্রথম আলোর ঐ লেখিকাকে বলতেন যে, আমরা জুলুম থেকে বাঁচতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছি। তাহলে কিন্তু লেখিকা আপনাকে 'উগ্রবাদী' বলতেন না। কিন্তু জুলুম থেকে মুক্তির জন্য মুসলিমরা যেহেতু ইসলামকে বেছে নিয়েছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন, তাই ঐ কথিত গবেষক মহিলা তার পুরো আর্টিকেলটাতে মুসলিমদেরকে 'উগ্রবাদী' বলে গালি দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, 'প্রথম আলো'র ঐ কথিত গবেষক মহিলা 'উগ্রবাদী'রা কীভাবে তাদের মতাদর্শ প্রচার করে তা বুঝাতে চেয়েছেন। এ ধাপে গবেষক লেখিকার আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। তিনি আসলে কোন ইসলাম প্রচার করতে চান, তাও এ ধাপে পরিষ্কার হয়েছে। 'উগ্রবাদী'দের প্রচারিত ইসলামের বিরোধিতা করার নামে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত ইসলামকেই প্রকারান্তরে কটাক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে 'উগ্রপন্থী'দের মতাদর্শ প্রচারের একটি 'কৌশল' হিসেবে লেখিকা উল্লেখ করেছেন, 'উগ্রপন্থী'রা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের কাছে ইসলামের প্রথম যুগের গৌরবগাথার বর্ণনা করে এবং মানুষকে ধারণা দেয় যে সেই যুগের সবকিছুই ছিল যথাযথ, কোথাও কোনো সমস্যা ছিল না। আর 'উগ্রপন্থী'দের এ কথার সাথে লেখিকা যে একমত নন—এটাও সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে তার উপস্থাপনায়।

লেখিকার এই মন্তব্য নিয়ে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, লেখিকা ইসলামের প্রথম যুগ তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশিদিনের স্বর্ণযুগকে যথাযথ মানতে রাজি নন। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইসলামের প্রথম যুগেও সমস্যা

ছিল! তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সমস্যা ছিল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে সমস্যা ছিল, উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের শাসনামলে সমস্যা ছিল! নাউযুবিল্লাহ। তার মতে সমস্যা নেই কোথায় জানেন? সমস্যা নেই হলো পশ্চিমাদের প্রচারিত মডারেট ইসলামে। আর এ বিষয়টি বুঝা যায় তার লেখার পরবর্তী প্যারায়। সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, পশ্চিমাদের ঔপনিবেশিক যুগ শুরু হওয়ার আগে থেকেই মডারেট ইসলাম চলে আসছে। বহু প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ নাকি পশ্চিমাদের মতো ইসলামের মডারেট ভার্সনের কথা বলেছেন! যদিও ঐ লেখিকা তার দাবির স্বপক্ষে কোনো ধরনের তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করেননি। যাইহোক, ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা কোনটি আর কোনটা ভুল—সে বিষয়ে মুসলিম উলামাদের মাঝে পর্যালোচনা হতে পারে, তবে কোনো নাস্তিক্যবাদী কিংবা সেক্যুলারিস্ট এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন না।

কথিত গবেষক লেখিকা ‘উগ্রপন্থী’দের আরেকটি কৌশল বিবৃত করেছেন এভাবে, ‘উগ্রপন্থীদের আরেকটি সর্বাধিক ব্যবহৃত কৌশল হলো মুসলিমরা যে সবকিছুর ভিকটিম, তা প্রমাণের চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে বিশ্বের যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু, তাদের উদাহরণ টেনে এনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা হয় যে মুসলিমরা পৃথিবীর সব দেশে নির্যাতিত ও নিপীড়িত। এখানেও মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব ও নিজেদের মধ্যে হানাহানির বিষয়গুলো উপেক্ষিত থাকে।’

এখানে লেখিকার ‘প্রশংসা’ না করে পারা যায় না! চতুর উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি কতোটা নিকৃষ্টভাবে মুসলিমদের মগজধোলাই করতে চেয়েছেন তা ভাবতেই ভয়ংকর লাগে। লেখিকা খুব সংক্ষেপে অনেক ঈমানবিধ্বংসী বিষ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। তার সেই সংক্ষিপ্ত কথাগুলো থেকে যা বুঝা যায়, তার উপর ভিত্তি করে আমার কিছু প্রশ্ন:

• পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা নির্যাতিত, লেখিকা কি এটা অস্বীকার করতে চান? যদি অস্বীকার না করেন তাহলে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনাগুলো মুসলিমদের জানালে লেখিকার সমস্যা কোথায়? মুসলিমরা এক দেহের মতো; পৃথিবীর কোথাও কোনো একজন মুসলিম নির্যাতিত হলেও অন্য মুসলিমগণ এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে বাধ্য। ইসলামের আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআর শিক্ষা এটিই। আর এ আক্বিদা থেকে মুসলিমদের দূরে সরাতেই যে লেখিকা এমন হীন আলোচনা করেছেন, তা কি সুস্পষ্ট নয়?

• পৃথিবীর যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সেখানে মুসলিমদের উপর নির্যাতন করা হয়, এটা লেখিকা স্বীকার করছেন। একইসাথে আবার মুসলিমদেরকে তিনি ভিকটিম হিসেবে মানতেও নারাজ! অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন, মুসলিমদের হত্যা করা হচ্ছে ঠিক আছে, তবে তারা

নির্যাতিত নয়! এভাবেই বিষয়টিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। যেন সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর নির্যাতন কোনো সমস্যাই না, মুসলিমদের এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আসলেই কি লেখিকা এটা বুঝাতে চান যে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর নির্যাতন হতে পারে, এটা কোনো সমস্যা না? আর এ বিষয়ে মুসলিমদের জানানোটাই কি লেখিকার কাছে 'উগ্রপন্থা' মনে হয়?

• লেখিকা বলতে চেয়েছেন, কেবল যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সেখানেই তারা নির্যাতিত হয়। কিন্তু আসলেই কি কেবল সংখ্যালঘু দেশেই মুসলিমরা নির্যাতিত? ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, আফগানিস্তান, ইয়ামান ইত্যাদি দেশগুলোতে কি মুসলিমরা সংখ্যালঘু? সেখানে কি মুসলিমদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে না? অবশ্য লেখিকা এক্ষেত্রে বলছেন, সেগুলোতে গৃহযুদ্ধ চলছে। মুসলিমরা নিজেদের মাঝে মারামারি করছে! কেননা, লেখিকার মতে অর্থাৎ তিনি যে আন্তধর্মীয় সংলাপের কর্মী সেখানে প্রকৃতপক্ষে কাফের-মুশরিক আর মুসলিমদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আর তাই, মুসলিমদের দেশগুলোতে দালাল শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে কাফেররা যে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তা লেখিকার মতে গৃহযুদ্ধ, নিজেদের মাঝে মারামারি।

• লেখিকার কথা থেকে বুঝা যায়, বাংলাদেশে মুসলিমরা ভিকটিম না। অথচ এর আগেই তিনি বাংলাদেশে 'উগ্রপন্থা'র বিস্তারের কারণ হিসেবে বলে এসেছেন যে, সর্বস্তরে ব্যাপক হারে দুর্নীতি, মত প্রকাশ ও বাকস্বাধীনতার পরিসর ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করা, সুশাসনের অভাব ও আইনের শাসন উপেক্ষিত থাকা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যাগুলো বাংলাদেশে বিদ্যমান। এ সমস্যাগুলো কি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণকে ভিকটিম প্রমাণিত করে না? যদি ভিকটিম প্রমাণিত না-ই করে তাহলে লেখিকা কেন এই বিষয়গুলোকে বাংলাদেশে 'উগ্রপন্থা' বিস্তারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন? লেখিকা কেন মনে করেন, এগুলো বাংলাদেশে 'উগ্রপন্থা' বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরি করবে?

যাইহোক লেখিকার উল্লেখিত বিষয়গুলো বাদেও বাংলাদেশে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের সুস্পষ্ট বহু উদাহরণ আছে। ৫ই মে শাপলা চত্বরে হাজারো মুসলিমদের রক্তের কথা মুসলিমরা ভুলে যায়নি, ভুলে যায়নি ভোলার নবীপ্রেমিক মুসলিমদের বুকে পুলিশের গুলি চালানোর কথা। বাংলাদেশে মুসলিমদের বুকে এভাবে গুলি চালানোর বহু ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া, হিন্দুত্ববাদের দালাল শাসকগোষ্ঠী যে আজ প্রতিটি পদে পদে মুসলিমদেরকে লাঞ্ছিত করছে, বঞ্চিত করছে ন্যায্য অধিকার থেকে—তা দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার। লেখা এমনিতেই দীর্ঘ হয়ে যাওয়াই সেসকল লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বিষয়গুলো এখানে আর উল্লেখ করতে চাচ্ছি না।

লেখিকা সর্বশেষে 'উগ্রপন্থী'দের আরেকটি কৌশল উল্লেখ করেছেন যে, 'উগ্রপন্থী'রা কিয়ামতের আলামত তথা কিয়ামত–পূর্ব সময়ের আগমনের ইঙ্গিত দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের 'ভয়াবহ আতঙ্কের' মধ্যে ফেলে দেয়। লেখিকা কিয়ামতের আলামতগুলো নিয়ে আলোচনায় চিন্তিত হওয়ার কারণ হিসেবে আমি যা বুঝলাম তা হলো, লেখিকা আসলে চাচ্ছেন মুসলিমরা যেন কিয়ামতের পূর্বের ফিতনাগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, মালহামাতুল কুবরা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে যেন এ অঞ্চলের মানুষ বেখবর থাকে, তিনি চাচ্ছেন দাজ্জালকে যেন রব হিসেবে মুসলিমরা সহজেই মেনে নেয়। আর এ চাওয়াগুলোকে সফল করতে চাইলে মুসলিম আলেমদের মুখ চেপে ধরতে হবে, বন্ধ করতে হবে কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা।

সর্বশেষে লেখিকা মূলত সরকারের কাছে আবেদন করেছেন 'উগ্রপন্থী'রা যেন প্রচারণা চালাতে না পারে, 'উগ্রপন্থী'দের দমনে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাদের মতে, 'উগ্রপন্থী'দের বাকস্বাধীনতা থাকতে পারবে না, কিয়ামতের আলামতগুলো নিয়ে মুসলিমরা আলোচনা করতে পারবে না। তবে মেয়েদের পিরিয়ড নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে হবে, ছেলে-মেয়ে একসাথে বসিয়ে বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করার স্বাধীনতা থাকতে হবে। যে কাজগুলো মূলত 'প্রথম আলোগোষ্ঠী' বীরত্বের সাথে করে যাচ্ছে।

শেষ কথা হলো, 'করোনাকাল: উগ্রবাদ প্রচারের ঝুঁকি বাড়ছে' শিরোনামের লেখাটাতে 'উগ্রবাদী' হিসেবে মূলত প্রকৃত মুসলিমদেরকেই নিকৃষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখিকা। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের কিছু মৌলিক, ঐতিহাসিক এবং বর্তমানের বাস্তবিক সত্য বিষয় এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন তার পাঠক সেগুলোকে মিথ্যা হিসেবে মেনে নেয়। তিনি 'উগ্রপন্থী'দের কতগুলো প্রচার কৌশল হিসেবে যা উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি স্বর্ণকে কয়লা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, তাই বলে আমরা তার কথা মেনে নিয়ে স্বর্ণকে কয়লা বলতে পারি না। আমাদের জন্য এটা বলার সুযোগ নেই যে, 'উগ্রপন্থী'রা ঐগুলো প্রচার করে না। বরং ঐগুলো প্রচার করাই ঈমানের দাবি।

যেমন লেখিকার মতে, 'উগ্রপন্থী'রা প্রচার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ ছিল নির্ভুল, খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগ ছিল যথাযথ। তো এগুলো যেকোনো প্রকৃত মুসলিমই স্বীকার করতে বাধ্য। আর বর্তমানে মুসলিমরা যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত এটা 'উগ্রপন্থী'দের প্রমাণ করার কিছু নেই। বরং এটা স্বাধীনভাবেই প্রমাণিত। 'প্রথম আলো গং'রা মুসলিম নির্যাতনের খবর প্রকাশ না করলে এবং 'জান্নাতুল মাওয়া' এর মতো কথিত লেখক-গবেষকরা মুসলিম নির্যাতনকে মিথ্যা দাবি করলেই এটা মিথ্যা হয়ে যাবে না। আর হ্যাঁ, কিয়ামতের আলামত

নিয়ে আলোচনা করার ফলে যদি 'জান্নাতুল মাওয়া'দের কষ্ট হয়, তাহলে তারা কান বন্ধ রাখলেই তো পারেন! যেহেতু তারা শান্তিকামী(!), নিরীহ(!) থাকতে পছন্দ করেন! আরেকটি বিষয় জেনে রাখা উচিত, 'প্রথম আলো'দের সরকারের কাছ থেকে মুসলিমরা 'বাকস্বাধীনতা'র অনুমতি প্রার্থনা করে না, করবে না। মুসলিমদের যতোটুকু 'বাকস্বাধীনতা' দরকার, তা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তা'য়ালাই দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, সরকার কী পদক্ষেপ নিবে-না নিবে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করা হবে না। আল্লাহ যা মানুষের কাছে পৌঁছানোর আদেশ দিয়েছেন, মুসলিমরা সর্বদা তা পৌঁছানোর চেষ্টা করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক:আহমাদ উসামা আল-হিন্দী, *নির্বাহী সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

যজ্ঞের বেদির ছক থেকেই আবিষ্কার হয়েছে জ্যামিতির' মন্তব্য নির্বোধ বিজেপি সাংসদের

যজ্ঞের বেদি স্থলে আঁকা ছক থেকেই আবিষ্কার হয়েছে জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতির, এমনটাই দাবি নদিয়ার রানাঘাট লোকসভার বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের (Jagannath Sarkar)। তাঁর কথায়, "এখন অনেক বিজ্ঞানীকেই ডক্টরেট, ডিএসসি উপাধি দেওয়া হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও পুরনো রীতি-নীতি নিয়ে চর্চা হচ্ছে। তাই প্রাচীন মুনি-ঋষিদের দেখানো পথেই চলা উচিত।"

করোনা (CoronaVirus) আতঙ্কে কাঁটা গোটা বিশ্ব। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে সাংসদ জগন্নাথ সরকারের পরামর্শ নিয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা নদিয়ার শান্তিপুরের নৃসিংহপুরে গঙ্গার পাড়ে আয়োজন করেছিলেন বিরাট যজ্ঞের। স্বাস্থ্যবিধি না মেনে সম্পূর্ণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সেখানে যজ্ঞ করা হয়। আহুতি দেন জগন্নাথ সরকার স্বয়ং যজ্ঞস্থলে হাজির ছিলেন একাধিক বিজেপি কর্মী -সমর্থক।

যজ্ঞ প্রসঙ্গে তার যুক্তি, "মুনি-ঋষিরা আদতে বিজ্ঞানভিত্তিকই সবকিছু করতেন। যজ্ঞ করার আগে বেদি স্থলে আঁকা ছকই থেকেই পরবর্তীকালে জ্যামিতি এবং ত্রিকোনামিতির জন্ম। এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়, কুসংস্কার নয়।" জগন্নাথবাবুর কথায়, "যজ্ঞের মাধ্যমে নীরবতা পালন করা হয়। নীরবতা পালন কংগ্রেস, সিপিএম, সকলেই করেন। করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রার্থনার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান। চিনা সৈনিকদের হাতে ভারতের কুড়িজনের আত্মার উদ্দেশ্যেও এই যজ্ঞের আয়োজন।"

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পরম্পরামূলক ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি কোনও অপরাধ করেননি বলেই সাফ জানিয়েছেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার। পালটা বিধেঁছেন সমালোচকদের। বলেন, “অল্পবিদ্যায় ভয়ংকরী হয়ে যারা এটাকে ভ্রান্তচিন্তা বলে সমালোচনা করছেন, তাঁরা অজ্ঞতা থেকেই করছেন

ভারতে মাটি খুঁড়ে মিললো আরবিতে খোদাই করা ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই’ স্বর্ণমুদ্রা

ভারেতের তামিলনাড়ুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে শিবগঙ্গাই জেলার কালাইয়ার কয়েলের কাছে এলানধাক্কারাইয়ে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছে সিরীয় সোনার মুদ্রা। এই স্বর্ণমুদ্রায় আরবিতে খোদাই করা আছে ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই।’ এই মুদ্রা ষষ্ঠ শতকের বলে অনুমান করা হচ্ছে। মাদুরাই শহরতলির অদূরে কিঝাড়ি ও শিবগঙ্গাই জেলার সীমান্তে খননকার্য শুরু হয়েছিল চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

লকডাউনের আগে উদ্বোধন করেছিলেন ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পালানিসামি। লকডাউনের জেরে কাজ বন্ধ থাকলেও আবার তা চালু হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক কর্মী জেমিনি রমেশ বলেছেন, ‘এই মুদ্রা প্রমাণ করে মাদুরাই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম অনেক আগে প্রসার লাভ করেছিলো।’ শিক্ষাবিদরা এই এলাকাকে ভাইগাই উপত্যকা সভ্যতার অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

২৩০০ বছর আগের এই সভ্যতার হদিশ মেলার পর ২০১৫ সালে এখানে খননকার্য শুরু হয়। মাদুরাইয়ের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী মুহাম্মদ ইউসুফ বলেছেন, ১৪ শতকে মালিক কাফুরের মাদুরাই জয়ের আগেই ইসলাম পৌঁছেছিলো এখানে। আরবের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল আর পান্ড্য রাজত্ব মুক্তোর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। তাঁর ধারণা, ইসলামের অস্তিত্ব যে এখানে বহু আগে থেকেই ছিল তা খনন চালিয়ে গেলে ক্রমশ প্রকাশিত হবে। সূত্র: পুবের কলম

বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় আসামিদের ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের আয়োজন করতে ব্যর্থ এনআইসি

বিজেপির বাবরি মসজিদ ধ্বংসে জড়িত সন্ত্রাসীদের মামলায় আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল ভিডিয়ো কনফারেন্সে। লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলিমনোহর যোশী, উমা ভারতী, ধ্বংসের সময়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং ও শ্রী রামজন্ম ভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মহন্ত নিত্য গোপাল দাসকে সিবিআই কোর্ট এ ব্যাপারে নির্দেশ জারি করেছিল।

তবে যাদেরকে এই কনফারেন্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই ন্যাশনাল ইনফরমেটিকস সেন্টার ভিডিয়ো কনফারেন্সের আয়োজনে ব্যর্থ হয়েছে। কোভিড-১৯ ও লকডাউনের জন্যই এমন ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বিশেষ আদালত এনআইসির ব্যর্থতা নিয়ে উদবেগ প্রকাশ করেছে। সিবিআই কোর্ট বিষয়টি নিয়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্য সচিবকে একটি চিঠিও পাঠিয়েছে।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সাড়ে চারশো বছরের অধিক সময় ধরে অযোধ্যাতে দাঁড়িয়ে থাকা মুসলমানদের ঐতিহাসিক ইমারত বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় উন্মত্ত করসেবক সন্ত্রাসীরারা। সেই সময় ঘটনাস্থলের কাছেই আদবানি, উমা ভারতীরা হাজির থেকে মসজিদ ভাঙতে ইন্ধন জুগিয়েছে। তারই মামলাতে হাজিরা দেবার জন্য আদবানিসহ ১০ জনকে ভিডিয়ো লিঙ্কের মাধ্যমে তার নয়াদিল্লির বাসস্থান থেকেই হাজিরা দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এন আই সিকে। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত তারা কোনও সাড়া দেয়নি কোর্টকে। এ নিয়ে মালাউনদের বিশেষ আদালত কার্যত হতাশ।

সৎ মেয়েকে ধর্ষণ চেষ্টায় ধরা খেলো আওয়ামী শ্রমিক লীগ নেতা

সাভারে সৎ মেয়েকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আশুলিয়া থানা সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রাজা মোল্লাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তার রাজা মোল্লা ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজা মোল্লাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে, তার স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আলমগীর হোসেন। তিনি জানান, ওই নারী তার প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর ৫ বছর বয়সী কন্যা সন্তান নিয়ে ২০১৩ সালে রাজা মোল্লাকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এরপর রাজা মোল্লা তার প্রথম ঘরের কন্যাকে নানা সময়ে কু-প্রস্তাব দিয়ে আসছিলো।

সর্বশেষ গত ১৫ মে রাতে ওই নারী তার প্রথম ঘরের কন্যাসহ রাজা মোল্লাকে নিয়ে প্রতিদিনের ন্যায় ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাতে ওই নারী শৌচাগারে যাওয়ার জন্য রুম থেকে বের হলে রাজা মোল্লা তার সৎ মেয়েকে ধর্ষণ চেষ্টা চালায়। এ সময় মেয়ের চিৎকারে তার রুমে গিয়ে মেয়েকে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করেন মা। পরে রাজা মোল্লা তাকে ও তার মেয়েকে ভয়-ভীতি দেখালে

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সাভার মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আমাদের সময়

ভারতের মালদহে মুসলিম পরিবারের উপর হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতিকারীদের বর্বরোচিত হামলায় আহত ৩

ভারতের মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় একদল হিন্দু দুষ্কৃতিকারী এক গৃহস্থ মুসলিম বাড়িতে হামলা চালিয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম বেঙ্গল নিউজ সূত্রে জানা যায়, গতো রবিবার দুপুরে হিন্দুত্ববাদীরা সাদ্দাম হোসেন, সরজেমা বিবি, সোনাভান খাতুনকে তলোয়ার ও ভোজালি দিয়ে আক্রমণ করে।

সাদ্দামের পেটের নাড়িভুড়ি বের করে ফেলে। তাঁর মাথাতেও আঘাত করেছে। এক মুসলিম মহিলার স্তন তলোয়ার দিয়ে কেটে দেয়। এমনকি দুষ্কৃতিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি সাদ্দামের গর্ভবতী স্ত্রী সোনা ভান বিবিও।

হামলার পর সকলকে গুরুতর আহত অবস্থায় ভালুকা গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অবস্থা খারাপ দেখে কর্তব্যরত ডাক্তাররা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে।

সীমান্তে চলমান হত্যাকান্ড দিল্লির প্রতি নতজানু রাজনীতির প্রতিদান : ড. নুরুল আমিন ব্যাপারী

লাদাখের গালওয়ান উপত্যকা সীমান্তে চীনের হাতে পর্যুদস্ত ভারত। সেখানে দেশটির ২৩ সেনা নিহত হয়েছে। ১০ জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে পরে ছেড়ে দিয়েছে চীন। বিহার রাজ্যের নেপাল সীমান্তে ভারতের নির্মাণাধীন নদীভাঙন রোধে বাঁধ প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে নেপাল। এমনকি ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন ওই এলাকা নিজেদের দাবি করে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে নেপাল। যা মোদী সরকারের যোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ডং চ্যানেলের পানি দিয়ে আসাম রাজ্যের বাকসা জেলার ২৬টি গ্রামের কৃষক চাষাবাদ করেন। যুগের পর যুগ ধরে চলা ডংয়ের সেই পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে ভুটান। ছোট-বড় সব প্রতিবেশির সীমান্তে যখন ভারত মার খাচ্ছে; তখন সব ঝাঁঝ যেন মেটাচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্তে। সীমান্তে একের পর এক হত্যাকান্ড চালিয়েই যাচ্ছে ভারতের সীমান্ত রক্ষী (বিএসএফ)। গতকালও লালমনিরহাটের পাটগ্রামে সীমান্তে একজন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে বিএসএফ। সীমান্ত হত্যা নিয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্র গতকালও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন ব্যাপারী বলেন, এটা দিল্লির প্রতি নতজানু রাজনীতির প্রতিদান। সরকারের ভারত তোষণনীতির কারণে সীমান্ত হত্যা হচ্ছে। নেপাল, ভুটানের মতো দেশের সঙ্গে ভারত পেরে উঠছে না। অথচ সীমান্তে বাংলাদেশিদের একের পর এক হত্যা করেছে। রাজনৈতিক কারণেই সরকার ও বিরোধী দলগুলো ভারতের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় না। এ দায় সীমান্তে জীবন দিয়ে দিতে হচ্ছে নাগরিকদের।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার শমসেরনগর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে গতকাল মিজানুর রহমান মিজান (২৫) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হন। নিহত মিজান পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের মুংলিবাড়ী গ্রামের ভুট্টু মিয়ার ছেলে। উপজেলার জগতবেড় ইউনিয়নের শমসেরনগর সীমান্ত দিয়ে গরু নিয়ে ফেরার পথে বিএসএফ ১৪০ ব্যাটালিয়নের চুয়াংগারখাতা ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা তাকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ গুরুতর আহত মিজানকে সঙ্গীরা উদ্ধার করে পাটগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে সে মারা যায়। রংপুর ৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের শমসেরনগর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার সুলতান হোসেন জানান, বিএসএফের গুলিতে মিজানের মৃত্যু হয়েছে।

কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের চিরদিনের শত্রুতা। সম্পর্কটা সাপে-নেউলে। দুই দেশের সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর হাতে একজন পাকিস্তানী নিহত হলে পরের দিনই পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষীরা দুই জন ভারতীয়কে হত্যা করে বদল নেয়।

আগে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চীনের সৈন্যদের হাতে ভারতের একজন সিনিয়র সেনা অফিসারসহ ২৩ জন সেনা সদস্যকে প্রাণ দিতে হয়। ১০ জন ভারতীয় সেনা সদস্যকে চীনের সেনারা ধরে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর ভারত সীমান্তে সৈন্য বৃদ্ধিসহ যুদ্ধের হম্বিতম্বি করলেও শেষমেষ সমঝোতা করতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিন নেপাল প্রতিবেশি ভারতের আগ্রাসী নীতির শিকার হয়েছে। এখন নেপাল কঠোরভাবে ভারতকে চোখ রাঙাচ্ছে। ভারতীয় পণ্য বর্জন এবং ভারতের চ্যানেল নিষিদ্ধ করেছে। বিহার সীমান্তে নেপাল ভারতের ভূমি নিজেদের দাবি করে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে। নেপালের এই নতুন মানচিত্র নিয়ে নিজ দেশের বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে গেছে মোদী সরকার।

হিন্দুত্ববাদী ভারত প্রতিবেশি সব দেশের সীমান্তে যখন বিপদে; তখন একমাত্র বাংলাদেশের সীমান্তে দাদাগিরি দেখাচ্ছে। দুই দেশ সীমান্ত হত্যা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের ঘোষণা দিলেও বিএসএফ একের পর এক বাংলাদেশিকে হত্যা করছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরুতেই সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহতের সংখ্যা ১৯ জনে পৌঁছেছে। তাদের মতে, ২০১৩ সালে মোট ২৭ বাংলাদেশিকে

হত্যা করেছে বিএসএফ। ২০১৪ সালে হত্যা করা হয়েছে ৩৩ জন বাংলাদেশিকে। আহত হয়েছেন ৬৮ জন। ২০১৫ সালে বিএসএফ হত্যা করেছে ৪৫, ২০১৭ সালে ২৪, ২০১৮ সালে নিহত হয়েছেন ১৪ জন ও ২০১৯ সালে সীমান্তে ৪৩ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে গুলিতে ৩৭ এবং নির্যাতনে ছয়জন। অপহৃত হয়েছেন ৩৪ জন।

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর তথ্যানুযায়ী ২০০০ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে গত ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক হাজার ৬৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পযন্ত ছয় বছরে বিএসএফ গুলি ও শারীরিক নির্যাতনে হত্যা করেছে ৪২ বাংলাদেশিকে। অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সীমান্তে ৩১২ বার হামলা চালানো হয়। এতে ১২৪ বাংলাদেশি নিহত হন। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে ১৩০টি হামলায় ১৩, ১৯৯৭ সালে ৩৯টি ঘটনায় ১১, ১৯৯৮ সালে ৫৬টি ঘটনায় ২৩, ১৯৯৯ সালে ৪৩টি ঘটনায় ৩৩, ২০০০ সালে ৪২টি ঘটনায় ৩৯ জন নিহত হন। ভারত প্রতিনিয়তই সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনার শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতার ফাঁকা বুলি বনাম বাস্তবতা

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কথিত বোকাদের দিনে, ১৮৯৫ সালের ১ এপ্রিল, এখন থেকে ১২৫ বছর আগে ওই সময়ের উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে। ইন্ডিয়ান আর্মি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষা করা, প্রতিবেশী রাজ্যগুলো জয় করা, বিদ্রোহ দমন, স্থানীয়দের দমন করা, ব্রিটিশ শাসকদের মর্যাদা রক্ষা করা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দেখাশুনা করা ইত্যাদি।

সাউথ এশিয়ান মনিটরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ব্রিটিশদের কাছ থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ইন্ডিয়ান আর্মি বর্তমান সময়ের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়। তবে মতাদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই থাকে। একই ধরনের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে, একই ঐতিহ্য বহাল থাকে। অধিকন্তু, এখন পর্যন্ত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রায় একই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গোয়া, সিকিম, হায়দরাবাদ, জুনাগর ও আরো কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য তারা দখল করেছে। তারা এখনো আসাম, মাওবাদী বিদ্রোহী, নাগাল্যান্ড, কাশ্মির, শিখ ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা এখনো পাঞ্জাব, হরিয়ানা, আসাম, বিহার, কাশ্মিরে স্থানীয় লোকজন এবং মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, দলিত ও নিম্নবর্ণের হিন্দুসহ সংখ্যালঘুদেরকে দমন করে যাচ্ছে।

বস্তুত, অবস্থার আরো অবনতি ঘটে যখন মুসলিমদেরকে সরিয়ে রাখে। সশস্ত্র বাহিনীতে তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। অবশ্য, তারা কিছু আলংকারিক ভিত্তি দেয়, কিন্তু ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর থেকে কমান্ড, ক্ষমতা বা উচ্চ পদে মুসলিমদের রাখা হয় না। আবার ১৯৮০-এর দশকে শিখদের স্থান স্বর্ণমন্দিরে হামলার পর শিখদের বিরুদ্ধেও একই অবস্থান গ্রহণ করা হচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনীতে শিখদের আর বিশ্বাস করা হয় না, তাদের গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডে রাখা হয় না। সম্প্রতি ভারতীয় সেনাপ্রধান গুর্খাদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে গুর্খা রেজিমেন্টগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। গুর্খারা মূলত নেপালি। ব্রিটিশরা তাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়েছে। তাদেরকে তারেদকে সেরা লড়াকু সৈনিক বিবেচনা করা হতো। তারা সারা ভারতে গুর্খাদের মোতায়েন করেছিলো, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তাদের সারা দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিলো। এখনো ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাদের বিরাট অংশ আছে এবং সাহসিকতার জন্য তারা পরিচিত। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনাপ্রধানের লজ্জাজনক মন্তব্য তাদেরকে আহত করেছে। গুর্খাদের ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতি কী হবে তাও অনিশ্চিত।

নিজেদের লোকদের দমন করার ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কুখ্যাতিও ব্যাপকভাবে জানা বিষয়। তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। নিরপেক্ষ মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, মানুষের ইতিহাসে ভারত সব মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। বিশেষ করে কাশ্মির, পাঞ্জাব, আসাম, বিহার, নাগাল্যান্ডে তাদের রেকর্ড সবচেয়ে খারাপ।

কাশ্মির ও অন্য কয়েকটি রাজ্যে যুদ্ধাপরাধের জন্য ভারতের সামরিক ব্যক্তিদের ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। বস্তুত, আমি নিশ্চিত, আগে হোক আর পরে হোক, যুদ্ধাপরাধে জড়িততের শাস্তি পেতেই হবে। ভারতীয় বাহিনীতে বেতন, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির দিক থেকে উচ্চ পদস্থ অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যকার ব্যবধান বিপুল। নিম্ন পদের সৈনিকদের যে পোশাক, জুতা, খাবার দেয়া হয়, তা মর্মান্তিক। অস্ত্র ও গোলাবারুদ সেকেলে। যুদ্ধ-মেশিনগুলো অকার্যকর। অকার্যকর যুদ্ধ-মিশন নিয়ে বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র বাহিনী সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত, সুপরিচর্যায় থাকা চীনা বাহিনীর সামনে টিকতে পারবে না।

ভারত ও চীনের দুই বাহিনীর মেজর জেনারেল পর্যায়ের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে উচ্চতর পর্যায়ে তথা লে. জেনারেল পর্যায়ে পরবর্তী আলোচনা হয়। লাদাখে ভারত ও চীনাদের মধ্যে সংঘাত নিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে জনসাধারণের সামনে আসছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতীয় মিডিয়া চুপসে গেছে, বিষয়টি নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করছে না। আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছুটা রক্ষণশীল, তারা যেকোনো ধরনের কড়া বিবৃতি প্রদান থেকে সংযত রয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় মিডিয়া ও সশস্ত্র বাহিনীর আগ্রাসী মনোভাব চীনের

ক্ষেত্রে বিলীন হয়ে গেছে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতার বাস্তবতা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

এবার ভারতকে পানি দেয়া বন্ধ করলো ভুটান, বিপাকে ২৬টি গ্রামের হাজারো কৃষক

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত বিরোধ তো দীর্ঘদিনের। এর মধ্যে নতুন সংযোগ হলো চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত। আরেকদিকে নেপাল। এ তালিকায় এবার যুক্ত হলো আরেক প্রতিবেশী ভুটান। হঠাৎ করেই ভারতে পানি প্রবাহ আটকে দিয়েছে দেশটি। এতে বিপাকে পড়েছে আসামের এই জেলাটির ২৬টি গ্রামের ৬ হাজারেরও বেশি কৃষক। হঠাৎ করে এই পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে এই কৃষকরা। এরই মধ্যে, জেলার কৃষক এবং অন্যান্য পেশার মানুষেরা এক হয়ে গত সোমবার বিক্ষোভ মিছিল করেছে। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজ।

জি নিউজের প্রতিবেদনের ভাষ্য, ‘দুই প্রতিবেশী দেশের উৎপাতে অতিষ্ঠ ভারত। চীন ও নেপাল, দুই দেশই ভারতীয় সীমান্তে একের পর এক বেআইনি কাজ করে চলেছে। চীনের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতের ২০ জন সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। ওদিকে বিহারের লাগোয়া সীমান্তে নেপাল পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন সাধারণ এক ভারতীয়। গুরুতর আহত হয়েছিলেন আরও তিনজন। চীন ও নেপালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার উৎপাত করে চলেছে ভুটান। তবে চীন ও নেপালের সঙ্গে ভারতের বিবাদের মাঝে ভুটানের কাণ্ড তেমন একটা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আড়ালে-আবডালে তারাও এবার ভারতীয় চাষীদের জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।’

খবরে বলা হয়েছে, ১৯৫৩ সাল থেকে কৃত্রিমভাবে তৈরি এই নালা (স্থানীয়ভাবে 'ডং' নামে পরিচিত) দিয়ে আসা পানি দিয়ে ফসল ফলায় আসামের এই জেলাটির ২৬টি গ্রামের ৬ হাজারেরও বেশি কৃষক। হঠাৎ করে এই পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে এই কৃষকরা। এরই মধ্যে, জেলার কৃষক এবং অন্যান্য পেশার মানুষেরা এক হয়ে গত সোমবার একটি বিক্ষোভ মিছিল করেছে। বিক্ষোভে বক্তারা ভুটান সরকারের এই পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এদিকে ভুটান সরকার পানি বন্ধের কোনও কারণ উল্লেখ করেনি। কেন চ্যানেলের পানি প্রবাহ বন্ধ করা হয়েছে তা নিয়ে কর্মকর্তাদেরও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

২৬শে জুন, ২০২০

দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যা: অভিযোগপত্র থেকে বাদ মূল হোতার নাম

ভারতের বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে মুসলিমদের নির্বিচারে গণহত্যার অভিযোগপত্র থেকে বাদ পড়েছেন ওই গণহত্যার অন্যতম উসকানিদাতা বিজেপি সন্ত্রাসী কপিল মিশ্র। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, এতে তাকে অভিযুক্ত হিসেবে রাখা হয়নি তবে বক্তব্যের কারণে তিনি সম্ভাব্য সহ-ষড়যন্ত্রকারী হতে পারেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ভারতে কার্যকর হওয়া সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটিকে (সিএএ) বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে ভারতজুড়ে যখন তীব্র বিক্ষোভ চলছিল, ঠিক সেই সময় রাজধানীতে ওই আইনের সমর্থনে মিছিল বের করে বিজেপি। নেতৃত্বে ছিলেন কপিল মিশ্র।

মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে কপিল দাবি করেন এটি ‘শান্তি মিছিল’। ওই মিছিলেই নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাও। পার্লামেন্টে জিততে পারলে রাস্তায় জিততে পারব না?’এরপরেই দিল্লিতে শুরু হয় হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব। টানা কয়েক দিনের তাণ্ডবে বহু মুসলিম নাগরিককে নির্বিচারে গণহত্যা করা হয় ও এতে শত শত মানুষ আহত হয়।

ওই ঘটনায় কপিল মিশ্রকে অভিযুক্ত করা হয়নি। ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি সিএএ সমর্থনে মৌজপুরে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন। সেখান থেকে দেওয়া উসকানির পরেই শুরু হয় দিল্লির মুসলিম গণহত্যা।

সূত্র- এনডিটিভি।

সোমালিয়া | ইসলামি দণ্ডবিধি অনুযায়ী মুরতাদ ও চোরের শাস্তি প্রয়োগ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক দুটি আদালতে ২ মুরতাদ ও ২ চোরের ব্যাপারে শাস্তির রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

এরমধ্যে গত ২৫ জুন মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন বাইবুকুল রাজ্যের ইসলামি আদালতে সোমালিয় সরকারি বাহিনীর ২ সদস্যের ইরতিদাদ(মুরতাদ) প্রমাণিত হয়েছে। ফলে ইমলামি আদালত শর'য়ি বিধান অনুযায়ী তাদের উপর রিদ্দার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার নির্দেশ জারি করেছে।

২৬ জুন রাজ্যের বুফালাই শহরে উক্ত ২ মুরতাদের উপর হদের বিধান কার্যকর করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এমনিভাবে জালাজদুদ প্রদেশের একটি ইসলামি আদালতও সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ২ চোরের ব্যাপারে রায় শুনিয়েছে। ওই দুই চোর জাল'আদ শহরের একটি দোকানে চুরি করেছিলো।

উক্ত চোরদের ব্যাপারে ইসলামি আদালতের রায় জারি হওয়ার পর আইলবুর শহরে তাদের উপর চুরির শাস্তি কার্যকর করেন মুজাহিদগণ।

ভারতে অন্যায়ভাবে মুসলিমদের হয়রানি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভের ডাক

ভারতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন সিআইআই, এনআরসি এবং এনআরপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে ভারতীয় মালাউন সরকার। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের অন্যায়ভাবে হয়রারানি বন্ধের প্রতিবাদে আজ শুক্রবার আওরাঙ্গবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল মুসলিম প্রতিনিধি পরিষদের প্রধান জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকি। খবর মিল্লাত টাইমসের।

মিল্লাত টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে আওরঙ্গবাদ প্রশাসনের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, দিল্লিতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী, সাধারণ মানুষ, জনগণের অধিকারের পক্ষে কথা বলা সাংবাদিক ও আন্দোলনে সমর্থন জানানো ব্যক্তিদের মিথ্যা মামলা দিয়ে অন্যায়ভাবে জেলে বন্দী করা হচ্ছে। তাই এই অন্যায় জুলুম নির্যাতন বন্ধে মুসলিম প্রতিনিধি পরিষদের পক্ষ থেকে ২৬ জুন শুক্রবার বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশটি আওরঙ্গবাদ থানার সামনে আজ দুপুর আড়াইটা থেকে শুরু হয়ে ৪টা পর্যন্ত চলার কথা।

২৫শে জুন, ২০২০

শাম | চলমান ফিতনার জন্য দায়ী কে, আল-কায়েদা না তাহরিরুশ শাম? জানতে পড়ুন...

সিরিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে আল-কায়েদা সমর্থিত মুজাহিদদের উপর হামলা বৃদ্ধি করেছে দেশটির সর্ববৃহৎ বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শাম(এইচটিএস)। এসময় তারা আল-কায়েদার বেশ কয়েকজন উমারা ও মুজাহিদকে বন্দিও করেছে।

শাম তথা সিরিয়া ইস্যুতে দখলদার রাশিয়া ও তুর্কিদের মাঝে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে চুক্তি হয়েছে কয়েক দফায়। এসব চুক্তির তিক্ততা আজ পুরো শামের মুসলিমদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে।

অপরদিকে ত্রিভুজের তৃতীয় মেরুতে থাকা তাহরিরুশ শামও তুর্কিদের সাথে কিছু গোপন চুক্তি করেছে। এসব চুক্তির আওতায় এইচটিএস যোদ্ধারা মুক্ত ইদলিব, আলেপ্পো ও লাতাকিয়ার প্রধান সড়কগুলো ক্রুসেডার রাশিয়া ও তুর্কি সামরিক বাহিনীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এসব সড়ক হয়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর টহলদলগুলো নির্বিঘ্নে লাতাকিয়া হতে আলেপ্পো পর্যন্ত চলাচল করছে। এক রাশিয়ান অফিসার তো এটাও বলেছে 'এগুলো আমাদেরই নিয়ন্ত্রিত এলাকা'! অর্থাৎ হাজার হাজার মুজাহিদদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হওয়া এই মুক্ত এলাকাগুলোকে এখন তারা নিজেদেরই এলাকা বলছে।

তুর্কির সাথে হওয়া এসব গোপন চুক্তির কারণে তাহরিরুশ শামের যোদ্ধারা অন্যকোনো জিহাদি ও বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে ক্রুসেডার রাশিয়া-ইরান ও মুরতাদ নুসাইরি বাহিনীর উপর হামলা করতে দিচ্ছেনা। বিভিন্ন বাহানায় মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে অভিযান পরিচালনা করতে বাধা দিচ্ছে। যেহেতু বর্তমানে মুক্ত এলাকাগুলোর সিংহভাগ অংশই এইচটিএস ও তুর্কিপন্থীদের দখলে, তাই মুজাহিদিনরা অত্র অঞ্চলে শক্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছেন না।

এদিকে অধিকাংশ বিদ্রোহী গ্রুপ, বিশেষকরে তুর্কিপন্থী মডারেট গ্রুপগুলো তাহরিরুশ শামের এধরনের কর্মকাণ্ড মেনে নিলেও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জিহাদী গ্রুপগুলো তা মেনে নিতে পারেনি। আল-কায়েদা নিজেদের পলিসিতে অটল। ফলে তারা ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে যথারীতি হামলা চালাতে থাকে ।

স্বভাবতই আল-কায়েদার এই অনড় অবস্থান তাহরিরুশ শাম ও তুর্কিদের গোপন চুক্তির বিরুদ্ধে যায়। তাহরিরুশ শামের এসকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুক্ত এলাকায় অবস্থানরত কোনো সাংবাদিকও কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। আমরা দেখেছি ইতোপূর্বে দলটির এহেন কর্মকাণ্ড ও তুর্কিদের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলায় গ্রেফতার হতে হয়েছে সাংবাদিক বিলাল আব্দুল কারিম ও আহমদ রিহালকে। গ্রেফতার করা হয়েছিলো এক অস্ট্রেলিয়ান স্বেচ্ছাসেবী কর্মীকেও। এছাড়াও দলটির এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা ও এইচটিএস ত্যাগ করে অন্য হকপন্থী দলে যোগ দেওয়ায় অনেক আলেমকে বন্দিত্ব বরণ করতে হয়েছে।

এমনকি এই তালিকা থেকে বাদ পড়েননি খোদ তাহরিরুশ শামের সাবেক শরিয়াহ্ বোর্ডের প্রধান শাইখ সামি আল-উরাইদিসহ অনেক হকপন্থী আলেম ও মুজাহিদ উমারাগণ। আর এই তালিকা প্রতিনিয়ত দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

ধীরে ধীরে মুজাহিদিনরা যখন তাহরিরুশ শাম ত্যাগ করে তানযিম হুররাস আদ-দীন ও ওয়া হাররিদিল মু'মিমিন অপারেশন রুমে যোগ দিতে শুরু করলেন তখন সেটা তারা মেনে নিতে পারলো না। মুজাহিদিনের উপর তারা আরো বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠলো। বিশ্বস্ত সংবাদ সূত্র হতে আমরা জানতে পেরেছি, মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত ওয়া হাররিদিল মুমিমিন অপারেশন রুমে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি এবং আনসারুত তাওহিদও যোগ দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু এইচটিএসের বাধার মুখে এটা সম্ভব হয়নি। তারা উভয় দলকে বিভিন্নভাবে চাপ দিলে আনসারুত তাওহিদ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

অপরদিকে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির জন্য এইচটিএসের চাপ মোকাবিলা করা অনেকটা অসম্ভবপ্রায় ছিলো। কেননা তাদের অধিকাংশ সদস্যই মুহাজির; যাদের পরিবার এইচটিএস নিয়ন্ত্রিত এলাকাতেই বসবাস করেন। নিজেদের কোনো আবাসস্থল ছিলো না তাদের। তাছাড়া আলেপ্পো সিটি মুজাহিদদের হাতছাড়া হলে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির নিয়ন্ত্রিত এলাকা শুধু লাতাকিয়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

এরপর এইচটিএস লাতাকিয়ার সীমান্ত এলাকা হতে কৌশলে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টিকে হটিয়ে ভিতরে নিয়ে আসে। যেহেতু তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি তখনো এইচটিএসের অনুগত ছিলো, তাই এ ব্যাপারে তারা তখন কোনো বাদ-প্রতিবাদ করতে পারেননি। ফলে এইচটিএসের প্রাণকেন্দ্রে থেকে এর বিপক্ষে গিয়ে তানযিম হুররাস আদ দীনের অংশ হওয়াটা দলটির জন্য অসম্ভব হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি এইচটিএসের অধীনে কাজ করতে থাকে। এভাবে অত্র অঞ্চলের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপকে জিম্মি করে রাখে এইচটিএস।

এমতাবস্থায় এইচটিএস আল-কায়েদা সমর্থিত তানজিম হুররাস আদ দীনকে নিজেদের একমাত্র শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে। আল-কায়েদা মুজাহিদিনকে দমন করতে এ পর্যন্ত তিন বার মুজাহিদিনের ট্যাঙ্ক ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করেছে। এছাড়াও মুজাহিদ উমারা ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করেছে।

এসকল জুলুমের পরেও আল-কায়েদা মুজাহিদগণ তাহরিরুশ শামকে নিজেদের ভাই মনে করে বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে থাকেন। তাদের দেওয়া সম্ভাব্য শর্তগুলোও মুজাহিদগণ মেনে নেন।

এদিকে গত কয়েকদিন আগে আরো পাঁচটি মুজাহিদ গ্রুপের সমন্বয়ে ফাসবুতু নামে একটি নতুন অপারেশন রুম গঠন করেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। নতুন এই অপারেশ রুমের আমির নিযুক্ত করা হয় শাইখ আবু মালেক আশ-শামি হাফিজাহুল্লাহকে। যিনি প্রথমে হিমসে এইচটিএস এর সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন, এরপর ইদলিবেও দীর্ঘ একটি সময় এইচটিএস কমান্ডো বাহিনীর দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এইচটিএস এর ভুল সিদ্ধান্ত, কাফেরদের প্রতি কোমল নীতি ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদের কঠোরতা তাকে চিন্তিত করে। ফলে তিনি এইচটিএস ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে শুরু করেন। এসময় এইচটিএস শাইখের এই নতুন দল গঠন নিয়ে চিন্তিত ছিলো না। কিন্তু যখনই শাইখ আল-কায়েদার অধীনে কাজ করার ঘোষণা দিলেন এবং নতুন অপারেশন রুমে অংশগ্রহণ করলেন, এর চার দিন পরেই তারা শাইখের বাড়ি অবরুদ্ধ করে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শামের জিহাদি গ্রুপগুলো এর মৌখিক প্রতিবাদ জানায় এবং গ্রেফতারির কারণ জানতে চায়। গ্রেফতারের পেছনে কোনো কারণ দেখাতে না পেরে তারা মিথ্যা ও একগুয়েমির আশ্রয় নিলো। তারা বললো, আমরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ একটি বিষয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেছি।

কিন্তু সেই অভ্যন্তরীণ বিষয় কী তা জানায়নি এইচটিএস। শাইখকে গ্রেফতারের দু'দিন আগে হুররাস আদ দীন অপারেশন রুমের সামরিক কমান্ডার শাইখ আবু সালেহ্ উজবেকি হাফিজাহুল্লাহ্ ও তার ৩ সাথীকে বন্দী করেছিলো এইচটিএস যোদ্ধারা।

এমন পরিস্থিতিতেও আল-কায়েদার নবগঠিত অপারেশন রুম এইচটিএসের সাথে কোনোধরনের বিবাদে জড়ায়নি। বরং পার্শ্বযুদ্ধে না জড়ানোর নীতি মেনে চলে মুজাহিদিনরা ক্রুসেডার রাশিয়া-ইরান ও নুসাইরি শিয়া বাহিনীর উপর হামলা জোরদার করেন।

কিন্তু এইচটিএস তার মিত্রদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার এই হামলা মেনে নিতে পারেনি। ফলে যেচে পড়ে তারা আল-কায়েদার ঘাঁটিতে হামলা চালাতে শুরু করে। এসব হামলায় মুজাহিদিনের বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা চৌকি ও সামরিক চেকপোস্ট ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও হামলায় ২ জন সিভিলিয়ান নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ২।

জনসাধারণ যখন তাহরিরুশ শামের এসকল অপরাধ নিয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করল, তখন নতুন নাটক মঞ্চায়ন করলো তারা। আল-কায়েদা মুজাহিদগণ সাধারণ জনগণের ১০টি গাড়িসহ বেশ কিছু আসবাবপত্র চুরি করেছে এমন খবর চাউর করলো তারা। এছাড়াও তারা বললো, মুজাহিদগণ ইদলিবে এইচটিএস এর একটি কারাগারে হামলা চালিয়ে তাদের অনেক সৈন্যকে

আহত করেছে এবং কারাগারের আশপাশে থাকা তাদের বেশ কয়েকটি গাড়ি ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে গেছে। এভাবেই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে এইচটিএসের সাধারণ সৈনিকদের মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা হয়।

এইচটিএসের এহেন মিথ্যাচার ও অপপ্রচার নাকচ করে দিয়ে আল-কায়েদা মুজাহিদিনরা তাদেরকে এসব বিষয়ের সমাধানে শর'য়ি আদালতে বসার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা মুজাহিদিনের এই ডাক বরাবরই উপেক্ষা করে আসছে।

উপরের পর্যালোচনা থেকে পাঠকের বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় প্রকৃত নাটের গুরু কারা। কাদের মাধ্যমে চলমান সংকট এবং ফিতনার উৎপত্তি হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং হকপন্থী মুজাহিদদের শক্তি বৃদ্ধি করুন। তাদের বিজয় তরান্বিত করুন এবং তাদেরকে সত্যের উপর দৃঢ়পথ রাখুন। আমিন

আরো এক ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা করলো ইসরায়েলি সন্ত্রাসী সৈন্যরা

মুসলিমদের প্রথম কেবলা পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস বা পূর্ব জেরুজালেমের আবুদিস গ্রামে এক ফিলিস্তিনি যুবককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি সৈন্যরা।

গতকাল আবুদিস গ্রামে ইসরাইলি সেনাদের হামলায় দুই ফিলিস্তিনি আহত হওয়ার একদিন পর এ ঘটনা ঘটলো। শহিদ ওই ফিলিস্তিনি গাড়ি চাপা দিয়ে ইহুদিবাদীদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল বলে ঘাতক সেনারা দাবি করেছে।

নিহত যুবকের নাম আহমাদ মুস্তাফা। ২৮ বছর বয়সের এই যুবককে হত্যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফিলিস্তিনি নাগরিকদের মতে, ফিলিস্তিনিদেরকে এভাবে নির্বিচারে হত্যার কারণে ইহুদি সৈন্যদেরকে কখনো বিচারের সম্মুখীন হতে হয় না। এমনকি ন্যূনতম জবাবদিহিতা পর্যন্ত নেই।

এদিকে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের ৩০ শতাংশ ভূখণ্ডকে ইসরাইলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণার ঘৃণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। বিপরীতে বিক্ষোভকারীদের উপর গ্রেফতার-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল।

সূত্র: ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ

জিহাদ যেমন ফরজ, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাও ফরজ। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে শর'য়ি পরিভাষায় ই'দাদ বলা হয়।

আমাদের পক্ষে জিহাদ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে ই'দাদ থেকেও হাত গুটিয়ে বসে থাকবো, তা রাব্বুল আলামিনের দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং জিহাদের প্রবল তামান্না অন্তরে রেখে ই'দাদের ফরজ আদায়ে অগ্রগামী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَ لَوۡ اَرَادُوا الۡخُرُوۡجَ لَاَعَدُّوۡا لَہٗ عُدَّۃً وَّ لٰکِنۡ کَرِہَ اللّٰہُ انۡۢبِعَاثَہُمۡ فَثَبَّطَہُمۡ وَ قِیۡلَ اقۡعُدُوۡا مَعَ الۡقٰعِدِیۡنَ-

'আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করতো তাহলে এরজন্য কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্য তাদেরকে তাওফিক দেননি এবং বলে দেয়া হলো, তোমরা অক্ষম লোকদের সাথে এখানেই বসে থাকো।' (সুরা তাওবা : ৪৬)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন,

وَ اَعِدُّوۡا لَہُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّۃٍ وَّ مِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ تُرۡہِبُوۡنَ بِہٖ عَدُوَّ اللّٰہِ وَ عَدُوَّکُمۡ وَ اٰخَرِیۡنَ مِنۡ دُوۡنِہِمۡ ۚ لَا تَعۡلَمُوۡنَہُمۡ ۚ اَللّٰہُ یَعۡلَمُہُمۡ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ یُوَفَّ اِلَیۡکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ-

'তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যার মাধ্যমে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদের (শত্রুতার) ব্যাপারে তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অবিচার করা হবেনা।' (সুরা আনফাল : ৬০)

ই'দাদ বা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এভাবে হতে পারে :

১. জ্ঞানগত প্রস্তুতি :

প্রথমত জিহাদ বিষয়ে নির্ভেজাল জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য বর্তমান মুজাহিদ ভাইদের লেকচার শোনা, তাদের রচিত কিতাবাদী অধ্যয়ন করা জরুরি। সালাফদের রেখে যাওয়া কিতাবগুলোও অবশ্যই আমাদের পাঠ্যতালিকায় রাখতে হবে।

কিতাবি জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানও অত্যন্ত জরুরি। ব্যবহারিক জ্ঞানের আওতায় আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আনতে পারি।

- নিজ এলাকার মানচিত্র জানা।

- নিজ এলাকার প্রবেশপথ এবং এর বিকল্প পথ সম্পর্কে জানা।

- স্থলপথের পাশাপাশি নদীপথ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

- পুলিশ স্টেশনসহ তাগুত সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা।

- নিজ এলাকার নির্জন স্থান চিনে রাখা। ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো কেবল নিজ এলাকাভিত্তিক, তবে বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২. মানসিক প্রস্তুতি :

যারা জানে আর যারা জানে না, দায়িত্ব এবং মর্যাদার দিক থেকে তারা তো কখনো সমপর্যায়ের নয়। সুতরাং আমরা যখন জিহাদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবো, তখন আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে যাবে। এ পর্যায়ে জিহাদের জন্য আমাদেরকে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। রিবাতের ভূমিতে কতটা কষ্ট স্বীকার করতে হয়, জিহাদের ময়দানে কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তা আমাদের মনে গেঁথে নিতে হবে এবং সেভাবেই মনোজগতকে প্রস্তুত করতে হবে। এছাড়াও পরিবার থেকে দূরে থাকার জন্য মনকে প্রস্তুত রাখা জরুরি।

৩. আর্থিক প্রস্তুতি :

জিহাদের জন্য আর্থিক প্রস্তুতি গ্রহণ করাও প্রয়োজন। নিজের জন্য, মুজাহিদ ভাইদের জন্য, এমনকি রেখে যাওয়া নিজ পরিবারের জন্যও আর্থিক সঞ্চয় করা আমাদের কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে নিজের রোজগার থেকে অল্প কিছু করে হলেও নিয়মিত সঞ্চয় করতে হবে। তবে সবচেয়ে ভালো হয়, সঞ্চিত অর্থ দিয়ে যতটুকু সম্ভব স্বর্ণ কিনে রাখা।

৪. শারীরিক প্রস্তুতি :

শারীরিক প্রস্তুতি জিহাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি একটি পর্যায়। রুগ্ন-ভগ্ন শরীর নিয়ে জিহাদের ময়দানে টিকে থাকা দুরূহ ব্যাপার। তাই শরীর ফিট রাখা কর্তব্য। এজন্য সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা, পরিমিত বিশ্রাম অত্যন্ত দরকারি। তাছাড়া যুদ্ধের উপযোগী নানাবিধ শারীরিক কসরতও রপ্ত করা প্রয়োজন।

উপরে যা উল্লেখ করা হলো তা ইদা'দের কিছু উদাহরণ মাত্র। এগুলোর বাইরেও আরো বিভিন্নরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করার ফিকির করতে হবে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মুজাহিদ ভাইদের সাথে শামিল করুন। আমিন।

লেখক: আবদুল্লাহ আবু উসামা

২৪শে জুন, ২০২০

দিন দুপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় ইকবাল মোল্যা (৪০) নামে এক যুবকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ইশিবপুর ইউনিয়নের শাখারপাড় নতুন রাস্তার পাশে ধানের জমি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ইকবাল উপজেলার বদরপাশা ইউনিয়নের উমারখালী গ্রামের সুন্দর মোল্যার ছেলে। তিনি ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালাতেন। আমাদের সময়

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকাল ৪টার দিকে ইকবাল তার মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। গতকাল সকালে পথচারীরা উপজেলার ইশিবপুর ইউনিয়নের শাখারপাড় নতুন রাস্তার পাশে ধানের জমিতে ইকবালের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে ইকবালের মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠায় এবং রাস্তার পাশ থেকে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও উদ্ধার করে।

রাজৈর থানার ওসি খোন্দকার শওকত জাহান জানান, নিহত ইকবালের শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের অসংখ্য কোপের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ সুপার মাহাবুব হাসান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

দাপট দেখিয়ে ঘুষ নেন এসআই!

বাগেরহাটের ফকিরহাট মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মিজান এক অসহায় নারীর কাছ থেকে হুমকি দিয়ে ঘুষ নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই পুলিশ কর্মকর্তা নিজ জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলায় হওয়ার দাপট দেখিয়ে বিভিন্ন সময় ঘুষ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত সোমবার ফকিরহাট উপজেলার আট্রাকী গ্রামের এক নারী ফকিরহাট মডেল থানায় তার স্বামী বাবুল শেখের বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবিতে মারধরের মামলা করেন। ওই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মিজান বাদীর বাড়িতে তদন্তে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ওই নারীর সঙ্গে অসদাচরণ করেন এবং ঘুষ দাবি করেন। আর তাকে ঘুষ না দিলে তিনি বাদীর বিপক্ষে প্রতিবেদন তৈরি করবেন বলেও হুমকি দেন। আমাদের সময়

এসআই মিজান ঘুষ চাইলে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানিয়ে ওই নারী বলেন, তার ঘুষ দেওয়ার মতো সামর্থ একেবারেই নেই। স্বামী যৌতুকের জন্য মারধর করে তাকে বাবার বাড়িতে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি দরিদ্র মা-বাবার কাছে তিন বেলা খাবারও পাচ্ছেন না, ঘুষ কোথায় থেকে দেবেন।

এ কথা শুনে এসআই মিজান আরও ক্ষিপ্ত হলে একপযার্য়ে পাশের বাড়ি থেকে এক হাজার টাকা ধার করে এনে তাকে দিতে বাধ্য হন ভুক্তভোগী নারী।

এ ছাড়া এসআই মিজান বেশিরভাগ জায়গায় তদন্তে গিয়েই নিজের বাড়ি গোপালগঞ্জে বলে দাপট দেখিয়ে ঘুষ গ্রহণ করেন বলেও নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেকে অভিযোগ করেছেন। এই বিষয়ে জানতে এসআই মো. মিজানুর রহমানকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ধরেননি।

ফকিরহাট মডেল থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাইদ মো. খায়রুল আনাম বলেন, "ভুক্তভোগী নারীকে থানায় তলব করার পর এসআই মিজান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করায় মহিলার টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে।"

এমপি হওয়ার পরই দুর্জয়ের আয় বেড়েছে ৮ গুণ

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়াড় নাঈমুর রহমান দুর্জয় সংসদ সদস্য (এমপি) হওয়ার পর পরিচালক বনে যান একটি পাওয়ার প্লান্টের। আর এমপি হওয়ার পর তার আয়ও বেড়ে যায় আট গুণ।

২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচন ও ২০১৮ সালের সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনে (ইসি) দুর্জয়ের দাখিল করা হলফনামা বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

দুর্জয় নামে তিনি পরিচিত হলেও তার নির্বাচনী নাম এএম নাঈমুর রহমান।

পিতা মরহুম এএম সায়েদুর রহমান, মাতা নীনা রহমান।

তার গ্রামের নাম খাগ্রাটা, ডাকঘর বৈকুণ্ঠপুর, উপজেলা ঘিওর ও জেলা মানিকগঞ্জ। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি।

জাতীয় সংসদের ১৬৮ মানিকগঞ্জ-১ আসন থেকে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি দু'বারই জয়লাভ করেন।

আর প্রথমবার এমপি হওয়ার পরপরই তার বাড়তে থাকে আয় ও সম্পদ।

দুর্জয় তার পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ব্যবসা। দু'টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার। হলফনামায় তিনি নিজেকে চেজ ট্রেডিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চেজ পাওয়ার লিমিটেডের পরিচালক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যদিও ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচনে পূর্বে তিনি যে হলফনামা দাখিল করেন, সেখানে তার পেশার বিবরণীতে পাওয়ার প্লান্টের পরিচালক পদটি ছিল না। সে সময় তিনি দু'টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন। যার একটিতে তিনি নিজেকে চেজ ট্রেডিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যটিতে ফুওয়াং ফুড অ্যান্ড বেভারেজের পরিচালক হিসেবে দাবি করেছিলেন।

অর্থাৎ প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি বনে যান পাওয়ার প্লান্টের পরিচালক।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সময় তিনি বছরে আয় দেখিয়েছেন ৪৩ লাখ ৭৫ হাজার ২শ টাকা। এক্ষেত্রে কৃষিখাত থেকে বছরে ৫২ হাজার ৮শ টাকা, পারিতোষিক ও ভাতাদি থেকে আয় ২৩ লাখ ৪২ হাজার ৪শ টাকা এবং মৎস্য চাষ থেকে আয় দেখিয়েছেন ১৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

এই হলফনামা দেওয়ার পাঁচ বছর পূর্বে দশম সংসদ নির্বাচনের সময় তিনি বছরে আয় দেখিয়েছিলেন ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা। যেখানে কৃষিখাতে ১ লাখ টাকা এবং ব্যবসা থেকে ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা আয় ছিল তার।

অর্থাৎ প্রথমবার এমপি হওয়ার পর পাঁচ বছরের মধ্যে তার বাৎসরিক আয় বাড়ে ৭ দশমিক ৬৮ গুণ।

দশম সংসদ নির্বাচনের সময় তার কাছে ছিল ৬ লাখ টাকা ও স্ত্রীর কাছে ছিল ১ লাখ টাকা। এর মধ্যে তার হাতে নগদ ছিল ১ লাখ টাকা ও ব্যাংকে ৫ লাখ টাকা।

পাঁচ বছর পর একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় ব্যাংকে কোনো অর্থ থাকার তথ্য উল্লেখ না করলেও হাতে নগদ ৩৫ লাখ টাকা ছিল বলে উল্লেখ করেন হলফনামায়। অর্থাৎ জমা অর্থের পরিমাণ তার পাঁচ বছরে বাড়ে ৫ দশমিক ৮৩ গুণ।

দশম সংসদ নির্বাচনের সময় তার ৪০ লাখ ও ২০ লাখ টাকা করে মোট ৬০ লাখ টাকা মূল্যের দু'টি গাড়ি ছিল। আর একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় তিনটি গাড়ির মালিকানা দেখান তিনি। এগুলোর মধ্যে একটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের টয়োটা গাড়ি, ৩৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি সেলুন কার ও ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ল্যান্ড ক্রুজার।

এছাড়া এ সময় তিনি ব্যবসায়িক মূলধন হিসেবে ৩৪ লাখ ৩৯ হাজার ৪৪৭ টাকা ও ৫০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী থাকার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে দশম সংসদ নির্বাচনের সময় নিজের নামে ১৫ হাজার টাকার ও স্ত্রীর নামে ৩৫ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ছিল। এছাড়া অন্যান্য অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নিজের নামে ১ লাখ টাকার সম্পদ ও স্ত্রীর নামে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পদের উল্লেখ করেন।

দশম সংসদ নির্বাচনের সময় তার স্ত্রীর নামে ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার থাকলেও একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় হলফনামাফায় অলংকার নিয়ে কোনো তথ্য উল্লেখ করেননি দুর্জয়।

স্থাবর সম্পদের হিসেবে দশম সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তিনি নিজ নামে ৫০ লাখ টাকা মূল্যের কৃষি জমি, ২০ লাখ টাকা মূল্যের অকৃষি জমি, ১০ লাখ টাকা মূল্যের একটি দালানের মালিকানার কথা উল্লেখ করেন। আর স্ত্রীর নামের দেখান ৩ কাঠা অকৃষি জমি।

আর একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় স্থাবর সম্পদ হিসেবে তিনি হলফনামায় নিজ নামে ১২ বিঘা কৃষি জমি, ১৫ শতাংশ অকৃষি জমি ও ১টি একতলা দালান থাকার কথা উল্লেখ করেন।

দশম সংসদ নির্বাচনের পূর্বে তার ব্যাংক ঋণ বা দায়-দেনা না থাকলেও একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় তিনি ঋণ থাকার উল্লেখ করেন। সে সময় তার আইএফআইসি ব্যাংকে ২১ লাখ ৮২ হাজার ৭১১ টাকার ব্যক্তিগত ঋণ ছিল। সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন

উপেক্ষিত গ্রামীণ সড়ক: বৃষ্টিতে বেহাল দশা

বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত হয়ে বেহাল হয়েছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার লক্ষিন্দর ইউনিয়নের লক্ষিন্দর-বাঘাড়া বাজার-সাগরদীঘি গ্রামীণ কাঁচা সড়কটি। দুর্ভোগে পড়েছে প্রায় ৭/৮টি গ্রামের সাধারণ মানুষ। জনদুর্ভোগ কমাতে গুরত্বপূর্ণ রাস্তাটি দ্রুত পাকাকরণের দাবি এলাকাবাসীর।

জানা যায়, উপজেলার লক্ষিন্দর-বাঘাড়া বাজার-সাগরদীঘি রাস্তার দৈর্ঘ্য ৬ কিলোমিটার। সাগরদিঘী বাজার থেকে বেইলা গ্রাম পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ হয়েছে। বাকি সম্পূর্ণ রাস্তাই কাঁচা। রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন বাঘাড়া, মনতলা ও কাইকারচালাসহ আশেপাশের ৭/৮টি গ্রামের শতশত মানুষ যাতায়াত করে। শনিবার ও মঙ্গলবার সাগরদিঘী হাটের দিন মানুষের চলাচল আরো বেড়ে যায়।

জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তাসংলগ্ন মনতলা ও বাঘাড়া গ্রামে রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রাস্তাসংলগ্ন গ্রামের শিক্ষার্থীরা এ রাস্তার কাদামাটি মাড়িয়ে সাগরদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়, সাগরদিঘী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও সাগরদিঘী কলেজের লেখাপড়া করে।

লক্ষিন্দর ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুল আজিজ বলেন, বিকল্প কোনো রাস্তা না থাকায় এ অঞ্চলের জনগণের এই রাস্তা হয়েই উপজেলা সদর ও জেলা সদরে যাতায়াত করতে হয়। সামান্য বৃষ্টি

হলেই রাস্তাটি কর্দমাক্ত হয়ে ভ্যানরিকশা, অটোরিকশা, টেম্পো, মিনি ট্রাকসহ সকল ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাটি পাকাকরণ জরুরি।

বাঘাড়া এলাকার রঞ্জিত জানান, রাস্তার বেহালের কারণে এলাকার উৎপাদিত সবজি সময়মতো বাজারে নিতে পারছে না। ফলে কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। অনেক কৃষকের ফসল জমিতেই নষ্ট হচ্ছে। কালের কণ্ঠ

এবার কোটালীপাড়া পৌর মেয়র করোনায় আক্রান্ত

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার পৌর মেয়র ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা হাজি মো. কামাল হোসেন শেখ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি তার নিজ বাস ভবনে আইসোলেশনে আছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রসূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গত কয়েকদিন ধরে পৌর মেয়র জ্বর অনুভাব করলে গত রবিবার তার নমুনা পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়। গত সোমবার রাতে তার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুশান্ত বৈদ্য মেয়রের করোনা রিপোর্ট পজিটিভের কথা নিশ্চিত করে বলেন, মেয়র মহোদয় বর্তমানে তার নিজ বাসভবনে আইসোলেশনে আছেন। কালের কণ্ঠ

সীমিত পরিসরে হজ্বের ঘোষণা দিলো সৌদি আরব

করোনা মহামারির কারণে এবার ‘খুবই সীমিত’ আকারে হজ আয়োজন করার কথা ঘোষণা করেছে সৌদি আরব।

সোমবার সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এ কথা জানায়।

দেশটি জানিয়েছে, হজে বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা অংশ নিতে পারবেন। তবে তারাই শুধু যারা ইতিমধ্যে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন।

মন্ত্রণালয়টি জানিয়েছে, ‘করোনাভাইরাস মহামারি অব্যাহত থাকায় এবং ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোতে ও বড় সমাবেশে করোনা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।’ নয়া দিগন্ত

'ইতিমধ্যে সৌদি আরবে অবস্থানকারী বিভিন্ন জাতীয়তার সীমিত সংখ্যক মুসলিম হজ পালন করতে পারবেন।'

গত বছর প্রায় ২৫ লাখ লোক হজ পালন করেছিল। এর মধ্যে প্রায় ১৮ লাখ পুণ্যার্থী বিভিন্ন দেশ থেকে এতে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু করোনা মহামারিতে বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও আক্রান্তের কারণে বিশ্বের মুসলমানরা এবার সৌদি আরবে আসতে পারছেন না।

গোঁজামিলের বিদ্যুৎ বিলে জনগণের দুর্ভোগ

করোনা দুর্যোগে দেশে বিল নিয়ে বিড়ম্বনা ও বিভ্রান্তিতে পড়েছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। অনেকের অভিযোগ- তাদের বিল অন্য সময়ের চেয়ে বেশি এসেছে। অনেকে বলছেন- ভুতুড়ে বা অস্বাভাবিক বিলের কথা। অনেকে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসের বিল ব্যাংকে জমা দিতে চাইলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 'মে মাসের বিল একসঙ্গে দেওয়ার পরামর্শ' দিয়ে গ্রাহককে ফিরিয়ে দিয়েছে। গ্রাহকদের অভিযোগ- মে মাসের বিলের সঙ্গে নোটিশ এসেছে বিল না দিলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

একই সঙ্গে গ্রাহকরা বলছেন, বিদ্যুৎ বিলে টাকার যে হিসাব থাকে, সেখানে মোট বিলে টাকার গরমিল রয়েছে। গ্রাহকরা জানতে চাইলেও সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না বিদ্যুৎসংশ্লিষ্ট লোকজন। বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, কোনো গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যবহারের অতিরিক্ত বিল নেওয়া হবে না। বিল নিয়ে কেউ আপত্তি জানালে জোনাল অফিসের মাধ্যমে মিটার রিডিং যাচাই করে তা সমন্বয় করে দেওয়া হবে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে- মানুষ বিদ্যুৎ বিল নিয়ে বিপাকে।

করোনা পরিস্থিতিতে সংক্রমণ এড়াতে লাইন ধরে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে নিরুৎসাহিত করে বিদ্যুৎ বিভাগ ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসের বিলে বিলম্ব মাসুল মওকুফ করলেও ৩০ জুনের মধ্যে বকেয়াসহ সব বিল পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে। অন্যথায় জরিমানা, সংযোগ বিচ্ছিন্নসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে আশঙ্কায় বিপাকে পড়েছেন গ্রাহক।

অভিযোগ রয়েছে, বিগত মাসে বিল পরিশোধ করেছেন এমন গ্রাহক পরবর্তী মাসের বিলে পুনরায় বকেয়া বিল সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অনেকের অভিযোগ গত দুই মাস তাদের মিটার বন্ধ ছিলো, ভাড়াটে বাসা ছেড়ে চলে গেছে; অথচ সেখানে মিটার খোলার পর ইউনিট দেখাচ্ছে। অনেকের আগের মাসের তুলনায় বহুগুণ বেশি বিল এসেছে।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) আওতাধীন কাফরুল এলাকার গ্রাহক নাজমা বেগম। তার নামের মিটার ব্যবহারকারী ভাড়াটিয়া ইয়াসিন আহমেদ জানান, মে মাসে তার ৪ হাজার ৫৩৮ টাকা বিদ্যুৎ বিল এসেছে। অথচ এপ্রিল মাসে এসেছে ৭৬৭ টাকা ও মার্চে ৫৯৫ টাকা। বিগত কয়েক মাসের বিল পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ফেব্রুয়ারি মাসে তার বিল এসেছে ৪১১; জানুয়ারিতে ৩৩৫; গত বছর ডিসেম্বরে ৫৩৭; নভেম্বরে ৯২৭ এবং অক্টোবরে এক হাজার ৪৯৩ টাকা। এ বছর মে মাসে তার যে বিলটি এসেছে, সেখানে কোনো বকেয়া বিল সংযুক্ত হয়নি। কারণ তিনি এপ্রিল ও মার্চের বিল অনলাইনে পরিশোধ করেছেন। মে মাসের বিলে এপ্রিল বিল পরিশোধিত দেখানো হয়েছে। ইয়াসিন আহমেদের প্রশ্ন- মে মাসে হঠাৎ করে তার এত বেশি বিল কীভাবে হলো?

মাতুয়াইল নিবাসী ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) গ্রাহক কামাল হোসেনেরও অভিযোগ অন্য সময়ের চেয়ে তার বিল বেশি এসেছে। নারায়ণগঞ্জের কুতুবপুরের আদিবাসী সুমন ভূঁইয়া তার বিল ২৪৭৪ টাকা আসছে। বিলের কাগজে যেভাবে হিসাব লেখা আছে, তাতে তার হিসাব মিলছে না। তিনি বলেন, আমি বিদ্যুৎকর্মী ও মিটার রিডারের কাছে জানতে চাইলে তারা বোঝাতে পারেননি। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির মেরাদিয়া এলাকার বাসিন্দা সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, তিনি মার্চ ও এপ্রিল মাসের বিল পরিশোধ করে দিয়েছেন। তার পরও তার বিল আসছে প্রায় ১২ হাজার টাকা। পরে তিনি অফিসে তার বিল ছয় হাজার ২৬৩ টাকা করে দেয় হাতে কেটে। কিন্তু বাকি টাকা কীসের ভিত্তিতে করেছে জানতে চাইলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। গোদনাইলের এনায়েত নগরের বাসিন্দা সোহেল জানান, তার সব সময় বিল আসে ৬-৭ হাজার টাকা। তাকে গত মাসের বিল করে দেওয়া হয়েছে ৩৩ হাজার টাকা। নয়া পল্টনের এক গ্রাহকের অভিযোগ তিনি মার্চ, এপ্রিলের বিল ব্যাংকে দিতে পারেননি। তাকে বলা হয়েছে মে মাসের বিলসহ একসঙ্গে পরিশোধ করতে।

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ার বাসিন্দা শেখ মোশারফ হোসেন জানান, এপ্রিলে তার বিল অনেক বেশি এসেছে। প্রিন্ট করা বিলে কাটাকাটি করে হাতে টাকার অঙ্ক লেখা হয়েছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পল্লী বিদ্যুতের অফিসে যোগাযোগ করলেও তার কথা কেউ শোনেননি, তার বিল যাচাই করেও দেখেননি। তাকে বলা হয়েছে বিল দেখা লাগবে না। বিল ঠিকই আছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) অধীনে অনেক সমিতির গ্রাহকেরই করোনাকালীন বিদ্যুৎ বিল নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। বেশি বিল, ভুতুড়ে বিল বা অস্বাভাবিক বিলের অভিযোগ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (নেসকো) গ্রাহকদেরও রয়েছে। আমাদের সময়

বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, করোনার বিস্তার রোধে অনেক গ্রাহকের আঙিনায় সরেজমিন গিয়ে মিটার রিডিং নিয়ে বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা হয়নি। দেশের বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বাধ্যবাধকতার ফলে গ্রাহক ও বিদ্যুৎকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আগের মাসের অথবা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের বিলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাক্কলিত বিল দেওয়া হয়েছে।

বিএসএফের গুলিতে প্রাণ গেল এক প্রতিবন্ধী যুবকের

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে আব্দুল জলিল (৩২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত আব্দুল জলিল উপজেলার গোবরাকোড়া ইউনিয়নের আব্দুল মালেকের ছেলে।

হালুয়াঘাট থানার ওসি আরী মাহমুদ বলেন, "নিহত আব্দুল জলিল মানসিক প্রতিবন্ধী। কখন এ ঘটনা ঘটেছে সঠিক জানি না। আমি খবরটি শুনেছি মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে।"

বিএসএফের এ ঔদ্ধত্য নতুন কিছু নয়। ক'দিন পরপরই তারা তাদের রক্তপিপাসা মেটায় বাংলাদেশিদের বুকে গুলিয়ে চালিয়ে। তাদের কাছে এটা যেমন স্বাভাবিক, আমাদের কাছেও তা মেনে নেওয়া স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন এর মৌখিক প্রতিবাদ করলেও এর নেই কোনো প্রায়গিক রূপ। থাকার কথাও নয়। কেননা বর্তমান এ তাগুত সরকার তো ভারতের আজ্ঞাবহ দাস সদৃশ। তাই দাসের ওপর কারণে-অকারণে মনিব এ জাতীয় নির্যাতন স্বাভাবিক হিসেবেই মেনে নিতে হবে।

ভারতবান্ধব নতজানু পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশের জনগণের উপর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের নির্যাতনকে উস্কে দিচ্ছে। সরকারের নিরবতায় ভারত যুগ যুগ ধরে পাখির মতো বাঙালি মুসলমানদের হত্যা করে যাচ্ছে। সরকার বা জনগণের পক্ষ থেকে কোনো শক্ত প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় না।

এতকিছু দেখার পরেও যদি আমরা কিছুই না দেখি, এতকিছু জানার পরেও যদি আমরা কিছুই না জানি, তবে সত্যিই আমাদের জন্য ভয়ানক কিছু দিন অপেক্ষা করছে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আবু আব্দুল্লাহ উসামা

ফটো রিপোর্ট-শাম | জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা চৌকিগুলোতে সতর্ক অবস্থানে আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

শাম তথা সিরিয়ায় আল-কায়েদা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নবগঠিত "ফাসবুতু" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা চৌকিগুলোতে সতর্ক অবস্থানে টহল দিচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2020/06/24/39067/

সোমালিয়া | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, বহু সংখ্যাক সৈন্য হতাহত।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়াতে গত ২৩ জুন বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এতে বহু সংখ্যক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর বালআদ ও আফজাওয়ী শহরে মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় নিহত ও আহত হয়েছে অনেক সৈন্য। নিহত সৈন্যদের মধ্যে সোমালীয় মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে "শাহাদাহ নিউজ এজেন্সী"।

এমনিভাবে "জানালী" শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি যৌথ সামরিক ঘাঁটিতেও সফল হামলার চালিয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে অনেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস ও পুড়ে গেছে শত্রুবাহিনীর অনেক যুদ্ধাস্ত্র এবং গোলাবারুদ।

সোমালিয়া | তুর্কি সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের শহিদী হামলা, নিহত ৭ আহত ১৪ এরও অধিক।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত মুরতাদ তুর্কি সামরিক ঘাঁটিতে একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন, এতে ৭ কমান্ডার নিহত এবং ১৪ এরও অধিক কমান্ডার আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ জুন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে মুরতাদ তুর্কি বাহিনী পরিচালিত একটি সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প লক্ষ্যবস্তু করে শহিদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের একজন আল্লাহ্ ভীরু জানবাজ মুজাহিদ।

সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী এখন পর্যন্ত উক্ত শহিদী হামলায় তাদের ৭ কমান্ডার নিহত ও ১৪ কমান্ডার আহত হবার কথা নিশ্চিত করেছে। তবে এসময় কত তুর্কি সৈন্য নিহত হয়েছে তা মিডিয়া থেকে কোন কারণে আড়াল করেছে মুরতাদ বাহিনী।

অন্যদিকে বেসামরিক সংবাদ মাধ্যমগুলো দাবি করছে, সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২০ সৈন্যেরও অধিক সেনা উক্ত হামলায় নিহত ও আহত হয়েছে, সরকার এখানে হতাহতের বাস্তব সংখ্যাকে গোপন করছে।

রাজধানী মোগাদিশুর এতটা নিরাপদ স্থানে তুর্কি বেসে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের এই হামলা এটাই প্রমাণ করছে যে, মুজাহিদগণ পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ আশ্রয়স্থলেও আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন।

এটি লক্ষণীয় যে, মুরতাদ তুর্কি সরকার পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারকে সামরিক সহায়তা এবং হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সরকারি মিলিশিয়াদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তাই তাদের উপর ক্রুসেডার বাহিনীর মত হামলা চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

শাম | মুরতাদ নুসাইরি বাহিনীর অবস্থানে আল-কায়েদার হামলা অব্যাহত

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দীনের নবগঠিত ফাসবুতু অপারেশন রুমের মুজাহিদিন বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দ্বারা কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালাচ্ছেন।

"ফাসবুতু" অপারেশন রুম হতে জানানো হয়েছে, গত ২৩ জুন মুজাহিদগণ আলেপ্পোর পশ্চিমের "আল-ফুজ-46" এলাকাতে কুখ্যাত নুসাইরী মিলিশিয়াদের টার্গেট করে p9 মিসাইল হামলা চালিয়েছেন।

পশ্চিম আলেপ্পোর গ্রামাঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরিয়া শিয়া মিলিশিয়াদের একটি সমাবেশ স্থল লক্ষ্য করেও p9 মিসাইল হামলা চালিয়েছেন।

এমনিভাবে "কাফরনাবল" শহরে অবস্থিত "নাইমার" চেকপোস্টে নুসাইরী মিলিশিয়াদের লক্ষ্যবস্তু করে মর্টার (120+) হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্টটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং অনেক সৈন্য হতাহতের খবর পাওয়া গেছে।

অপরদিকে জাবাল আজ-জাওয়িয়াহ এর "মরাত_মাখাস" অঞ্চলে নুসায়রি মিলিশিয়াদের অবস্থান চিহ্নিত করে RGC ক্ষেপণাস্ত্র ও P9 মর্টার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, প্রতিটি স্থানে মুজাহিদদের সফল হামলায় অনেক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হওয়া ছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আইভরিকোস্ট | আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় ১২ সৈন্য নিহত, আহত ৭ এরও অধিক।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় আইভরিকোস্টের কমপক্ষে ১২ সৈন্য নিহত এবং ৭ এর অধিক আহত হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরো ২ সেনা সদস্য।

গতো ১১ জুন মালি ও বুর্কিনা-ফাসোর পার্শ্ববর্তী দেশ আইভরিকোস্টের উত্তরের একটি সীমান্ত চৌকিতে এই হামলা চালানো হয়। দেশটির আর্মির চিফ অফ স্টাফের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছে, ওইদিন বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে বুর্কিনা-ফাসো সীমান্তের কাছে উক্ত হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এই হামলা সম্পর্কে দেশটির সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন এক কর্মকর্তা জানিয়েছে যে তার দৃঢ় বিশ্বাস আক্রমণকারীরা বুর্কিনা ফাসো হয়ে এখানে এসেছে।

সম্প্রতি আফ্রিকা অঞ্চলে আল-কায়েদার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ঠেকাতে বেশ কয়েকটি দেশকে সাথে নিয়ে একটি বিশেষ ইউনিট গঠন করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। আইভরিকোস্টও এই জোটের

অংশ হয়ে ইতোমধ্যে মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে কয়েকটি যৌথ অভিযান চালিয়েছে। এর পরপরই দেশটির সামরিক বাহিনীর সীমান্ত চৌকিতে এই হামলার ঘটনা ঘটল।

উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের পর আইভরিকোস্টে এটিই মুজাহিদদের প্রথম অভিযান। ২০১৬ সালে গ্রান বাসাম শহরে মুজাহিদদের ওই হামলায় দেশটির ১৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছিলো।

এই হামলার মধ্য দিয়ে মুজাহিদিনের ওয়ার-ফিল্ডে নতুনকরে আরো একটি আফ্রিকান দেশ তালিকাভুক্ত হলো। সুগম হলো আইভরিকোস্টে ইসলামি ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার পথ।

২৩শে জুন, ২০২০

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে করোনা বিপর্যয় থেকে মুক্ত ফিলিস্তিন

করোনা মহামারীতে বিধ্বস্ত পৃথিবী। ওয়ার্ল্ড মিটার জানাচ্ছে এই মুহূর্তে করোনায় মৃত্যু সংখ্যা ৪ লাখ একাত্তর হাজার। আক্রান্ত ৯০ লাখ ছাড়িয়েছে।

আপাত বিশ্বে প্রবল ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোও করোনা নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থ। সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধ ফেরি করে বেড়ানো কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই করোনায় ১ লাখের বেশি লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। অর্ধলক্ষ মৃত্যু হয়েছে লাতিনের সবচেয়ে বড় দেশ ব্রাজিলে।

তবে অপার বিস্ময় হিসেবে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে করোনা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। দখলদার বর্বর ইসরায়েলি সেনাদের অতর্কিত হামলাতে সর্বদা মৃত্যুভয়ে থাকা ফিলিস্তিনে করোনায় প্রাণহানী হয়েছে মাত্র ৩ জনের।

ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্যমতে ৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম করোনা শনাক্তের পর থেকে পরবর্তী ৪ মাসে এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনে আক্রান্ত হয়েছে ৯ শত ১৫ জন। ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪ শত ৩৯জন।

শরণার্থী শিবির এবং গাজা স্ট্রিপ, পশ্চিমতীর, জেরুসালেমের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ৪ মাসেরও বেশি সময়ে ১ হাজারেরও কম লোকের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় আশ্চর্য প্রকাশ করতে দেখা গেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাদ্যমগুলোতে। অথচ ফিলিস্তিনে যুলুম অব্যাহত রাখা পার্শ্ববর্তী দখলদার রাষ্ট্রটিতে করোনায় ৩ শো'র বেশি লোকের প্রাণহানি হয়েছে। দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ইসরায়েল করোনা পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনে চিকিৎসা বিষয়ে সর্বোচ্চ

অসহযেগিতা করেছে। করোনা শনাক্তের পর ফিলিস্তিনে চিকিৎসা এবং ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে ইসরায়েলের বাধার কারণে তুরস্ককে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই আমরা বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে এখনও মুক্ত আছি। ফিলিস্তিনের সাধারণ লোকদের মনোভাব প্রসঙ্গে মিডল ইস্ট মনিটর জানাচ্ছে- যেহেতু আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যস্ত তাই সাবধানতা অবলম্বন করা ছাড়া আমেদের উপায় ছিল না। আল্লাহর উপর ভরসা করার পাশাপাশি আমরা খুব সচেতন ছিলাম। যেন করোনা আমাদের সমাজে আউটব্রেক না করে।

বাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়ে ভারত সীমান্তে সেনা বাড়াচ্ছে নেপাল

চীনের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই ভারত সীমান্তে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে নেপাল। তৈরি করছে সেনা-শিবির (তাঁবু), হেলিপ্যাড।

একইসঙ্গে সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের বিহার রাজ্যে বাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়েছে দেশটি।

গত সপ্তাহে ভারতের কিছু অংশ যুক্ত করে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে নেপাল। বৃহস্পতিবার এটি দেশটির সংসদেও অনুমোদন পেয়েছে। এ নিয়ে দু'দেশের মধ্য উত্তেজনা বেড়েছে।

সংঘাতে এক ভারতীয় নাগরিকও মারা গেছে। এখন থেকে নেপালের সরকারি মানচিত্রে ভারতের তিনটি এলাকা দেখা যাবে। কালাপানি ছাড়াও রয়েছে লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা এলাকা। এ মানচিত্র প্রকাশ করার পরই সামরিক তৎপরতাও শুরু হয়েছে ইন্দো-নেপাল সীমান্তে।

ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, সীমান্ত বরাবর সেনা বাড়াচ্ছে নেপাল। শুধু তাই নয়, তৈরি করছে ক্যাম্পও। এছাড়া যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হেলিপ্যাড বানানোর কাজও করছে নেপাল।

সেনা তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার বেশ কিছু ছবি হাতে পেয়েছে ভারতীয় সম্প্রচার মাধ্যমটি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দারছুলা এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ক্যাম্প বানানোর কাজ শুরু হয়েছে।
প্রতিটি ক্যাম্পে ১২ থেকে ১৩ জন করে নেপাল আর্মি জওয়ান রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এমন পরিস্থিতি আগে তারা দেখেননি। এর আগে কোনোদিনই নেপাল আর্মিকে অন্তত এই সমস্ত জায়গায় দেখা যায়নি।

ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো আরও দাবি করেছে, সীমান্তে ব্যাপকভাবে নির্মাণকাজ চালাচ্ছে নেপাল। সেনা ক্যাম্প, রাস্তাসহ একগুচ্ছ নির্মাণকাজ শুরু করেছে। নেপাল-চীন সীমান্তেও চলছে নির্মাণকাজ।

কালাপানি থেকে মাত্র ৪০ কি.মি. দূরে একটি পোস্ট বানিয়েছে নেপাল আর্মি। সেখানেও চলছে দেশটির তৎপরতা। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, হেলিকপ্টারে করে সেনা-যন্ত্রপাতি নামানো হচ্ছে।

এদিকে, নেপালের সঙ্গে বিহার রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়েছে নেপাল। ভারতের বিহার সরকারকে সীমান্তে বাঁধ নির্মাণের কাজে বাধা দিয়ে নেপাল ওই অঞ্চল তাদের দাবি করছে।

নেপালের পার্লামেন্টে ভারত নিয়ন্ত্রিত ভূমিসহ দেশের নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র অনুমোদনের দু'দিন পরই এ ঘটনার বহিঃপ্রকাশ।

এ ঘটনায় ভারত বলছে, এটি ঐতিহাসিক প্রমাণ ও ঘটনাবলি সমর্থিত নয়। তাই নেপালের এ দাবি তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। বিহারের সঙ্গে নেপালের ৭২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।

ভারতের পানি সম্পদ বিভাগ (ডব্লিউআরডি) কর্তৃপক্ষ বিহারের পূর্ব চাম্পারান জেলার লাল বকেয় নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণে নেপালের বাধা দেয়ার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে।

করোনা সংকটেও মাথাপিছু ২০ কোটি টাকা পাচ্ছেন সংসদ সদস্যরা

করোনায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি, ভাটা পড়েছে রাজস্ব আয়েও। এমন সংকটের সময় গ্রামীণ সড়ক আর কালভার্ট নির্মাণের নামে এমপিদের দেয়া হলো মাথাপিছু ২০ কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদরা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, সংকটকালীন অর্থ বরাদ্দে সরকারকে প্রয়োজন বুঝে ব্যয় করতে হবে। অন্যদিকে, পরিকল্পনামন্ত্রীর দাবি, জনগণের চাহিদা আছে বলেই বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
করোনা সংকটে টানা প্রায় আড়াই মাস সাধারণ ছুটিতে অনেকটাই স্থবির দেশের অর্থনীতি। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে রাজস্ব আয়ে। শেষ হতে যাওয়া অর্থবছরেই ঘাটতি প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। অথচ, এমন প্রেক্ষাপটেই ২৮০ সংসদ সদস্যকে মাথাপিছু ২০ কোটি টাকা করে রাজনৈতিক বরাদ্দ দিচ্ছে সরকার। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের নামে সম্পূর্ণ এডিপি বহির্ভূত

এই প্রকল্পের ব্যয় ৬ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে এই প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে একনেক।

সংকটে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য নাকি অবকাঠামো, এমন প্রশ্নে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের জবাব, জনগণের চাহিদা আছে বলেই দেয়া হয়েছে অনুমোদন। তিনি বলেন, অবস্থা খারাপ আপনারা বলছেন। আমরা তো বলছি না। আমিও বলছি না। যদিও, দীর্ঘমেয়াদে সংকট এড়াতে প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্প গ্রহণের পক্ষে অর্থনীতিবিদরা।

তারা বলেন, এখান থেকে অর্থ সাশ্রয় করে স্বাস্থ্যখাত বা করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজে লাগানো যেতো। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল সিটি করপোরেশনের আওতাধীন ২০টি আসনের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বিশেষ এই আর্থিক সুবিধার বাইরে থাকছেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরাও।

সোমালিয়া | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, নিহত ও আহত কতক সৈন্য।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর পৃথক ২টি হামলায় ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর কতক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। সূত্র: শাহাদাহ্ নিউজ

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা গেছে, ২২ জুন রবিবার সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যে অবস্থিত ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির অনেকাংশ ধ্বংস এবং পুড়ে যাওয়া ছাড়াও কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

একই রাজ্যের "বুলুবার্দি" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল বোমা হামলায় সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ১৫০ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত

পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদার জানবাজ মুজাহিদদের হামলায় ১৫৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত আরো বহু সংখ্যাক মুরতাদ সদস্য।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবাজ মুজাহিদিন গত ১৬ জুন মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি দুর্দান্ত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মালির "সাইফু" প্রদেশে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মুরতাদ মালির সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৬ জুন মুজাহিদদের পরিচালিত সফল হামলায় ৩৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো বহু সংখ্যাক মুরতাদ সৈন্য। এই অভিযানে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে প্রচুরপরিমাণ ভারি ও হালকা যুদ্ধাস্ত্রসহ অনেক গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন, ধ্বংস করেছেন মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি সামরিকযানসহ অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্র এবং গোলাবারুদ।

এদিকে কাফেরদের অনুগত কয়েকটি সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়েছে, ১৬ জুন মালির সাইফু প্রদেশের অভিযান পরিচালনা ছাড়াও বিগত কয়েক দিনে মালি ও বুর্কিনা ফাসোতে মুজাহিদদের পৃথক আরো দুটি হামলায় কমপক্ষে ১২০ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। আর এসব অভিযানের পর মুরতাদ মালি সরকার ৩ দিনের জন্য শোক পালন করেছিলো।

উল্লেখ্য যে, গত ১০ জুন আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের আমীর শাইখ আবু মুস'আব আব্দুল ওয়াদুদ রহিমাহুল্লাহ্ এর শাহাদাতের পর আল-জাযায়ের, মালি ও বুর্কিনা-ফাসো সহ আফ্রিকার দেশগুলোতে বেশ কিছু বড় ধরনের সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদার জানবাজ মুজাহিদিন।

জম্মু কাশ্মীরে দিনভর গোলাবর্ষণে কিশোর নিহত

পাকিস্তানশাসিত জম্মু-কাশ্মীরে গোলাবর্ষণ করেছে ভারত। এতে এক কিশোর নিহত হয়েছে।

শনিবার হাবেলি জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ওই হামলায় কিশোরটির মা-সহ আরও এক বালক আহত হয়েছেন।

রোববার পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন এ তথ্য জানিয়েছে।

পুনচ ডিভিশন পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) রশিদ নাঈম খান জানান, শনিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত হিলান, কালামুল্লাসহ আশপাশের গ্রামের মানুষজনদের লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করেছে ভারতের সেনাবাহিনী।

এতে কালামুল্লায় ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরী নিহত ও তার মা আহত হন। এসময় একই গ্রামের ৯ বছরের আরও এক শিশু আহত হয়েছে। গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি।

বিনা উস্কানিতে পাকিস্তানশাসিত কাশ্মীরে ভারতীয়দের হামলার প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়কে নজর দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যুগান্তর

বরাদ্দকৃত দেয়া ঘরেও চেয়াম্যানের হানা!

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে দুর্যোগ সহনীয় ঘর টাকার বিনিময়ে বরাদ্দের অভিযোগ উঠেছে এক ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি উপজেলার ৭ নং মালিঝিকান্দা ইউনিয়নের হাসলীগাঁও গ্রামের।

ওই গ্রামের সেকান্দর আলীর অভিযোগ, ইউপি চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম তোতা ও ইউপি সদস্য নিজাম ঘর পেতে তার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা নিয়েছেন।

সেকান্দরের দাবি, ঋণ-ধার করে ওই টাকা তিনি চেয়ারম্যানকে দেন। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে দেনাদারের চাপে এখন তিনি দিশেহারা।

অভিযোগ রয়েছে, সেকান্দর আলীর মতো আরও অনেকেই চেয়ারম্যানদের ঘুষ দিয়ে এখন বিপাকে পড়েছেন।

অন্যদিকে, লিখিত অভিযোগ পেলে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম তোতা বলেন, আমি সেকান্দর আলীকে চিনি না। স্থানীয় ইউপি সদস্যের মাধ্যমে সে ভোটার আইডি কার্ডের কপি ও ছবি জামা দেয়। পরে সরেজমিনে গিয়ে তার সাথে কথা বলে তাকে ঘর বরাদ্দ দেয়া হয়। আর ঘুষের টাকা লেনদেনের বিষয়টি গোপনে ইউপি সদস্যের সাথে হয়ে থাকতে পারে তবে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না।

চেয়ারম্যানের দাবি, রাজনীতিতে তার বিরোধী পক্ষের লোকজনের ইন্ধনে গুটিকয়েক লোক তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে স্থানীয় ইউপি সদস্য নিজাম বলেন, ওগুলো সব মিথ্যা কথা। ঘর পেতে চেয়ারম্যানের কাছে সেকান্দর আলী আবেদন করেছে। পরে ঘর নির্মাণের আগে ইউএনও স্যার এলাকায় এসে তাকে জিজ্ঞেস করেছে ঘরের জন্য কাউকে টাকা দিয়েছেন কি না। তখন সে (সেকান্দর আলী) অস্বীকার করেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে উপজেলার গৌরীপুর ও সদর ইউনিয়নের একজন ভিক্ষুক এবং একজন প্রতিবন্ধী বলেন, দুর্যোগ সহনীয় ঘর তৈরি করে দেয়ার কথা বলে প্রায় প্রতিটি ইউপি চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সদস্যরা উপকার প্রত্যাশীদের কাছ থেকে ঘুষ হিসাবে ২৫ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন। আর এ কথা সবাইকে না বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান বলেন, ঘর নির্মাণে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা উপকারভোগীদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন এই ধরণের অভিযোগ তিনি শুনেছেন।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার সময় ইউপি চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে দরিদ্রদের তালিকা নেয়া হয়। প্রতি ইউনিয়নে ১০ জন তহদরিদ্রের ঘর পাওয়ার কথা থাকলেও আমরা চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে ২০ জনের তালিকা চেয়েছি। পরে যাচাই বাছাই করতে ইউএনও সাহেবকে সাথে নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে ১০ জন প্রকৃত দরিদ্রকে বাছাই করা হয়েছে। তারপরও যদি চেয়ারম্যানরা ওইসব দরিদ্র মানুষদের চাপ প্রয়োগ করে টাকা নিয়ে থাকে তাহলে কি করার থাকে।

প্রকল্পের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুবেল মাহামুদ বলেন, চেয়ারম্যানদের তালিকা অনুযায়ী আমি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সরেজমিনে গিয়ে উপকার প্রত্যাশীদের সাথে কথা বলেছি। তাদের সাথে মিটিং করে বলা হয়েছে এই ঘর পেতে আপনাদের এক পয়সাও খরচ হবে না। বিডি জার্নাল

ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করলেও হয়নি একটি সেতু

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে চন্ডিগড় ইউনিয়নের চৌরাস্তা বাজারের উত্তর পার্শ্বে টাঙ্গাইল নদীর ওপর ব্রিজ নির্মিত না হওয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। এ ব্রিজটি নির্মাণ করা হলে বেশ ক'টি গ্রামের লোকজনের মাঝে ফিরে আসবে স্বস্তি। আজ রবিবার দুপুরে সরেজমিনে গেলে এ দুর্ভোগের চিত্র দেখা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চন্ডিগড় ইউনিয়নের টাঙ্গাইল নদীর ওপর দিয়ে প্রতিবছর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে পারাপার করেন স্থানীয়রা। তবে এবার ওই নদীর ওপর কোনো সাঁকো তৈরি না হওয়ায় বিপাকে পড়েছে অসংখ্য মানুষ। এখনও লোহারগাঁওসহ বেশ ক'টি গ্রামের লোকজন সারাবছর পায়ের জুতা খুলে নদী পার হতে হয়। সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হলে চারদিকে কাঁচা রাস্তা ভারি হয়ে যায় লোকজনের চলাচল। এ দুঃখ-দুর্দশা থেকেই রেহাই পাচ্ছে না শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ।

স্থানীয় সচেতনমহল বারংবার জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করলেও এখন পর্যন্ত সেতু নির্মাণের আশ্বাস পাননি। নদীর ওপর দিয়ে চলাচল করে থাকে প্রায় চার হাজার স্থানীয়। চলাচলের একমাত্র রাস্তা এটি। কিন্তু কোনো সেতু বা ব্রিজ নির্মাণ না হওয়ায় প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হচ্ছে এলাকাবাসী। কালের কণ্ঠ

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভুক্তভোগী জানান, আমাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান রাস্তা এটি। কিন্তু নদীর মধ্যে কোনোপ্রকার সেতু না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হই। এভাবে আর কতদিন চলতে হবে তা জানি না। তবে প্রতিবছর একবার করে এলাকাবাসী মিলে বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করে থাকি। তা ছাড়া এলাকায় রয়েছে অসংখ্য স্কুল-মাদরাসা-মসজিদসহ বিভিন্ন পাঠাগার। তবে নদীর মধ্যে ব্রিজ না থাকায় বড় ধরনের সমস্যায় পড়ছি আমরা।

চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলতাবুর রহমান কাজল জানান, এর আগেও এমপি মহোদয়দের জানিয়েছি। ব্রিজ নির্মাণের চেষ্টা করে আসছি। তবে অচিরেই ব্রিজটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

নিজেদের দলের উপর হামলা করলো সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ১১ নম্বর বিপুলাসার ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের সভাপতি ইকবাল মাহমুদ এলাকার আওয়ামী লীগ, নিজ সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ ৪০টি পরিবারের ওপর হামলা করেছে।

গতকাল শনিবার দুপুরে কুমিল্লা নগরীর একটি রেঁস্তোরায় ইকবালের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১১টি পরিবার সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সেখানে পরিবারগুলোর পক্ষে অভিযোগগুলোর লিখিত বক্তব্য পড়েন একই ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাইকচাইল গ্রামের বাসিন্দা মো. শাহ জাহান পাটোয়ারী। তিনি নিজেও ইকবালের হামলার শিকার হয়েছেন।

শাহ জাহান পাটোয়ারী বলেন, 'ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস উদ্বোধনের সময় আমার ওপর হামলা চালায় ইকবাল ও তার বাহিনী।'

ইকবালের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সাইকচাইল গ্রামের বাসিন্দা ইকবাল মাহমুদ ২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট যুবদলে যোগ দিলেও ওই বছরই যুবলীগে যোগ দেন। পরে ইউনিয়ন যুবলীগের পদ বাগিয়ে নেন। দলীয় ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেন তিনি।

ইকবালের নেতৃত্বে তার লোকজন আওয়ামী লীগ-যুবলীগ নেতাকর্মী ও তাদের পরিবার এবং এলাকার নিরীহ লোকজনের ওপর হামলা, মারধর, বাড়ি-ঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, লুটসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সভাপতি আজাদ হোসেন। তিনি বলেন, 'ইকবাল আমাকে একাধিকবার গুলি করে মারার হুমকি দেয়। সে তার লোকজন নিয়ে আমার ওপর হামলা করে পা ভেঙে ফেলে।'

নুরুল ইসলাম নামে একজনের অভিযোগ, ইকবাল তার ছেলে ইসমাইলকে দিয়ে মাদকব্যবসা করিয়েছেন।

প্রায় একই ধরনের অভিযোগ এলাকার যুবলীগ নেতা ও প্রবাসী নজরুল ইসলাম, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি গাজী সালাহ উদ্দিন, আওয়ামী লীগের সদস্য মমতাজ মিয়া, রবিউলসহ আরও অনেকের।

এর মধ্যে চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল মমতাজ মিয়া ও তার তিন ছেলের ওপর হামলা ও কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেন ইকবাল ও তার লোকজন। এ ছাড়া ইকবালের সঙ্গে যোগসাজসের কারণে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন নজরুল ইসলাম। তিনি জানান, ইকবালের নির্দেশে পুলিশ তাকে আটক করে চোখ বেঁধে ব্যাপক নির্যাতন চালায়। এমনকি তার বিরুদ্ধে এলাকায় কোনো অবস্থান নিতে পারব না বলে হুমকি দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে যুবলীগ নেতা ইকবালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন সেলিম গাজী, নুর আলম, নুর হোসেন ও মো. সুজন নামে কয়েকজন গ্রামবাসী।

ইতিমধ্যে ইকবাল মাহমুদ ও তার বাহিনীর নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও জোর-জুলুমের বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলামকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগীরা। এ ছাড়া ইকবালের বিরুদ্ধে থানায় এ পর্যন্ত ৮টি মামলা ও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সখ্যতার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ ভুক্তভোগী গ্রামবাসীর। আমাদের সময়

মামলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ইকবাল বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের আছে। সেটিতে আমি জামিনে আছি।'

২২শে জুন, ২০২০

আল-জাযায়ের | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক হেডকোয়াটারে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের শক্তিশালী হামলা, হতাহত শতাধিক সৈন্য

মুরতাদ বাহিনীর সামরিক হেডকোয়াটারে আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব এর জানবাজ মুজাহিদিনের একটি সফল হামলায় "আল-জাযায়ের" এর মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

গত ২১ জুন শনিবার সন্ধ্যায় আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব শাখার জানবাজ মুজাহিদীন "আল-জাযায়ের" এর মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক হেডকোয়াটারে দুর্দান্ত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আল-জাযায়েরের রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চমের "আইনুদ-দাফলী" রাজ্যে অবস্থিত মুরতাদ সামরিক বাহিনীর হেডকোয়াটারে উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করে আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের জানবাজ মুজাহিদিন। মুরতাদ বাহিনীর হেডকোয়াটারটি চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে মুজাহিদগণ ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন, যা দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবৎ তুমুল যুদ্ধের রূপ নেয়। এসময় মুজাহিদদের হামলায় বহু মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় মুজাহিদগণ বেশ কিছু সৈন্যকে বন্দী করেও নিয়ে যাচ্ছেন।

এই হামলায় কত সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, এবং কত সৈন্যকে মুজাহিদগণ বন্দী করেছেন তা এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, মুরতাদ সরকার বা মুজাহিদ কোন পক্ষ্যই নিহত ও আহতদের পরিসংখ্যান নিশ্চিত করছেননা।

এদিকে আল-জাযায়ের এর রাষ্ট্রপতি মুরতাদ "আবদেল মাজিদ তাবউন" মুজাহিদদের উক্ত হামলায় নিহত সৈন্যদের সমবেদনা জানালেও, উল্লেখ করেনি নিহত ও আহত সৈন্যদের কোন পরিসংখ্যান। অপরদিকে দেশটির মুরতাদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিহত সৈন্যদের মধ্যে কর্নেল পদমর্যাদা এক সৈন্য নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে আফ্রিকান ভিত্তিক বেসরকারি একটি সংবাদ মাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলো দাবী করছে, আল-কায়েদা যোদ্ধাদের উক্ত হামলায় শতাধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এবার করোনায় মারা গেলেন বিবিএস যুগ্ম সচিব

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পরিচালক ও সরকারের যুগ্ম সচিব জাফর আহম্মদ খান। গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে ঢাকায় সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বিবিএসের কম্পিউটার শাখার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন বিসিএস (পরিসংখ্যান) ক্যাডারের নবম ব্যাচের এই কর্মকর্তা। আমাদের সময়

বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন জাফর আহম্মদ খান। পরে আইসিইউর প্রয়োজন পড়লে তাকে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে নেওয়া হয়। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন জাফর। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

জাফর আহম্মদ খানের বাড়ি বরিশালে। সেখানেই তাকে দাফন করা হবে। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন

জনপ্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে এ পর্যন্ত প্রশাসনের মোট ১১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

এবার করোনায় মারা গেলেন বিবিএস যুগ্ম সচিব

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পরিচালক ও সরকারের যুগ্ম সচিব জাফর আহম্মদ খান। গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে ঢাকায় সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বিবিএসের কম্পিউটার শাখার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন বিসিএস (পরিসংখ্যান) ক্যাডারের নবম ব্যাচের এই কর্মকর্তা। আমাদের সময়

বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন জাফর আহম্মদ খান। পরে আইসিইউর প্রয়োজন পড়লে তাকে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে নেওয়া হয়। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন জাফর। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

জাফর আহম্মদ খানের বাড়ি বরিশালে। সেখানেই তাকে দাফন করা হবে। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন

জনপ্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে এ পর্যন্ত প্রশাসনের মোট ১১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

কুয়েতে আটক আ'লীগ এমপি পাপুলের ১৪০ কোটি টাকা জব্দ

মানি লন্ডারিং এবং মানবপাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেফতার লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম পাপুল এবং তার কোম্পানির প্রায় ৫০ লাখ কুয়েতি দিনার (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১৪০ কোটি) জব্দ হচ্ছে। এই টাকা ফ্রিজ করতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অনুরোধ করেছেন পাবলিক প্রসিকিউটর।

কুয়েতের প্রভাবশালী গণমাধ্যম আরব টাইমসের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যে পাবলিক প্রসিকিউটর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ওই অর্থ ফ্রিজ করতে আবেদন করেছেন। যাতে পাপুল বা তার নমিনি তা তুলতে না পারেন কিংবা অন্য কোথাও পাচার না হতে পারেন। এ ছাড়া সরকারের কৌঁসুলিরা মনে করছেন, পরবর্তী সময় এটি মামলার প্রমাণ হিসেবে তাদের জন্য জরুরি।

এদিকে কুয়েত সরকারের তিন কর্মকর্তা পাপুল মামলায় সরকারি কৌঁসুলির কাছে বক্তব্য দিয়েছে। এদের মধ্যে দুজন ম্যানপাওয়ার কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং একজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ভারতীয় সন্ত্রাসীর গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার (২০ জুন) বিকালে উপজেলার কালাইরাগ সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। নিহত বাবুল বিশ্বাস উপজেলার ২নং পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের শাতাল গ্রামের গোপাল বিশ্বাসের ছেলে।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি (ভারপ্রাপ্ত) রজি উল্লাহ খান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহত বাবুল বিশ্বাস সীমান্ত এলাকায় যাওয়ার পর ওপার থেকে খাসিয়ারা গুলি ছুড়ে বলে জানা গেছে।

চীনের সঙ্গে উত্তেজনার মাঝেই কাশ্মীরে গোলাবর্ষণ করেছে ভারতীয় মালাউন বাহিনী

মহামারী করোনা আর চীনের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনার মাঝেই পাকিস্তানশাসিত কাশ্মীরে গোলাবর্ষণ করেছে ভারত। এ ঘটনায় এক কিশোর নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন এই তথ্য জানিয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) হাবেলি জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ওই হামলায় নিহত কিশোরটির মা-সহ আরও এক বালক আহত হয়েছেন। পুনচ ডিভিশন পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) রশিদ নাঈম খান জানান, শনিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত হিলান, কালামুল্লাসহ আশপাশের গ্রামের মানুষজনদের লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করেছে ভারতের মালাউনবাহিনী। এতে কালামুল্লায় ১৪ বছর বয়সী এক কিশোর নিহত ও তার মা আহত হন। একই সময় ওই গ্রামের ৯ বছরের আরও এক শিশু আহত হয়েছে। পাশাপাশি গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি।

বিনা উস্কানিতে আজাদ কাশ্মীরে ভারতীয়দের হামলার প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়কে নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২১শে জুন, ২০২০

শাম | মুরতাদ নুসাইরী সৈন্যদের বাসে হামলা, নিহত ৩১ আহত ৯ এরও অধিক।

শাম তথা সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর একটি সামরিক বাসে বোমা হামলার ঘটনায় ৩১ সৈন্য নিহত ও ৯ সৈন্য আহত হয়েছে।

সিরিয়ার দ্বীর'আ প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় "কাহিল" শহরে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর "পঞ্চম বিগ্রেড" এর একটি সামরিক বাসে শক্তিশালী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত ২০ জুনে ঐ বোমা হামলায় কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর সামরিক বাসটি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় সামরিক বাসটিতে থাকা ৩১ সৈন্য নিহত এবং ৯ সৈন্য আহত হয়েছে।

এই হামলা সম্পর্কে এখনো কোন দলকে দায় স্বীকার করতে দেখা যায়নি। তবে নুসাইরী বাহিনী এই হামলার জন্য শহিদ শাইখ জুলাইবিব রহিমাহুল্লাহ্ এর গেরিলা বাহিনীকে দায়ী করছে।

উল্লেখ্য যে, শাইখ জুলাইবিব রহিমাহুল্লাহ্ ছিলেন আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখার প্রথম সারির একজন আলেম ও কমান্ডার, তুর্কিদের প্ররোচনায় যখন বিদ্রোহী দলগুলো দ্বীর'আ ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তিনি বিদ্রোহী দলগুলোকে দ্বীর'আ তে থেকে লড়াই চলমান রাখার আহ্বান জানান। কিন্তু বিদ্রোহী দলগুলো দ্বীর'আ ছেড়ে চলে যায়। এরপর তিনি তাঁর অনুশারীদের নিয়ে দ্বীর'আ অবস্থান করেন এবং গেরিলা যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেন। সর্বশেষ তিনি দ্বীর'আ শহরেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। শাইখের শাহাদাতের পরেও তাঁর অনুশারী মুজাহিদগণ এখনো দ্বীর'আ শহরে সময়ে সময়ে গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের জবাবি হামলায় ১ ক্যাপ্টেন নিহত, আহত আরো কতক মুরতাদ সৈন্য।

পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর অভিযানকে ব্যর্থ করে দিলেন মুজাহিদগণ, মুজাহিদদের জবাবি হামলায় এক ক্যাপ্টেন নিহত, আহত আরো অনেক সৈন্য।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর অঙ্গসংগঠন হিসাবে পিরিচিত হিজবুল আহরার এর একটি ঘাঁটিতে গত ২০ জুন রাতে ভারি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা অভিযান শুর করে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী। এসময় মুজাহিদগণ পাল্টা জবাবি হামলা শুরু করেন, দীর্ঘক্ষণ যাবৎ চলে উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র এক লড়াই। অবশেষে মুজাহিদদের কৌশলী হামলার কাছে ব্যার্থ হয় মুরতাদ বাহিনীর এই অভিযান, জীবন বাঁচাতে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে নাপাক বাহিনীর সদস্যরা।

কিন্তু ততক্ষণে মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নিহত হয়েছে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর "সাবিহ" নামক এক ক্যাপ্টেন, হতাহত হয়েছে তার সাথে আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মীর-আলী" এলাকায় সংগঠিত এই অভিযানের ফলাফল সম্পৃক্ত অফিসিয়াল একটি বার্তাও প্রকাশ করেছেন "হিজবুল আহরার এর মুখপাত্র মুহতারাম ড. আব্দুল আজিজ ইউসুফজাই হাফিজাহুল্লাহ্। এসময় তিনি নাপাক বাহানীর নিহত ক্যাপ্টেনের ছবিও প্রকাশ করেছেন।

সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, নিহত ৮ আহত ১৫ এরও অধিক।

সোমালিয়ান মুরতাদ সরকারি সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে ৮ সৈন্যকে হত্যা এবং ১৫ এরও অধিক সৈন্যকে আহত করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সির সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্র-শনিবার মধ্যরাতে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব এর জানবাজ মুজাহিদিন।

শাবেলী সুফলা রজ্যের "জানালী" শহরে আবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর উক্ত সামরিক ঘাঁটিতে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবৎ তীব্র লড়াই হয় মুজাহিদিন ও মুরতাদ বাহিনীর মাঝে। এসময় মুজাহিদদের রণকৌশলের কাছে পরাজিত হয় মুরতাদ বাহিনী। মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নিহত হয় কমপক্ষে ৮ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছিল আরো ১৫ এরও অধিক।

এই অভিযানে মুজাহিদগণ বাহির হতে ঘাঁটি লক্ষ্য করে তীব্র মর্টার হামলার পাশাপাশি বোমা হামলাও চালিয়েছেন।

সোমালিয়া | দুই ধর্ষক ও রিদ্দাহগ্রস্ত ১ ব্যক্তির উপর হদের বিধান কার্যকর করলো ইসলামী আদালত।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামী ইমারতের একটি আদালত দুই ধর্ষক ও রিদ্দাহগ্রস্ত এক জাসূসের উপর হদের বিধান কার্যকর করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ জুন মধ্য সোমালিয়ার "জালাজদুদ" প্রদেশের ইসলামী আদালত রিদ্দাহগ্রস্ত এক ব্যাক্তির উপর হদের বিধান কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে। উক্ত ব্যাক্তি রিদ্দাহগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ইমারতে ইসলামিয়া ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কুফ্ফার বাহিনীর হয়ে তথ্যসংগ্রহ (গোয়েন্দা) এর কাজ করত।

ইসলামি আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রদেশটির একটি মাঠে জনসম্মুখে তাকে হত্যা করেন মুজাহিদিন।

এর আগে গত ১৯ জুন, গ্রেপ্তার হওয়া দুই ধর্ষকের উপরেও হদ (শাস্তি) প্রয়োগের নির্দেশ জারি করেছিল উক্ত ইসলামি আদালত।

একজন অবিবাহিতা সতী নারীকে উক্ত ধর্ষকরা ধর্ষণ করে পালিয়ে গেলে ইসলামি আদালতের কাছে বিচার দায়ের করে ঐ সতী নারীর পরিবার। (এক্ষেত্রে কুফরি আদালতের ন্যায় উক্ত পরিবারকে বিচারের জন্য কোন অর্থও খরচ করতে হয়নি)।

বিচার দায়েরের পর ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তারের হুকুম জারি করে ইসলামি আদালত, এবং দু'দিনের মাথায় মুজাহিদিন ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করে। সকল স্বাক্ষ্য প্রমাণিত হলে ইসলামী আদালত উভয় ধর্ষণকারীকে ১০০টি করে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ জারি করে। পরে মুজাহিদগণ "জালহারী" শহরের একটি উন্মুক্ত ময়দানে জনসম্মুখে উভয় ধর্ষককে ১০০টি করে বেত্রাঘাত করেন।

এছাড়াও ইসলামি আদালত উক্ত সতী নারীকে মহরে মিসেল পরিমাণ অর্থ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে ধর্ষণকারীদের, পাশাপাশি উভয় ধর্ষণকারীকে ১ বছরের জন্য উক্ত রাজ্য থেকে দেশান্তর করা হয়।

সোমালিয়া | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের একাধিক হামলা, নিহত ও আহত ১৫ এরও অধিক।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর দুটি হামলাতেই নিহত ও আহত ১৫ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ জুন সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

এর মধ্যে শাবেলী সুফলা প্রদেশের "জানালী" শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত ১টি হামলায় নিহত হয়েছে ৫ সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৬ এরও অধিক সেনা সদস্য।

এমনিভাবে জিযু প্রদেশের "বাহাল-বাশীর" এলাকায় ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় নিহত হয়েছে ৩ ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার। এছাড়াও বহু সৈন্য হতাহত হওয়ার পাশাপাশি ক্রুসেডার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

একই প্রদেশের ইয়ার্কাদ শহরে ইথিওপিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের সফল ৩টি বোমা হামলা ও তীব্র অভিযানে অনেক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

এদিকে সোমালিয়ার রাজধানী "মোগাদিশুতে" মুজাহিদদের টার্গেটকৃত হামলায় নিহত হয়েছে সোমালিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ও সামরিক বাহিনীর কর্নেল "আলী রেজা"।

এছাড়াও ঐদিন যুবা প্রদেশে অবস্থিত কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

শাইখ আবু মুসয়াব আব্দুল ওয়াদুদ রাহিমাহুল্লাহর শাহাদাত উপলক্ষ্যে নতুন একটি অডিও বার্তা প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা।

বৈশ্বিক ইসলামী প্রতিরোধ সংগঠন আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের আমীর শাইখ আবু মুসয়াব আব্দুল ওয়াদুদ রাহিমাহুল্লাহর শাহাদাত উপলক্ষ্যে গত ১৮ জুন, দীর্ঘ ১১ মিনিটের নতুন একটি অডিও বার্তা প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব।

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব শাখার অফিসিয়াল "আল-আন্দুলুস" মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত ১১ মিনিটের অডিও বার্তাটিতে শাইখ আবু মুস'আব আব্দুল ওয়াদুদ রহিমাহুল্লাহ্ এর শাহাদাতের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করা ছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন শাইখ "আবু আব্দুল ইলাহ্ আহমাদ" হাফিজাহুল্লাহ্।

বাংলাভাষী মুসলিম ভাই-বোনদের সুবিধার্থে মূল আলোচনার অনুবাদ তুলে ধরছি..

অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালা আমাদের থেকে সদ্য বিদায়ী নেয়া আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের সম্মানিত আমীর শাইখ আবু মুসয়াব আব্দুল ওয়াদুদ রাহিমাহুল্লাহর প্রতিদান বৃদ্ধি করুন। উনার ২৭ বছরের দীর্ঘ জিহাদী জীবনের উত্তম সমাপ্তি হয়েছে ইনশাআল্লাহ। এই সময়ে তিনি কখনো বিশ্রাম বা অস্ত্র রেখে দেন নি, যতক্ষণ না উনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন এবং বান্দা ও রবের মাঝে মহামূল্যবান চুক্তির পন্য পেশ করেছেন। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন। আমরা এমনটাই ধারণা করি।

আমাদের এই বীর মুজাহিদ শাইখ, নব্বইয়ের দশকে দুর্ভাগ্যজনক অভ্যুত্থানের পর জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তিনি নিজ জ্ঞানকে জিহাদের খেদমতে ব্যয় করতে বুলাইদাহ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যায়নকালে ছাত্রজীবনের ইতি টেনে জিহাদী জামাতের সাথে জড়িত হয়ে যান। যাতে করে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারগরি ক্ষেত্রে মুজাহিদদের সহায়তা করতে পারেন। পূর্বের আমীর মুস্তাফা রাহিঃ শাহাদাতের পর তিনি নিজ সাথীদের মাঝে নেতৃত্বের সিঁড়ি পাড়ি দিয়ে ২০০৪ সালে "জামায়াতু সালাফিয়্যাহ ওয়াল ইকতিসাদী" এর আমীর নিযুক্ত হন।

অতঃপর এই জামা'আত ২০০৬ সালে আল কায়েদা ইসলামিক মাগরিব এর সাথে মিলিত হওয়ার পর শহিদ শাইখ উসামা বিন লাদের রাহিঃ এর অধীনে মাগরেবের আল কায়দা শাখার আমির নিযুক্ত হন। অতঃপর শাইখ আইমান জাওয়াহীরী হাফিজাহুল্লাহ এর অধীনে ২০১১ সালে তিনি নিজ বায়'আহকে নবায়ন করেন। তাঁর স্লোগান ছিলো আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করবো না, আমরা "হয়তো বিজয়ী হবো নয়তো শহীদ হবো"।

এই বিশাল দুঃখের মাঝেই আমরা আপনাদের সামনে কয়েকটি বার্তা দিতে চাইঃ-

আমাদের প্রথম বার্তা হচ্ছে ক্রুসেডার সেনাদের প্রতি, তোমরা জেনে রাখো, আমাদের এই যুদ্ধ কেবল শুরু হয়েছে মাত্র। কিছু ভাই এবং কমান্ডারদের শাহাদাতে আমাদের এই মহান জিহাদের গতিপথ পরিবর্তিত হবে না, যতদিন না ক্রুসেডারদের সর্বশেষ সেনা সমগ্র আফ্রিকান অঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে। আর তোমরা এখন বাস্তব ক্ষেত্রে তা দেখছো, এই অঞ্চলের সমস্ত

জনগণ মুজাহিদদের ইচ্ছার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয়ার জন্য ঐক্য বদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহর শুকরিয়া, তোমরা নিজেরাও পরিমান ও আয়তনের দিক থেকে জিহাদের ফলাফলের কথা স্বীকার করছো তোমাদের মিথ্যাবাদী মিডিয়াগুলো থেকেই। ইতিহাসের সর্বযুগেই দখলদারদের ধ্বংসাত্মক পরিনতি হয়েছে, সময় যতই দীর্ঘ হোক না কেন। কিন্তু লোভ ও চাহিদা তোমাদের অন্ধ করে রেখেছে। জালেমরা অতি শীঘ্রই জেনে যাবে তাদের শেষ পরিণতি কোথায় নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বার্তা হচ্ছে, এই অঞ্চলের মুরতাদ ও গাদ্দার শাসকদের প্রতি,

তোমরা যারা নিজেদের দ্বীনকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দিয়েছো তোমরা দেখতে পাচ্ছো জাতিসংঘ তোমাদেরকে মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারছে না, যতই অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক না কেন। তোমাদের জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তোমাদের ক্রুসেডার প্রভুদের আনুগত্যের বিরুদ্ধাচারণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই আহ্বান করি তোমরাও সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আগে সত্য পথে ফিরে আসো এবং হকদারকে তাদের আমানত পৌঁছে দাও। নয়তো তোমাদের পরিনতি হবে গাদ্দাফি, বেন আলী এবং হাফতারের পরিণতির মতই। কেননা এই ব্যর্থ কাফেরদের গোলাম প্রশাসনের সময় শেষ হয়ে এসেছে।

তৃতীয় ব্যর্থতা হচ্ছে পুরা মুসলিম বিশ্বের যুবকদের প্রতি এবং বিশেষভাবে ইসলামিক মাগরিবের যুবকদের প্রতি এবং ভার্সিটিতে অধ্যায়নরত যুবকদের প্রতি,

হে উম্মাহর যুবকেরা! শহিদ শাইখ আবু মুসয়াব আব্দুল ওয়াদুদ রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের সামনে এক জীবন্ত উদাহরণ। ভার্সিটিতে অধ্যায়নরত এই যুবকের পক্ষে সম্ভব ছিলো মাথাকে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা এবং দখলদারিত্বের ঝড়ের সামনে মাথা নত করার, যাতে তার ডিগ্রী শেষ করতে পারেন। অতঃপর আলেযাজায়ের ছেড়ে আরো বড় ডিগ্রির জন্যে বড় কোন নামকরা ভার্সিটিতে যেতে পারতেন এবং ভোগবাদী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারতেন। যা তাকে এই যুদ্ধ ও লড়াইয়ের পরিবেশ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে পারতো, যেখানে কোন হত্যা-নির্যাতন বা গ্রেপ্তারি নেই এবং যেখানে প্রিয়জনরা দূরে সরে যায় না। কিন্তু মহান হৃদয়ের অধিকারীদের অবস্থা এমন নয়।

যেমনটা কবি বলেছেনঃ "যখন কারোর হৃদয় অনেক বড় হয় তখন তার ইচ্ছা পূরণ করে শরীর অনেক ক্লান্ত হয়ে যায়"।

তাই আমাদের এই বীর ভোগের পরিবর্তে ত্যাগের পথ অনুসরণ করেছেন, যে পথে চলেছেন আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণ । যখনই উম্মাহর সম্মান বিনষ্ট হয়েছে; তখনই জিহাদ ও শাহাদাতের পথে উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে এনেছেন। এই পথের পথিকরা শত্রুদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হয়েছেন। কারণ তারা এই পথের ফলাফল খুব ভালোভাবেই বুঝে এবং তারা জানে একজন মুসলিম যখন হেদায়াত প্রদর্শনকারী কিতাব ও বিজয় আনয়নকারী তরবারি আঁকড়ে ধরে তখন কতটা বড় হয়ে উঠে। তিনি আখেরাতের প্রতি আগ্রহী এই দুনিয়ার ব্যাপারে বিমুখ ছিলেন।

তাই হে যুবক ভাইয়েরা! জিহাদ ও শাহাদাতের পথে এগিয়ে আসুন এবং সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হোন, যার প্রশস্ততা আকাশ জমিন থেকেও বেশি।

চতুর্থ বার্তা আল জাযায়ের, বুর্কিনা ফাসো, মালি, তিউনিসিয়া ও নাইজেরিয়ার মুসলিমদের প্রতি, আপনাদের সেই আমিরের অধীনস্থ অঞ্চলে আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতিদান বৃদ্ধি করুন যার স্লোগান ছিলো; আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করবো না, হয়ত বিজয়ী হবো নয়ত শহীদ হবো।

যিনি বলেছিলেন, “ওহে মুরতাদ ক্রুসেডাররা, তোমরা ব্যর্থ হয়েছো এবং তোমাদের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। আমরা ঘর থেকে বের হওয়ার প্রথম দিন থেকেই দৃঢ়সংকল্প করেছি, কখনোই বিরত হবো না যতক্ষণ না সমস্ত কাফেরদেরকে ধ্বংস করবো। আমি তোমাদের সামনে আবার ঘোষণা করছি, যে ঘোষণা করেছিলো ইসলামী মাগরেবের সিংহ ওমর মুখতার রহিমাহুল্লাহঃ “আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করবো না, হয়তো বিজয়ী হবো নয়ত শহীদ হবো” “আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করবো না, হয়ত বিজয়ী হবো নয়ত মারা যাব” “আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করবো না, হয়তো বিজয়ী হবো নয়তো শহীদ হবো”।

এখন তোমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, বর্তমান প্রজন্মের মুজাহিদদের সাথে মিলে আগ্রাসী ক্রুসেডার ও তাদের সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যারা রয়েছে পাহাড়ে ও উপত্যকায়, শহরেও মরুভূমিতে। যে জিহাদি জাতি আফ্রিকার পূর্ব থেকে পশ্চিমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, যারা তোমাদেরকে প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে। যদি আমাদের হাতে বিজয় লেখা থাকে তাহলে এটা দুই প্রতিদানের একটি। আর যদি দ্বিতীয় প্রতিদান লেখা থাকে, তাহলে তোমাদের উপর কর্তব্য হবে পরবর্তী প্রজন্মের সাথে যুদ্ধ করা। তারা এমন প্রজন্ম যাদের সামনে আমাদের রক্ত ও চেতনার মাধ্যমে জিহাদের পথ খুলে দিয়ে যাবো। আমাদের বীরত্ব ও ত্যাগের মাধ্যমে তাদের সামনে জিহাদ ও সম্মান এবং ইসলামের তামকীনের পথকে আলোকোজ্জ্বল করে যাবো।

তাই তোমরা তাঁর পথে চলো এবং সে পথে ধারাবাহিক অটল থাকো। জেনে রাখুন, বিজয় সর্বদা সবরের সাথেই আসে। আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, বি ইজনিল্লাহ। (সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে।) (শক্তি তো আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।)

উইঘুর মুসলমানদের জন্য বন্দিশালা নির্মাণকাজ অব্যাহত রাখতে মত দিয়েছিলো ট্রাম্প

চীনে ভয়ংকর নির্যাতনের শিকার উইঘুর মুসলমানদের মানবাধিকারবিষয়ক এক বিলে সই করেছেন বিশ্ব সন্ত্রাসী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বুধবার (১৭ জুন) 'উইঘুর হিউম্যান রাইটস পলিসি অ্যাক্ট, ২০২০' নামে ওই বিলে সই করেন তিনি।

তবে তিনি যেদিন উইঘুর মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এই বিলে সই করলেন, ঠিক ওইদিনই অর্থাৎ গতকালই এক মন্তব্য করেছেন ট্রাম্পের সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন। তিনি বলেছেন, চীনে বিতর্কিত ডিটেনশন ক্যাম্পের নির্মাণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে অনুরোধ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

জন বোল্টনের আসন্ন একটি বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

বইয়ে জন বোল্টন দাবি করেছেন, গতবছর জি২০ সম্মেলন চলাকালে ডিনারে অংশ নিয়ে চীনা প্রেসিডেন্টকে এ অনুরোধ জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

জন বোল্টন তার প্রকাশিতব্য বইয়ে দাবি করেছেন, '(ওইদিন) দোভাষীদের উপস্থিতিতে ট্রাম্পের কাছে জিনজিয়াংয়ে ডিটেনশন ক্যাম্প নির্মাণের পক্ষে তার যুক্তি তুলে ধরেন শি। আমাদের দোভাষীর তথ্যমতে, ট্রাম্প বলেছিলেন, শি'র উচিত ক্যাম্পের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়া আর ট্রাম্পও মনে করেছিলেন চীন ঠিক কাজটিই করছে।'

'(যুক্তরাষ্ট্রের) জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের এশিয়াবিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা ম্যাথিউ পটিংজার আমাকে বলেছিলেন, (ট্রাম্পের) ২০১৭ সালের নভেম্বরে চীন সফরে বিশেষ কিছু হয়েছে'-বইয়ে লিখেছেন সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোল্টন।

আমেরিকার পররাষ্ট্রবিষয়ক দফতর বলছে, চীনে নির্মিত ডিটেনশন ক্যাম্পে ১০ লাখেরও বেশি উইঘুর, কাজাক, কিরগিজ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এসব ক্যাম্পে বন্দিদের ওপর অমানবিক শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োজিত করা ও নির্যাতনের মেরে ফেলার অভিযোগ রয়েছে।

সূত্র: সিএনএন

২০শে জুন, ২০২০

ভারতের মোকাবেলায় শুরুতেই প্রস্তুতি নিয়েছিলো চীনা সেনারা

গত ১৫ জুন পূর্ব লাদাখ সীমান্তে গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনারা অন্তত ২০ জন ভারতীয় সেনাকে হত্যা করে। গুরুতর আহত হয় আরও ৭৬ জন। দীর্ঘ ৪৫ বছরের মধ্যে ভারত-চীন উত্তেজনায় এটিই প্রথম নিহতের ঘটনা।

ভারতের অভিযোগ, হিমালয় বেষ্টিত সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের ওপর আক্রমণের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিলো চীন।

দেশটির দাবি, তারা সীমান্তে ভারতের পাশে একটি তাঁবু বানিয়েছে, একটি নদী বাঁধ দিয়েছে, যন্ত্রপাতি এনেছে এবং লাঠি ও পাথরে কাটাতার জড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

এর আগে ভারতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লোহার রডের সঙ্গে তারকাটা লাগানো ছবি ভাইরাল হয়।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির সামরিক সূত্রের দাবি অনুয়ায়ী এমন তৈরি অস্ত্র দিয়েই ভারতীয় সেনাদের ওপর হামলা করেছিলো চীনের সেনারা।

এদিকে, সংঘর্ষের দিন চীনের হাতে আটক হওয়া ১০ ভারতীয় সেনা সদস্যকে মুক্তি দিয়েছে চীন।

তবে চীন দাবি করেছে তারা কোনও ভারতীয় সেনাকে আটক করেনি।

সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় দেশের কূটনৈতিকরা একে অপরকে দোষারোপ করে আসছেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান বলেছেন, লাদাখের গলওয়ান উপত্যাকা বেইজিংয়ের ভূখণ্ড। সংঘর্ষের স্থানে ভারত একে একে তিনবার সীমান্ত অতিক্রম করেছে। অপরদিকে ভারতের দাবি,

পূর্বপরিকল্পিতভাবে চীন সীমান্তে আক্রমণ চালিয়েছে।

প্ল্যানেট ল্যাবের স্যাটেলাইট ইমেজে দেখা গেছে, সংঘর্ষের কয়েকদিন আগে অতিরিক্ত সেনা জড়ো করেছে চীন। এছাড়া একটি নদীতে বাঁধ দিয়েছে। পাশাপাশি বিরোধপূর্ণ এলাকার কাছে যন্ত্রপাতি জড়ো করতে দেখা গেছে।

সীমান্ত নিয়ে **১৯৬২** সালে চীন ও ভারতের মধ্যে সংর্ঘের পরে **১৯৬৭** এবং **১৯৭৫** সালে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ৭৫ সালে চীনের হাতে অরুনাচলের গিরিপথে ৪ ভারতীয় সেনা গুলিতে নিহত হন। এরপরে সীমান্তে গুলিতে কেউ মারা যায়নি। চীনের সঙ্গে ৩ হাজার ৪৪০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে ভারতের। বিডি প্রতিদিন

১৯৯৬ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে চুক্তি হয়। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোনও পক্ষই গোলাগুলি চালাবে না। অথবা কোনও কারণে কোনও রকম বিস্ফোরক ব্যবহার করবে না।

---

৯ ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে গাছ চুরির অভিযোগ

যশোরে ৯ ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে থানায় গাছ চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটেছে।

সরেজমিন জানা যায়, গত বুধবার (১৭ জুন) বাঘারপাড়া উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (নায়েব) আশরাফুজ্জামান পরিষদের ৯ জন ইউপি সদস্য ও একজন কাঠ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে থানায় সরকারি গাছ চুরির অভিযোগ এনে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

স্থানীয় লোকজন জানায়, সম্প্রতি নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের পাঁচবাড়িয়া রাস্তার ধারের কয়েকটি বাবলা গাছ ঝড়ে উপড়ে এবং ভেঙে যায়। স্থানীয় লোকজন ও মসজিদ কমিটির সদস্যরা সেখানকার ইউপি সদস্যকে গাছগুলো মসজিদ সংস্কারে ব্যয় করার অনুরোধ করেন।

বিষয়টি স্থানীয় ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম মসজিদ কমিটি ও গ্রামবাসীকে বিবেচনা করে সেগুলো ব্যবহারের মৌখিক সম্মতি দেন। এরপর স্থানীয় বাসিন্দা ও মসজিদ কমিটির সদস্য টিপু সুলতান একজন কাঠ ব্যবসায়ীকে ডেকে চারটি বাবলা গাছ ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করে সমুদয় টাকা মসজিদ ফান্ডে জমা দেন।

টিপু সুলতান বলেন, ‘চারটি গাছ মসজিদ কমিটি ও গ্রামের মুরব্বিদের উপস্থিতিতে বিক্রি করে সেই টাকা মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ারের কাছে হস্তান্তর করি। তিনি জানান, গাছগুলো ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো’।

এদিকে, ১৭ জুন ইউনিয়ন পরিষদের ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (নায়েব) আশরাফুজ্জামান ইউনিয়নের ৯ জন ইউপি সদস্য ও একজন কাঠ ব্যবসায়ীকে আসামি করে বাঘারপাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

জানতে চাইলে আশরাফুজ্জামান বলেন, ইউপি সদস্যরা পরস্পর যোগসাজসে ৫টি গাছ বিক্রি করেছেন। তাদের সরকারি সম্পত্তি বিক্রির কোনো এখতিয়ার নেই। সে কারণে মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, যতদূর জানি- এখনো পর্যন্ত থানায় সেই অভিযোগ মামলা হিসেবে রেকর্ড হয়নি’।

যোগাযোগ করা হলে ৩ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘চেয়ারম্যান তার কোনো কাজে পরিষদকে ডাকেন না। সেকারণে বিগত ৯ মাস আমরা কেউই কাউন্সিল অফিসে যাই না। তিনি নোংরা রাজনীতির কারণে আমাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ করিয়েছেন’।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি (শহিদুল ইউপি সদস্য) বলেন, সম্প্রতি ঝড়ে পাঁচবাড়িয়া এলাকায় রাস্তার ধারের কয়েকটি গাছ পড়ে যায়। তাছাড়া এমপি সাহেবের নির্দেশনায় সেখানকার রাস্তা প্রশস্ত করণের একটি কাজও আমরা করছিলাম। রাস্তার ওপর থেকে গাছ সরানোর সময় গ্রামের মুরব্বি ও মসজিদ কমিটির সদস্যরা গাছগুলো মসজিদ সংস্কারে ব্যবহারে অনুরোধ করেন। তখন মুরব্বি ও মসজিদ কমিটির সদস্যদের বলি- আপনারা যেটা ভালো মনে করেন, সেটি করেন। পরে শুনেছি, আমাদের সব ইউপি সদস্যদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হচ্ছে’। কালের কণ্ঠ

এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান আবু তাহের আবুল সরদার বলেন, ইউপি সদস্য গত এক বছর কেউই ইউনিয়ন পরিষদে আসেন না। তারা আমার বিরুদ্ধে অনাস্থাও এনেছিলেন। সরকারি সম্পদ ৮-১০টি গাছ বিক্রির কারণে নায়েব সাহেব তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন।

আমি তো মামলা করতে যাইনি। তবে, সরকারি কোনো সম্পদ বিনষ্ট হলে আমি সরকারের পক্ষেই থাকব'।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাঘারপাড়া থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন বলেন, ঘটনা জানতে পেরে পুলিশ বিষয়টি খোঁজ-খবর নিয়েছে। সেখানকার যে গাছের কথা বলা হচ্ছে, তার মালিক মোস্তফা শিকদার নামে এক ব্যক্তি। তাছাড়া ওই এলাকায় কাবিখার যে কাজ হচ্ছে, তা বাস্তবায়ন করছেন দু'তিনজন ইউপি সদস্য।

কিন্তু অভিযোগ করা হচ্ছে ৯ জন ইউপি সদস্যসহ ব্যবসায়ীকে। বিষয়টি বেশ গোলমেলে। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের বিপক্ষে অনাস্থা প্রস্তাব দিয়েছেন সদস্যরা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক করোনায় আক্রান্ত

এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) ডা. ইকবাল কবীর। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার ছোট ভাই সাংবাদিক নজরুল কবীর।

নজরুল কবীর তার ভাইয়ের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়ে বলেন, 'ইকবাল কবীর করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি তার বাসায় চিকিৎসাধীন আছেন। শারীরিকভাবে তার তেমন কোনো সমস্যা নেই। তিনি অনেকটাই সুস্থ ও ভালো আছেন।'আমাদের সময়

এর আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বর্তমানে তিনি সুস্থ্য রয়েছেন, যোগ দিয়েছেন কাজেও। গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত হেলথ ব্রিফিংয়ে অংশ নিতে দেখা গেছে তাকে।

উল্লেখ্য, দেশে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৫ হাজার ৫৩৫ জন। আর প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে মারা গেছেন ১ হাজার ৩৮৮ জন।

খোরাসান | ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করলো ৬৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য

আফগানিস্তানের ৩টি প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে ইমারতে ইসলামিয়ায় নতুন করে যোগদান করেছে কাবুল প্রশাসনের ৬৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

এর মধ্যে বলখ প্রদেশের ৮টি এলাকা হতে মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেছেন ৫৪ সেনা ও পুলিশ সদস্য। যাদের মাঝে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনা কমান্ডার ও পুলিশ অফিসারও রয়েছেন।

এমনিভাবে লোগার প্রদেশের ২টি এলাকা হতে তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন ৭ সেনা সদস্য।

একইভাবে নুরিস্তান প্রদেশের "আইকাল" জেলা হতে তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন ৬ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

মুজাহিদদের সাথে যোগদানকারী এসকল সেনা ও পুলিশ সদস্যরা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরে এবং আমিরুল মু'মিনিন এর সাধারণ ক্ষমার আদেশের সুযোগ নিয়ে তারা মুরতাদ কাবুল প্রশাসনকে ত্যাগ করেন। দাওয়াহ বিভাগের দায়িত্বে থাকা তালেবান মুজাহিদিন এসকল সেনা ও পুলিশ সদস্যদের স্বাগত জানান এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসের জন্য সহায়তা করছেন।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় কমপক্ষে ১০ শত্রু সৈন্য নিহত ও আহত

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে গত ১৯ জুন পৃথক ৩টি অভিযানে কমপক্ষে ১০ সন্ত্রাসী সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ট্রাইবাল নিউজ এর সূত্রে জানা গেছে,

গত ১৯ জুন সিন্ধু প্রদেশের তিনটি শহর করাচি, ঘোটকি ও লারকানায় পৃথক পৃথক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

এর মধ্যে প্রথম বিস্ফোরণটি করাচির লিয়াকতাবাদ এলাকায় "এহসাস প্রোগ্রাম" নামক পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের অফিসের কাছে আঘাত হেনেছিলো, এতে দুই সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

দ্বিতীয় হামলাটি চালানো হয় "ঘোটকি" জেলায় পরিচালনা করা হয়েছিলো, এই বিস্ফোরণে তিন সেনা কর্মকর্তা নিহত এবং কতক সেনা সদস্য আহত হয়েছে। একটি টুইটার বার্তায় ঘোটকির হামলার অফিসিয়াল দায় স্বীকার করেছেন "হিজবুল আহরার" এর মুখপাত্র ডঃ আবদুল আজিজ ইউসুফজাই হাফিজাহুল্লাহ্।

একই দিনে মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের সাথেও একটি লড়াই সংঘটিত হয়, এতে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর ২টি গাড়ি ধ্বংস ও পুড়ে যায়। এসময় ৫ পুলিশ সদস্য আহত ।

শাম | আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান ধ্বংস, নিহত ও আহত অনেক।

শাম তথা সিরিয়ার হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন "ফাসবুতু" অপারেশন রুমের জানবাজ মুজাহিদীন।

বৈশ্বিক ইসলামী প্রতিরোধ সংগঠন আল-কায়েদার সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নবগঠিত এই অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ গত ১৯ জুন সকাল বেলায় উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালানা করেন।

সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "তারনাজ" এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্র্যাক ও ১টি বুলডোজারসহ বেশকিছু ভারি যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস হয়েছিলো। এছাড়াও মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় নিহত ও আহত হয়েছে আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য।

শাম | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ২ এর অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত

শাম তথা সিরিয়ার আলেপ্পোতে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের নবগঠিত অপারেশন রুমের মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে ।

উত্তর-পশ্চিম আলেপ্পো সিটির "কাফার তায়াল" এলাকায় গত ১৯ জুন "ফাসবুতু" অপারেশন রুমের জানবাজ মুজাহিদিন কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে উক্ত সফল স্নাইপার হামলাটি পরিচালনা করেছেন। এতে কমপক্ষে ২ নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাম | মুরতাদ বাহিনীর উপর আল-কায়েদা জোটের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, বহু সৈন্য হতাহত

ইসলামী প্রতিরোধ সংগঠন আল-কায়েদার সিরিয়া ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নবগঠিত "ফাসবুতু" অপারেশন রুম হতে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই শুরু করেছেন।

গত ১৯ জুন "ফাসবুতু" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ উত্তর-পশ্চিম আলেপ্পোর "আল-ফাউজ" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

ফিলিস্তিনের পর সিরিয়ার ভূখণ্ড গোলানে বসতি স্থাপনের ঘোষণা দিলো ইসরাইল

সিরিয়ার ভূখণ্ড গোলান মালভূমিতে বসতি স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ট্রাম্প মালভূমি’।

গত বছর শুধু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই গোলান মালভূমিকে ইসরাইলের বলে দাবি করেছে। ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে পাশে রেখেই ওই স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর করে ট্রাম্প।

রোববার (১৪ জুন) ইসরায়েলের আবাসনবিষয়কমন্ত্রী জিপি হোটোভ্যালি জানান, ইসরাইলের বসতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় 'রামাত ট্রাম্প' এ বসতি স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হিব্রু ভাষায় রামাত মানে মালভূমি এবং রামাত ট্রাম্প অর্থ ট্রাম্প মালভূমি। গোলান মালভূমিকে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল 'ট্রাম্প মালভূমি' নাম দিয়ে বসতি স্থাপন শুরু করতে যাচ্ছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবাসন প্রকল্পে তিনশ' পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

যে কারণে গোলান মালভূমি এতটা গুরুত্বপূর্ণ

দক্ষিণ পশ্চিম সিরিয়ার একটি পাথুরে মালভূমি হচ্ছে এই গোলান। এর আয়তন এক হাজার ৮০০ বর্গকিলোমিটার।

ইহুদীবাদী ইসরাইলের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত সিরিয়ার এই অঞ্চলটির প্রায় এক হাজার ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা। ১৯৬৭ সালে আরবদের সঙ্গে ছয় দিনের যুদ্ধে যা দখল করে নেয় ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল।

সামরিক এবং কৌশলগত কারণে গোলান মালভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুত্বের বাইরেও ওই এলাকা মিঠাপানির প্রধান উৎস। ইসরাইলে ব্যবহৃত মিঠাপানির তিন ভাগের প্রায় এক ভাগ আনে এই গোলান থেকে।

জায়গাটি চাষাবাদের জন্যও বিশেষ উপযোগী। এখানে ফল ও আঙুরের চাষ হয়, পশুপালন হয়।

গোলান মালভুমি থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক শহর এবং দক্ষিণ সিরিয়ার একটি বড় অংশ এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। সিরিয়ান সেনাবাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য এটা একটি আদর্শ স্থান। তা ছাড়া পার্বত্য এলাকা হওয়ার কারণে সিরিয়ার সেনাবাহিনীর কোনো সম্ভাব্য আক্রমণের পথে এটি একটি প্রাকৃতিক বাধা হিসেবে কাজ করে।

১৯৬৭ সালে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল জায়গাটি দখল করার পর এখানকার সিরিয়ান আরব বাসিন্দারা অধিকাংশই পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

১৯৭৩ সালের যুদ্ধে সিরিয়ান মুসলমানরা এটি পুনর্দখল করার চেষ্টা করেও পারে নি।

১৯৭৪ সালে ইসরাইল সিরিয়া এক যুদ্ধবিরতি হয়, আর ১৯৮১ সালে ইসরায়েল গোলানকে নিজের অংশ হিসেবে দাবি করে একতরফা ভাবে।

দখলের পর থেকেই গোলান মালভূমিতে ইহুদীবাদী ইসরাইল বড় ধরনের সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে। মালভূমিটিতে বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার লোকের বসবাস। এদের মধ্যে ২০ হাজার হলো অবৈধ দখলদার ইহুদী, যারা ইসরাইলের গড়া ৩০টি বসতি এলাকায় বাস করছে। ইহীদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিনিয়ত আরব বা সিরিয়ানদের বসতবাড়ি দখল করে ইহুদিদের জন্য বসতি স্থাপন করছে।

ইসরাইল দখলের পরে এলাকার লোকজনকে উৎপাদিত ফসলাদি সিরিয়াতে বিক্রি করতে বাধা দেয়। আস্তে আস্তে সাধারণ জনগণকে তাদের ইচ্ছামতো ফল-ফলাদি চাষ করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে অবৈধ এই দেশটি। তারপরে আরব বা সিরিয়ানদের ওপর আরোপ করে অতিরিক্ত ট্যাক্স। তাদের কাছে সেচের পানি, সার ইত্যাদি বিক্রি করা হয় চড়া মূল্যে যা ইহুদীদের কাছে বিক্রি করা হয় প্রায় অর্ধেক দামে।

চীনা প্রেসিডেন্ট ভেবে কিমের ছবি পোড়ালো নির্বোধ বিজেপি নেতা!

কোথায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, কোথায় বেইজিং আর কোথায় পিয়ংইয়ং! চীন-ভারতের উত্তাপে এবার ঘটে গেল এক মজার ঘটনা।

চীনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে ইতিহাস-ভূগোল মিলিয়ে ফেললেন ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপির এক নেতা ও তার অনুসারীরা।

লাদাখে চীনের সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতীয় সেনাদের নিহত হওয়ার ঘটনায় ফুঁসছে ভারত। চারিদিকে বিক্ষোভ। চীনা পণ্য বয়কটের ডাক ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

এই ক্ষোভের জের ধরে আসানসোল বিজেপি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ছবি পোড়াতে গিয়ে আগুন দিয়ে দিলেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জন উনের ছবিতে।

টুইটারের এক ভিডিওতে দেখা গেছে, আসানসোলের দক্ষিণ-১ মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি পরিচয় দিয়ে গণেশ মান্ডি নামের এক ভদ্রলোক বলছেন, 'লাদাখের ঘটনার বিরুদ্ধে আমরা মিছিল বের করেছি। আমরা এবার চীনের প্রধানমন্ত্রী কিম জনের ছবিতে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ জানাবো।'

সোমালিয়া | ক্রুসেডারদের উপর মুজাহিদদের হামলা, হতাহতদের দেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর একটি সফল হামলায় কয়েক ডজন ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে ক্রুসেডারদের সামরিকযান।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সাংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ জুন শুক্রবার সোমালিয়ার জিযু রাজ্যের "ইয়ার্কাদ" নামক এলাকায় ক্রুসেডার ইথিউপিয়া বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিট টার্গেট করে ৩টি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, হতাহত হয় কতক ক্রুসেডার সৈন্য।

একই সময় ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক বহর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তীব্র রকেট ও বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কয়েক ডজন ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়। এসময় ক্রুসেডার সৈন্যদেরকে সাহায্য করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েকটি হেলিকপ্টার। মুজাহিদদের অভিযান শেষ হলে, হেলিকপ্টার এর মাধ্যমে নিহত ও আহত সৈন্যদের দেহগুলো ঘটনাস্থল হতে সরিয়ে নেওয়া হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৫ এর অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

ইসলামী প্রতিরোধ সংগঠন আল-কায়েদার শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ক্রুসেডার উগান্ডান ও সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর ৫ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্র জানা গেছে যে, গত ১৯ জুন শুক্রবার সোমালিয়ার "কালমু" নামক শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য হতাহত হয়।

একইভাবে সোমালিয়ার "জানালী" শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডান সন্ত্রাসী বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে বহু ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

১৯শে জুন, ২০২০

কক্সবাজারে বৃষ্টিতে উন্নয়নের জোয়াড়ে ভেসে গেল সদ্য নির্মিত ‘রডহীন’ সেতু

কক্সবাজার পৌর এলাকায় উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা সদ্য নির্মিত একটি সেতু পানিতে ভেসে গেছে। দুই দিনের বৃষ্টিতে পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কুতুব বাজার এলাকায় বুধবার সেতুটি ভেঙে পড়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

কক্সবাজার পৌরসভার দরপত্রে সেতুটির নির্মাণ কাজ পেয়েছিলেন পৌরসভার ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এস আই এম আক্তার কামাল আজাদ। সম্প্রতি সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সংযোগ সড়ক তৈরি করে আগামী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিলো।

এক নম্বর ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ সভাপতি আতিকুল্লাহ কোম্পানি বলেন, ব্রিজটি নির্মাণে কোনো রড ব্যবহার করা হয়নি। বুধবার বিকেল চারটার দিকে ব্রিজটি ভেঙে অর্ধেক অংশ পানিতে তলিয়ে গেছে। বাকি অংশে আমরা কোনো রডের ব্যবহার দেখিনি। শুধু সিমেন্ট দেখেছি।

স্থানীয়রা জানান, ভেঙে যাওয়া ব্রিজটি থেকে মাত্র ৪০ ফুট দূরে জাপানের দাতা সংস্থা জাইকার অর্থায়নে আরও একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। সেটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

নির্মাণ কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় এটা ঘটেছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

জানতে চাইলে সেতুর ঠিকাদার হিসেবে নিজেকে অস্বীকার করেন কাউন্সিলর আক্তার কামাল আজাদ। তবুও তিনি বলেন, ‘সাগরের পানি যাতে ব্রিজের গোড়ায় না আসে সে জন্য আমরা একটা বাঁধ দিয়েছিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বাধের মধ্যে সাত-আট ফুট পানি জমে যায়। পানি সরানোর জন্য বাঁধটির একটা অংশ কেটে দিলে স্রোত সৃষ্টি হয়। সেই স্রোতে সেতুটি ভেঙে গেছে।’

তাহলে সেতুটির ঠিকাদার কে জানতে চাইলে তিনি নাম জানাতে পারেননি।

চেষ্টা নিষ্ফল, ভারতের লাদাখে জোর বাড়াচ্ছে চীন

বুধবারের পরে বৃহস্পতিবারেও ভারত-চীন মেজর জেনারেল পর্যায়ের বৈঠকে অধরা রইলো সমাধান সূত্র।

আজ প্রায় ছ'ঘণ্টা বৈঠক করেন দু'দেশের সেনাকর্তারা। কিন্তু তার পরেও পূর্ব লাদাখে ভারতের জমি ছেড়ে যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখায়নি চিনা সেনা। উল্টো দখল করা ভূখণ্ডে আজ নিজেদের শক্তি আরও বাড়িয়েছে পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি।

মালাউন নরেন্দ্র মোদী সরকার পেশী প্রদর্শনের পথ নিলেও পূর্ব লাদাখে ভারতের পক্ষে এই মুহূর্তে রণকৌশলগত ভাবে কোনও বড় পদক্ষেপ করা কঠিন বলেই মত সামরিক বিশেষজ্ঞদের। কারণ, যে ভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডের কয়েক কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে চিনা সেনা ঘাঁটি গেড়ে বসে রয়েছে, তাতে তাদের হটাতে গেলে ইনফ্যান্ট্রি বা স্পেশাল ফোর্স-কে নামাতে হবে।

কিন্তু গালওয়ান উপত্যকায় সোমবার রাতের সংঘর্ষের পরে সেখানে সামরিক শক্তি আরও বাড়াচ্ছে চীন। অভিযোগ, নিজেদের স্বার্থে গালওয়ান নদীর ধারাও পাল্টে দিতে শুরু করেছে তারা। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিকল্প হল বিমান হামলা। কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় বিমান হামলার সীমাবদ্ধতা কার্গিল যুদ্ধের সময়েই স্পষ্ট হয়েছিলো। ওই ধরনের হামলায় নিজেদের সেনার হতাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর স্পেশাল ফোর্স নামানো বা বিমান হামলার অর্থই হল পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া। যা আদৌও কাম্য নয় দিল্লির।

যা হল বৃহস্পতিবার

- ভারতীয় জমিতে এখনও ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে চীনা সেনা।
- লাদাখে দু'দেশের মেজর জেনারেল পর্যায়ের বৈঠক নিষ্ফল।
- গালওয়ান নদীর স্রোত ঘুরিয়ে দিচ্ছে চীন, দেখাল উপগ্রহ চিত্র।

ফলে ভারতের হাতে আলোচনা ছাড়া সেই অর্থে অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই। যদিও গত দু'দিনের আলোচনায় অগ্রগতি হয়নি এক চুলও। চীনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ন আজ বলেছেন, "গালওয়ান উপত্যকায় যে গভীর উদ্বেগজনক সংঘাত ঘটেছে, সে বিষয়ে যথাযথ

ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে দু'দেশই সহমত। শান্তি সুরক্ষিত রাখা ও উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে আলোচনা চলছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল ও নিয়ন্ত্রণে।"

কিন্তু চীন যে ভাবে গালওয়ান উপত্যকাকে নিজেদের বলে দাবি তুলে সুর চড়াচ্ছে, তাতে তারা যে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছে, সেটা প্রমাণ করাই ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষজ্ঞদের মতে, চীন তার প্রতিবেশী অধিকাংশ দেশ— যেমন, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার— সকলের সঙ্গেই সীমান্ত সমস্যা জিইয়ে রাখে। যা তাদের সীমান্ত বিস্তারের দীর্ঘমেয়াদি নীতির অংশ। ফলে লাদাখের মাটিতে পরিকাঠামো গড়ে জাঁকিয়ে বসা চীনা সেনার আশু ফিরে যাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। চিনের এই মনোভাবের নিরিখে আলোচনায় কতটা কাজ হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

গত সোমবার রাতের ঘটনার পরেই হতাহতের পাশাপশি কত জন ভারতীয় সেনা নিখোঁজ, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। সেনাবাহিনী সূত্রে আজ দাবি করা হয়, কোনও সেনাই নিখোঁজ নন। কিন্তু এত দেরি করে কেন মুখ খোলা হলো, সেই প্রশ্ন উঠেছে। সেনা সূত্রে আজ আরও বলা হয়েছে, ৭৬ জন সেনা এখনও হাসপাতালে ভর্তি।

সোমবার রাতের সংঘর্ষে গুলি না-চললেও, চিনা সেনা পেরেক লাগানো লাঠি দিয়ে হামলা চালায় বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। নিহত ভারতীয় সেনাদের দেহে তীক্ষ্ণ গভীর ক্ষত লক্ষ্য করা গিয়েছে। পরে পেরেক লাগানো লাঠি উদ্ধারও করে ভারতীয় সেনা।

ভারতে লকডাউনের গ্রেপ্তার অভিযানে হয়রানির শিকার কেবল মুসলিমরাই

ভারতে লকডাউনে মুসলিমদেরকেই বেশি গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গত বুধবার লকডাউন চলাকালীন পুলিশ রেড নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি চলাকালীন তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাঘবেন্দ্র সিং চৌহান ও বিচারপতি বিজয়সেন রেড্ডির যৌথ বেঞ্চ পুলিশকে জিজ্ঞাসা করেন, আনুপাতিক হারে তুলনামূলক ভাবে বেশি সংখ্যায় মুসলিমদেরই ধরেছেন কেন? অন্য সম্প্রদায়ের কোনও মানুষ কি লকডাউন অমান্য করেনি? এদিন আমেরিকায় কৃষাঙ্গ বিদ্বেষের উদাহরণও তুলে ধরা হয়।

উল্লেখ্য, লকডাউন চলাকালীন মুসলিমদের পুলিশি হয়রানি ও গ্রেপ্তারের অভিযোগে সমাজকর্মী শীলা ম্যাথিউজ হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন।

আদালতে এক মুসলিম যুবক জুনায়েদের কাহিনী তুলে ধরে ও তার উপর পুলিশি অত্যাচারে মুখে ৩৫ টি সেলাইয়ের কথা উল্লেখ করে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। তারপরেই বেঞ্চ ক্ষোভ প্রকাশ করে স্পষ্ট বলে, পুলিশ যাদেরকে অত্যাচার করেছে তারা সবাই মুসলিম কেন? ভারতীয় পুলিশের পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি

খোরাসান | নতুন করে কাবুল প্রশাসনের ৬৬ সেনা ও পুলিশ সদস্যের তালিবানে যোগদান

আফগানিস্তানের ২টি প্রদেশ থেকে মুরতাদ কাবুল প্রশাসন ছেড়ে ৬৬ সেনা ও পুলিশ সদস্য ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিনের সাথে যোগদান করেছেন।

এর মধ্যে বাগলান প্রদেশের নাহরিন জেলা থেকে যোগ দিয়েছে ৪৯ সদস্য এবং পাকিতয়া প্রদেশের খামকানিও জেলা থেকে যোগ দিয়েছে বাকি ১৭ পুলিশ ও সেনা সদস্য।

১৮ই জুন, ২০২০

ত্রাণের কার্ড দেওয়ার কথা বলে গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসী যুবলীগের নেতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ত্রাণের কার্ড দেওয়ার কথা বলে মজিবুর ওরফে কালা মজিবুর নামে এক সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে। গতকাল বুধবার সকালে ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। এদিকে ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার পদ্মা নদীর গোপালপুর ঘাটে ঢাকাগামী এক গৃহবধূকে চার যুবক মিলে ধর্ষণের পর ভিডিওচিত্র ধারণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায় পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করেছে রাকিব (২২) নামে একজন। ধর্ষক রাকিব উপজেলা সদরের কাজীপাড়া গ্রামের মাকসুদুর রহমান আচ্চা মিয়ার ছেলে। আমাদের সময়

রূপগঞ্জ : ধর্ষিতা গৃহবধূ জানান, সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা মজিবুর ওরফে কালা মজিবুর তাকে ত্রাণের কার্ড করে দেবে বলে জানান। গত ১৫ জুন রাতে মজিবুর ফোন দিয়ে গৃহবধূ ত্রাণের কার্ড নিতে তার বাড়িতে যেতে বলেন। পরে তিনি কার্ড আনতে গেলে মজিবুর তাকে ধর্ষণ করেন।

উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান তুহিন ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন বলেন, মজিবুর নামে উপজেলা যুবলীগ ও তারাবো পৌর যুবলীগের কমিটিতে এমন কেউ নেই। তার সঙ্গে যুবলীগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

সদরপুর : গত ১৪ জুন সকালে গৃহবধূ দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ঘাটের যাত্রী ছাউনিতে অবস্থানকালে চার যুবক তাকে টেনেহিঁচড়ে নির্জনে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ সময় ভিডিওচিত্র ধারণ করে পরে ইন্টারনেটে ভাইরাল করার হুমকি দিয়ে গৃহবধূর কাছে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলো ধর্ষকরা।

সোমালিয়া | কিসাসের বিধান কার্যকর কারার পূর্ব মুহূর্তেই হত্যাকারীকে ছেড়ে দিলেন মুজাহিদিন, কিন্তু কেন...?

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের একটি ইসলামি আদালত এক ব্যক্তির ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে কিসাস (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) এর বিধান কার্যকর করার নির্দেশ জারি করে।

ইসলামি আদালতের নির্দেশ মোতাবেক কিসাসের বিধান কর্যকর করার লক্ষ্যে গত ১৭ জুন তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হারিরি শহরের একটি উন্মুক্ত মাঠে। শরয়ি বিধান কার্যকর করার সকল প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ করেছেন মুুজাহিদিন। সাধারণ জনতাও দাঁড়িয়ে বিচারের অপেক্ষা করছেন। মুজাহিদগণ অপরাধীকে ২ রাকাত সলাত আদায়ের সুযোগ দিলেন। সলাতের পর দু'আ শেষে তাকে নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দেওয়া হলো। সবকিছু প্রস্তুত। এখনই তরবারি চালানোর হুকুম দেওয়া হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে নিহত ব্যক্তির স্বজনরা অপরাধীকে ক্ষমা করে দেন।

উপস্থিত সকলে এই ঘটনায় বিস্মিত হয়ে যান। মুজাহিদগণও ওই ব্যক্তির উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করা হতে বিরত থাকেন।

পরে অপরাধীকে নিহতের পরিবারকে মুক্তিপণ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। পুনরায় এ ধরনের অপরাধ না করার ব্যাপারেও অঙ্গিকার নেওয়া হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, কতোইনা চমৎকার ইসলামি রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকার ২টি সামরিকযান ধ্বংস, হতাহত অনেক।

ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর সামরিক বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। ২টি সামরিকযান ধ্বংসের পাশাপাশি কতক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য আহত ও নিহত হয়েছে।

গত ১৭ জুন দক্ষিণ সোমালিয়ায় অবস্থিত ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী ও সোমালিয় মুর্তাদ বাহিনীর বিশেষ ফোর্সের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এতে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও কতক ক্রুসেডার ও সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য আহত ও নিহত হয়েছে।

পাশাপাশি দক্ষিণ সোমালিয়ার বালদাকলী শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর সামরিক বিমানবন্দরের নিকটেও ক্রুসেডার যৌথ বাহিনীর উপর ২টি শক্তিশালি বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতেও কতক ক্রুসেডার সৈন্য আহত ও নিহত হয়েছে।

খোরাসান | একই পরিবারের ৭ সদস্যকে হত্যাকারী এক ঘাতককে কতল করেছেন তালেবান মুজাহিদিন, বন্দী আরো এক ঘাতক।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন দেশটির খোস্ত প্রদেশে একই পরিবারের ৭ সদস্যকে হত্যাকারী এক ঘাতককে করেছেন, গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও এক খুনিকে।

জানা যায়, গত সোমবার ও মঙ্গলবার মধ্যরাতে খোস্ত প্রদেশের একটি বাড়িতে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে নারী ও শিশুসহ একই পরিবারের সাতজন নিহত হতে হয়েছে। আহত হয়েছে এক শিশু। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে দুর্বৃত্তরা পলাতক ছিলো। অবশেষে তালেবানের বিশেষ ইউনিটের সদস্যরা দুই ঘাতককে বন্দী করেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ এক টুইট বার্তায় জানান, তালেবান মুজাহিদিন পাকতিয়া প্রদেশের সৈয়দ কারম জেলা থেকে ওই দুই ঘাতককে আটক করেছেন।

তিনি আরো জানান, ওই ঘাতক নিহতের আপন ভাই। নিহতের ছোটো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নিজ ভাইকে হত্যা করেছে।

তালেবান মুজাহিদদের হাতে গ্রেপ্তারের হওয়ার পর খুনি "রোজা গুল" মুজাহিদদের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করলে মুজাহিদদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। দ্বিতীয় হত্যাকারীকে মুজাহিদগণ ইমারতে ইসলামিয়্র আদালতে হাজির করেছেন।

খুব দ্রুততার সাথে ঘাতকদেরকে গ্রেপ্তার ও তাদেরকে বিচারের আওতায় আনতে পারায় তালেবান মুজাহিদদের প্রশংসা করেন আফগান জনগণ এবং সোশ্যাল মিডিয়া কর্মীরা।

এবার সাপাহার সীমান্তে সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

নওগাঁর সাপাহার সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে আবদুল বারী সাহু নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার ভোররাতে উপজেলার পাতাড়ী গ্রামের আদাতলা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবদুল বারী উপজেলার দক্ষিণ পাতাড়ী গ্রামের আবু বক্করের ছেলে।

সাপাহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাই জানান, মঙ্গলবার রাতে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে উপজেলার দক্ষিণ পাতাড়ী গ্রামের গরু ব্যবসায়ী আবদুল বারী সাহু (৪৫) ভারত অভ্যন্তরে গরু আনতে যান। গতকাল বুধবার ভোররাতের দিকে তারা গরু নিয়ে পাতাড়ী গ্রামের আদাতলা বিজিবি ক্যাম্পের অধীনে ২৪২ মেইন পিলারের ১৩আর এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তখন ভারতের ১৫৯-বিএসএফ খুঁটাদহ ক্যাম্পের টহলরত সন্ত্রাসী জোয়ানরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে যেতে পারলেও আবদুল বারী গুলিবিদ্ধ হন।

ওসি জানান, আহত অবস্থায় আবদুল বারী সাহু হামাগুড়ি দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে নোম্যান্স ল্যান্ডের পুর্নভবা নদীতে এসে পড়েন। এর পর ভোরেই তার অপর সঙ্গীরা বাড়িতে সংবাদ দিলে পরিবারের লোকজন নদীর কিনার হতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সকল ৭টার

দিকে সাপাহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এ সময় চিকিৎসাধীন হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। নিহতের শরীরের একটি ক্ষত দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। আমাদের সময়

এবার করোনায় আক্রান্ত আওয়ামী বাণিজ্যমন্ত্রী

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। খবরটি বাণিজ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'গতকাল বুধবার সকাল ৯টায় করোনা টেস্টের জন্য নমুনা দিই। বিকালে নমুনা পরীক্ষার পজিটিভ আসে।' করোনায় আক্রান্ত হলেও শারীরিকভাবে তিনি সুস্থ আছেন। তার এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা রয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী ১১ জুন জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ বৈঠক এবং ১৫ জুন সোমবার সম্পূরক বাজেট পাসের দিন জাতীয় সংসদের অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। এ নিয়ে সরকারের মন্ত্রিপরিষদের চার সদস্য করোনা পজিটিভ হলেন। অন্যরা হলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। এদের মধ্যে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মারা গেছেন। আর টিপু মুনশিকে নিয়ে ১৩ জন সংসদ সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আমাদের সময়

তিন কেজি গাঁজাসহ ধরা খেলো পুলিশ কর্মকর্তা

যশোরের চৌগাছা থানার এসআই হাসানুজ্জামানসহ দুজন তিন কেজি গাঁজাসহ কেশবপুর ধরা খেয়েছে। গত সোমবার দুপুরে তাদেরকে কেশবপুর উপজেলার চাঁদড়া নবাবপাড়া এলাকা থেকে ধরা হয়। এ সময় দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

অপর আটকের নাম নাজমুল ইসলাম ওরফে রুহুল আমিন। তিনি কেশবপুরের চাঁদড়া নবাববাড়ি এলাকার আবুল হোসেন মোড়লের ছেলে। আজ মঙ্গলবার এসআই হাসানুজ্জামান ও নাজমুল ইসলামকে যশোর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে নাজমুল ইসলাম আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। অপর আসামি এসআই হাসানুজ্জামানের একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, গত সোমবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে কেশবপুরের ভালুকঘর ক্যাম্পের এসআই দিবাকর মালাকর, এএসআই শফিকুল ইসলাম ও এএসআই রিপন কুমার হালদার ক্রেতা সেজে উপজেলার চাঁদড়া পালপাড়া মোড়স্থ জনৈক নুর মোহাম্মদের দোকানের সামনে ওঁৎ পেতে থাকেন।

এ সময় দুটি অ্যাপাচি মোটরসাইকেলে করে (ঢাকা মেট্রো-ল-৩২-৭৭২২ ও যশোর-ল-১৩-০৫২৮) তিন ব্যক্তি সেখানে আসেন। একটি মোটরসাইকেলে দুজন এবং অপর মোটরসাইকেলে একজন ছিলেন। তারা এসেই পুলিশের ফাঁদে পা দিয়ে ক্রেতার খোঁজ করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ভালুকঘর ক্যাম্পের পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলার মুহূর্তে এস আই হাসানুজ্জামান তার কাছে থাকা একটি ব্যাগ মোটরসাইকেলের ওপর রেখে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যান। ভালুকঘর ক্যাম্পের পুলিশ ধাওয়া করেও সেই সময় তাকে আটক করতে পারেনি। পরে পুলিশ এসআই হাসানুজ্জামানের রেখে যাওয়া ব্যাগ থেকে ২ কেজি গাঁজা, পুলিশের পোশাক উদ্ধার করে।

এছাড়া অপর একটি মোটরসাইকেল থেকে আরো এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সেই সঙ্গে দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

সূত্র আরো জানায়, ওই ঘটনায় এসআই দিবাকর মালাকর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৩ জনকে আসামি করে গত সোমবার কেশবপুর থানায় একটি মামলা (নং-১০) করেন। আসামিরা হচ্ছেন- নাজমুল ইসলাম ওরফে রুহুল আমিন, মনিরামপুর উপজেলার পারখাজুরা দক্ষিণপাড়ার মশিয়ার রহমান মশির ছেলে শহিদ এবং চৌগাছা থানা পুলিশের এসআই হাসানুজ্জামান।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, পলাতক আসামিদের মধ্যে এসআই হাসানুজ্জামানকে পরে পুলিশ আটক করে।

কালের কণ্ঠ

নারী কাউন্সিলকে হেনস্থা করলো সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কর্মীরা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে নাসিকের সংরক্ষিত এক নারী কাউন্সিলরের ওপর হামলা চালিয়েছে স্থানীয় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ। সোমবার দিবাগত রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৮নং ওয়ার্ডের বৌ-বাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। তবে ছাত্রলীগের কর্মীরা বলছে, কাউন্সিলর দিনা তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ বিষয়ে থানায় উভয় পক্ষই পৃথক দুটি অভিযোগ দিয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে

মঙ্গলবার দুপুরে এবং বিকেলে আলাদা আলাদা সংবাদ সম্মেলনে করেছে ওই নারী কাউন্সিলর ও স্থানীয় ছাত্রলীগ।

মঙ্গলবার দুপুরে নাসিক ৭, ৮, ৯নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর আয়শা আক্তার দিনা গোদনাইল এলাকাস্থ তার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, তার আপন খালা রাশিদা করোনার এই পরিস্থিতিতে তার বাড়ির এক ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেন। করোনা পরিস্থিতির কারণে আমার খালার ভাড়াটিয়া আমান কর্মহীন হয়ে পড়ায় তিন মাসের বাসা ভাড়া পরিশোধ করেনি। ১৩ জুন রাতে ভাড়াটিয়া আমান আমার অফিসে এসে এ ব্যাপারটি আমাকে জানায়।

এদিকে সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টায় আমার খালা ও তার ছেলে রুবেল কিছু বহিরাগত ছেলেদের নিয়ে ভাড়াটিয়া আমানকে বাসা ছেড়ে দিতে এবং বাড়ি ভাড়ার জন্য হুমকি প্রদান করতে থাকে। বিষয়টি আমি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমার খালা এবং খালাতো ভাইকে বুঝিয়ে আমার অফিসে চলে আসি। আমি রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টায় ত্রাণ বিতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় আমার খালা রাশিদা ও খালাতো ভাই রুবেল, রাকিব, অনিক, নাজমুল, বিজুসহ অজ্ঞাতনামা ২০/২৫ জন আমার অফিসে এসে আমাকে গালাগালি করে আমার ওপর হামলা চালায়।

এক পর্যায়ে তারা আমার চুলে ধরে টানাহেঁচড়া করে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। এসময় সঙ্গে থাকা আমার স্বামী এবং ছোট ভাইকেও তারা কিল-ঘুষি এবং লাথি মেরে শারীরিক নির্যাতন করে। একই সময় তারা আমার হাতে থাকা স্বর্ণের বালা এবং স্বর্ণের আংটি এবং আমাদের তিনজনের কাছে থাকা তিনটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। এসময় আমাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়। যারা তার ওপর হামলা চালিয়েছে তারা ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতা-কর্মী বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করে কাউন্সিলর দিনা।

এদিকে দিনার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তার খালা রাশিদা বেগম। মঙ্গলবার (১৬ জুন) বিকেলে নাসিক ৮নং ওয়ার্ডের পুরাতন রেজিষ্ট্রি অফিসের সামনে আয়োজিত পৃথক এক সংবাদ সম্মেলনে কাউন্সিলর দিনার খালার সঙ্গে উপস্থিত ছিল ছাত্রলীগের স্থানীয় কয়েকজন নেতা-কর্মী।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানায়, আমি ব্যক্তিগত কারণে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে ভাড়া থেকেছি। কিন্তু সম্প্রতি আমি আমার বাড়িতে চলে আসবো। এজন্য আমার বাড়ির ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলি এবং তার তিন মাসের বাড়ি ভাড়া মওকুফও করে দেই। কিন্তু কাউন্সিলর দিনা ও

তার ভাই দিপু আমার ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ছাড়তে নিষেধ করেন। আমি আমার ভাড়াটিয়াকে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করি।

এমন সময় দিনা ও তার ভাইসহ প্রায় ২০/২৫ জন লোক নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আমার ছেলেকে মারধরের হুমকি দেয়। আমি দিনার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলে সে আমাকে মারধর শুরু করে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আমি সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসি। সংবাদ সম্মেলনে রাশিদা বেগমের সঙ্গে উপস্থিত ছিলো ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক উপসম্পাদক তামিম ইসলাম জয়, নাসিক ৮নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফ, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল। কালের কণ্ঠ

তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল, স্বর্ণালঙ্কার চুরির যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ছাত্রলীগ নেতা তামিম জয় জানান, এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা এ ধরনের কোনো কাজ করি নাই। বরং আমরা তাদের খালা ভাগ্নীর মধ্যে বিবাদ মিটাতে সেখানে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে রাকিব নামে আমাদের ছাত্রলীগের এক নেতা রক্তাক্ত জখম হয়েছে। তার সব অভিযোগ ভিত্তিহীন।

চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ পাল্টা সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনা নিহত

লাদাখের গালওয়ান ভ্যালিতে ভারত ও চীনের সেনাবাহিনীর মধ্যে গত সোমবার সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে নিজেদের কমপক্ষে ২০ সেনা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ভারত।

কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়, ভারত দাবি করছে এ সংঘর্ষে তাদের আরও ১৭ জন আহত হয়েছেন।

ভারতীয় সেনাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, দায়িত্বরত অবস্থায় 'ডি-এসক্যালেশন' বা উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়া চলছিলো, তখনই দুপক্ষের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে তাদের কমপক্ষে ২০ সেনা নিহত হন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ভারত তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর!

গত প্রায় দেড় মাস ধরেই লাদাখে ভারত ও চীনের মধ্যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল বা এলএসি) দুপক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা চলছে, দুই দেশের সেনাবাহিনীও মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে।

কোনো কোনো সামরিক বিশ্লেষক জানিয়েছেন, একটা পর্যায়ে চীনা সৈন্যরা এলএসি অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতর প্রায় চল্লিশ থেকে ষাট কিলোমিটার ঢুকে পড়েছিলো, যদিও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে ভারত এ ব্যাপারে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

ভারতের অভিযোগ, চীন দেশটির ৩৮ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে।

গত তিন দশকে বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড এবং সীমান্ত সংকট নিয়ে কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। মে মাসে, করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সিকিম সীমান্তে চীনের বাড়তি সেনা মোতায়েনকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে সরাসরি সংঘর্ষেও গড়ায়।

২০১৭ সালে মালভূমিতে চীন তার সীমান্ত সড়ক বাড়ালে করলে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

দুই দেশের মধ্যকার যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা অর্থাৎ লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল বা এলএসি সেটিও অত্যন্ত দুর্বল।

দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি নদী, হ্রদ এবং শৈলপ্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে, যার মানে হচ্ছে সীমানা যেকোনো সময় বদলে যেতে পারে, যা ভবিষ্যতে আরো সংঘর্ষের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করবে।

দুই পক্ষই বলছে, গত চার দশকে চীন ও ভারতের মধ্যে কোনো গুলি বিনিময় হয়নি। আজ মঙ্গলবারও ভারতীয় বাহিনী দাবি করেছে, তারা কোনো গুলি চালায়নি।

ভারতের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, ভারতীয় সৈন্যদের পিটিয়ে মারা হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে দেশটির সেনাবাহিনী কোনো মন্তব্য করেনি।

সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। ভারত সম্প্রতি লাদাখের একেবারে প্রত্যন্ত এলাকায় একটি নতুন রাস্তা বানিয়েছে। কোনো সংঘর্ষ হলে ওই রাস্তা দিয়ে দিল্লি সহজেই সীমান্ত এলাকায় সৈন্য এবং মালামাল পাঠাতে পারবে।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ওই এলাকার অবকাঠামো যে ভারত নতুন করে ঢেলে সাজাতে চাইছে, তার ফলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে চীন। আমাদের সময়

‘মৃত্যুপুরী’ ভারতে করোনায় ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ২ হাজারের বেশি

করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগে মৃত্যুর নতুন রেকর্ড গড়লো ভারত। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় মারা গেছেন ২ হাজার ৬ জন। আর নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ১১ হাজারের বেশি করোনা রোগী।

পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, মোট মৃত্যুর হিসাবে বেলজিয়ামকে টপকে বিশ্বের অষ্টম অবস্থানে এখন ভারত। দেশটিতে ১১ হাজার ৯২১ জন মানুষের প্রাণ গেলো করোনাভাইরাসে।

আর আক্রান্তের দিক থেকেও বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে ভারত। দেশটিতে এখন পর্যন্ত মোট ৩ লাখ ৫৪ হাজার ১৬১ জন মানুষ প্রাণঘাতী ভাইরাসটির সংক্রমণের শিকার। আমাদের সময়

তবে একদিনেই সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪০০ লোকের বেশি মৃত্যু হয়েছে মহারাষ্ট্রে। রাজ্যটিতে ১ লাখের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত। প্রাণহানির দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও অর্ধলাখ ছুঁইছুঁই দিল্লি ও তামিলনাড়ুতে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা।

এদিকে, আক্রান্তের দিক থেকে প্রথম স্থানে থাকা যুক্তরষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে ২৫ হাজার ৪৫০ জন। মোট আক্রান্ত হয়েছেন ২২ লাখ ৮ হাজার ৪০০ জন। আর মারা গেছেন ৮৪৯ জন। মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ১৩২ জন।

আর দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭ হাজার ২৭৮ জন। মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৯ লাখ ২৮ হাজার ১৩৪ জন। আর মারা গেছেন ১ হাজার ৩৩৮ জন। মোট মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার ৪৫৬ জন।

খোরাসান | মুরতাদ বাহিনীর পরিকল্পনা নস্যাৎ, পাল্টা অভিযানে ৪৯ মুরতাদ সেনা নিহত; ২টি শক্তিশালী ঘাঁটি জয়

জাউজানে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। ২ টি ঘাঁটি বিজয়ের পাশাপাশি মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে ৪৯ মুরতাদ সৈন্য। এছাড়াও হতাহত হয়েছে বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনা। বন্দী হয়েছে আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য।

গত ১৬ জুন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটি অভিযানের পরিকল্পনা এঁটেছিলো মুরতাদ কাবুল বাহিনী। এই লক্ষ্যে মুরতাদ বাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রিত দুটি ঘাঁটিতে বিপুল সংখ্যক সেনা ও প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র মজুদ করে। কিন্তু শত্রুদের অভিযান শুরুর আগেই মুজাহিদিনরা নিজেদের বিশেষ গোয়েন্দা টিমের মাধ্যমে উক্ত হামলার তথ্য সংগ্রহ করেন। অবশেষে শত্রুদের হামলার আগেই মুজাহিদিনরা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

একজন তালিবান-সাংবাদিকের সূত্র হতে জানা যায়, মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর এই পরিকল্পনা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ দুটি বিশেষ অপারেশনাল টিম গঠন করেন। তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটি দুটিতে অভিযান পরিচালনায় প্রেরণ করা হয়।

শুরুতেই তালিবান মুজাহিদিনের বিশেষ টিমটি মুরতাদ বাহিনীর শক্তিশালী বাল-আহসার ঘাঁটিতে অভিযান চালিয়ে এর উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় মুজাহিদদের হাতে অন্তত ১২ মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ১২ সেনা। এছাড়াও মুজাহিদিনের হাতে বন্দী হয়েছে আরো ৬ সেনা।

অপারেশন টিমটির পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু মুরতাদ বাহিনীর অপর শক্তিশালী জাব্বার সামরিক ঘাঁটি। তীব্র অভিযান চালিয়ে মহান রবের সাহায্যে এই ঘাঁটিটির উপরেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন মুজাহিদিন।

মুজাহিদিনের দ্বিতীয় এই হামলায় ৬ এর অধিক মুরতাদ পুলিশ এবং সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৮ সেনা। এছাড়াও নিখোঁজ রয়েছে আরো ৫।

এই অপারেশনের ফলে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ৩টি ট্যাঙ্ক, ৮২টি কামান, ১টি রকেট লঞ্চার, ৩টি পিস্তল, ৯টি রাইফেল, ১৬টি তোপ কামানসহ অগণিত গোলাবারুদ ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেছেন।

১৭ই জুন, ২০২০

আল কায়েদার শক্তিশালী রণকৌশল: যেভাবে নাস্তানাবুদ আমেরিকা!

১৮ মে মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস অবশেষে স্বীকার করে নিল যে আল-ক্বায়েদা'ই প্রত্যক্ষভাবে ফ্লোরিডার বিমান ঘাঁটিতে ডিসেম্বরের ওই হামলা পরিচালনা করেছে। মূলত এ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল-ক্বায়েদার ক্রমবর্ধমান সামর্থ্য আর শক্তিমত্তাকেই আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিতে বাধ্য হলো। এ যাবতকাল শত্রুপক্ষ বিশেষ করে আল-ক্বায়েদা ও অন্যান্য মুজাহিদদের সামর্থ্যকে বিশ্বের সামনে হীন করে দেখানোর প্রচলিত আমেরিকান নীতিবিরোধী এ স্বীকারোক্তি রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়েই বেশ গুরুত্ববহ।

মুখের কথা যেরকমই হোক না কেন, রাশিয়ার ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সামর্থ্যকে বাস্তবে সমীহ করেই চলে আমেরিকা। চীনকেও বাণিজ্যের পাশাপাশি সামরিক হুমকি হিসেবেও বিশেষ গুরুত্ব দেয় তারা। এর কারণ কোন কাল্পনিক জুজু নয়, বরং এই দেশগুলো আমেরিকার মূলভূখন্ডে আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা রাখে - সেটা শক্তিমত্তার বিচারে যত সবল আর যত দুর্বলই হোক না কেন।

অথচ গণহত্যা, বর্বরতা, ধ্বংস আর নতুন অস্ত্রের পরীক্ষার জন্যে মুসলিম দেশগুলোকে তারা নির্দ্বিধায় উর্বর ভূমি হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে বিগত কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে। বিশ্ব মানবতার স্লোগান, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তুমুল বিরোধিতা কিংবা পশ্চিমা দেশগুলোয় স্মরণকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধবিরোধী গণসমাবেশ কোন কিছুর প্রতিই তারা ভ্রূক্ষেপের প্রয়োজন মনে করেনি। তার কারণও সাদামাটা ও স্পষ্ট - আর তা হচ্ছে মুসলিমদের ভূমিতে হত্যাযজ্ঞ আর নজিরবিহীন বর্বরতা চালালেও তাতে আমেরিকার মূলভূখণ্ডের ওপরে কোন হুমকি নেই।

কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়া কিংবা শিয়া ইরানের সাথে আমেরিকার দ্বন্দ্ব কখনোই রাজনীতি, পত্রিকার পাতা আর বেশির বেশি প্রক্সি-যুদ্ধের বাইরে গড়ায়নি - কারণটা এরই মধ্যে আশা করি স্পষ্ট হয়ে গেছে। অথচ আমেরিকার তুলনায় এই দেশ গুলো সামরিক দিক দিয়ে বহুগুণে পিছিয়ে থাকলেও তাদের কিছুটা ক্ষেপণাস্ত্র সামর্থ্য আছে আর কিঞ্চিৎ হলেও পরমাণু অস্ত্রের জ্ঞান আছে। আর সেটাই মার্কিন সমরাস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করতে সুস্পষ্ট সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে দশকের পর দশক ধরে।

আমেরিকার আগ্রাসনের পেছনে মূল চালিকাই হচ্ছে তাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ওপর কোন হুমকি না থাকলে তারা দুনিয়ার যেকোন জায়গায় যেকোন ধরনের অভিযান চালাতে পারে সেটা হোক ভিয়েতনাম কিংবা আফগানিস্তান, হোক পারমাণবিক বোমা কিংবা ড্রোন হামলা। আর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ওপর যদি তারা কোনরকম হুমকি আঁচ করতে পারে সেটা যত দূরবর্তী আর যত সামান্যই হোক না কেন, তাহলে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে কেবল হোয়াইট হাউজের সাংবাদিকদের কানের পর্দাই গরম করবে। এই সরল বিশ্লেষণের খাপে গত শতকের বিশ্ব মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ও রাজনীতির ইতিহাসকে ফেলেই দেখুন না - দ্বিমত করার সুযোগ ইতিহাসই আপনাকে দেবে না!

মোহাম্মদ সাঈদ আল-শামারানি, সৌদি রাজকীয় বিমান বাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট - উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের গিয়েছিলেন ২০১৭ সালে। দু'বছর যাবত সেখানকার বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ফ্লোরিডার 'নেভাল এয়ার স্টেশন পান্সাকোলা'য় পেন্টাগনের অর্থায়নে শিক্ষানবীশ পাইলট হিসেবে অবস্থানের সময় ৬ ডিসেম্বর ২০১৯, অতর্কিত হামলায়, যুক্তরাষ্ট্রের স্বিকারোক্তি অনুযায়ী, তিনজন মেরিনকে হত্যা ও আরো আটজনকে আহত করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জিহাদি আক্রমণ হিসেবে আল-শামারানির হামলা নতুন কিছু নয়। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবারই এই ধরনের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ৯/১১ এর পর লোন উলফদের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীতেও এরকম হামলার ঘটনা আছে। মার্কিন বাহিনীর তৎকালীন মেজর নিদাল হাসান ২০০৯ সালের ৫ নভেম্বর টেক্সাসের ফোর্ট হুড ঘাঁটিতে গুলি চালিয়ে ১৩ জনকে হত্যা ও ৩০ জনেরও বেশি সৈন্যকে আহত করেন। নিদাল হাসান মার্কিন বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে। মার্কিন বাহিনীতে সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে, হতাশায় আক্রান্ত ইরাক ও আফগান ফেরত সৈন্যদের কাছ থেকে সেসব দেশে তাদের করে আসা বর্বরতার বর্ণনা শুনতে হতো তাঁকে। এই পৈচাশিক বর্ণনাগুলো নিদালকে এতটাই আঘাত করেছিল যে তিনি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দায়বদ্ধতাকে নিজ বাহিনীর আনুগত্যের চেয়ে বেশি প্রাধাণ্য দিয়ে মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছিলেন। লোন উলফদের প্রায় সকলের ইতিহাসও একই ধাঁচের।

কিন্তু এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আল-শামারানির হামলা অনন্য এবং গুরুত্বের দিক দিয়েও নতুন ধরনের! পেন্সাকোলা হামলার প্রায় ছয় মাস পর গত ১৮ মে, ২০২০ এফবিআই এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে - আল-শামারানি আল-ক্বায়েদার আরব শাখা একিউএপি এর সাথে সদস্য ছিলেন।

সম্প্রতি কয়েক মাসের চেষ্টায় আল-শামারানির দুটি আইফোন ডিক্রিপ্ট করতে সমর্থ হয়েছে এফবিআই। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা বলেছে - আল-শামারানি হামলার মুহূর্ত পর্যন্ত একিউএপি এর সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ওয়ারেন্ট প্রুফ এনক্রিপশনের সাথে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপ্টেড এপ্লিকেশন ব্যবহার করে তিনি সব ধরনের নজরদারিকে ফাঁকি দিয়ে গেছেন। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে আল-শামারানি ২০১৫ সালের আগে থেকেই আল-ক্বায়েদার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। এফবিআই তাদের তদন্তে নিশ্চিত করেছে, আল-শামারানি আগে থেকেই আল-ক্বায়েদার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আল-ক্বায়েদার স্লিপার এজেন্ট হিসেবে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই সৌদি বিমান বাহিনীতে যোগ দেন।

সামরিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় সৌদি বাহিনীর সবচেয়ে চৌকশ পাইলটদেরকে পেন্টাগণ নিজস্ব অর্থায়নে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আল-শামারানি ২০১৫ সালে সৌদি বিমান বাহিনীতে যোগ দেয়ার পর কমিশন পেয়ে পেন্টাগনের বৃত্তিসহ এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। ২০১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘাঁটিতেই ছিলেন - আদতে তিনি এই পুরোটা সময় একজন অত্যন্ত সুদক্ষ এবং অপরিসীম ধৈর্যশীল স্লিপার এজেন্ট হিসেবে তার টার্গেট নির্ধারণের কাজ করেছেন, একা একা নন বরং প্রতিনিয়ত একিউএপি কে তথ্য সরবরাহ করেছেন, তাদের সাথে পরামর্শ করেছেন।

এ বছর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে একিউএপি'র তৎকালীন আমির ক্বাসিম আল-রিমি পেন্সাকোলা হামলার দায় স্বীকার করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন - এফবিআই এর নতুন তদন্ত রিপোর্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের স্বীকারোক্তি সেই বক্তব্যকেই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সামনে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ করে।

'কয়েক বছর ধরেই আমাদের বীর(আল-শামারানি)আমেরিকার বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিতে রেকি করেছেন, যাতে সবচেয়ে ভাল এবং বেশি ক্ষতি করা যায় এমন টার্গেট ঠিক করা যায়, ... আল্লাহ তাকে অপরিসীম ধৈর্য দিয়েছিলেন, আর একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই তিনি সবগুলো সামরিক পরীক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উতরাতে পেরেছিলেন। ... আমাদের বীর (আল-শামারানি) বছরের পর বছর ধরে তার নিয়াতকে অন্তরে লুকিয়ে রেখেছিলেন যতক্ষণনা আল্লাহ তাকে সফলতা দান করলেন। তিনি আল্লাহর শত্রু আমেরিকাকে সেই রক্তের পেয়ালা থেকেই কিছুটা

স্বাদ আস্বাদন করালেন যা তারা প্রতিদিন মুসলিমদেরকে পান করায়।' - বলেছিলেম ক্বাসিম আল-রিমি।

আল-শামারানির ইচ্ছা ও আরো বিভিন্ন নোটের যে ছবিগুলো আল-রিমির বক্তব্যের ভিডিওতে যুক্ত করা হয়েছিলো - এখন ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস সেগুলোর সত্যায়ন করল। ১৮ মে'র প্রেস ব্রিফিংএ এফবিআই ডিরেক্টর ক্রিস রে বলেন, আল-শামারানি একজন দৃঢ়সংকল্প আল-ক্বায়েদা সদস্য - সে এখানে আসার পরে রেডিকালাইজ হয়েছে এমনটি মোটেও নয় বরং সে তার পরিকল্পনা নিয়েই আমেরিকাতে এসেছিলো।

এভাবে স্লিপার এজেন্ট হিসেবে মার্কিন মিত্র বাহিনীগুলোতে আল-ক্বায়েদার ঢুকে পড়াটা মার্কিন স্বার্থের জন্যে দুমুখী তলোয়ার হিসেবে মারাত্মক উদ্বেগের কারণ। এতে একদিকে সরাসরি মার্কিনীরা বা তাদের মিত্ররা যেমন আক্রান্ত হতে পারে তেমনি মার্কিন মিত্রদের বিশ্বস্ততা বা সামর্থ্যের ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের জন্যে বরাদ্দকৃত সামরিক সাহায্যের লাগাম টেনে দিয়েছে আমেরিকা - কারণ এই সন্দেহ।

ফলস্বরূপ স্বঘোষিত 'সন্ত্রাসবাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে' তারা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তদুপরি এ ধরনের ঘটনায় মার্কিন মিত্রদের মনোবলেও ভাটা পড়বে - আর এই ভাটা কেবল মিত্রদের মাঝেই আটকে থাকবে না কারণ মার্কিনিরা এই মিত্রদের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই মাতুব্বরি করে আসছে। অন্যদিকে সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থেই আমেরিকা তার মিত্রদের প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা পুরোপুরি বন্ধ করতেও পারবে না। মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ওপর বাড়তি নজরদারি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতায় অতিরিক্ত হস্তক্ষেপও হিতে বিপরীত ফলই বয়ে আনবে। ফলে আল-শামারানি মার্কিন নিরাপত্তা বেষ্টনীর যে ফাঁক কাজে লাগিয়েছিলেন সেটা আদতে বন্ধ করা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন হচ্ছে - আল-শামারানি কি প্রথম এবং শেষ? আদতে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর কোন বোদ্ধারই জানা নেই। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের পুলিশ কিংবা সামরিক বাহিনীর ভেতর এরকম কোন স্লিপার এজেন্ট নেই - এ দাবি কেউই করতে পারবেন না। তবে - আল-ক্বায়েদা দাবি করতেই পারে যে তাদের স্লিপার এজেন্টরা সবখানে আছে, আল-শামারানির হামলার পর এই দাবি এখন অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রকাশ্যে না হলেও অপ্রকাশ্যে ঠিকই নীতিনির্ধারকদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। দুনিয়ার সব থেকে শক্তিশালী নিরাপত্তা বেষ্টনীও যখন তাশের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ছে আল-ক্বায়েদার কৌশল ও দৃঢ়তার কাছে তখন বাংলাদেশের মত অদক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র দাবি করা কিংবা জিরো টলারেন্সের কার্যকারিতা গাধার বুলি নয় কী!

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতির বিচারে আমেরিকা যদি বিশ্ব শক্তি হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আমেরিকার পর একমাত্র আল-ক্বায়েদাকেই এই বৈশিষ্টের নিরিখে আরেকটি বিশ্ব শক্তি বলতে হবে। ভারতীয় উপমহাদেশ, আফ্রিকা, ককেশাস, মধ্যপ্রাচ্য, আরব উপদ্বীপ সবখানেই আল-ক্বায়েদার সামরিক কার্যক্রম অগ্রসরমান। আর এই ধারাকে এখানে সেখানে দু'একজন আমিরকে হত্যা করেই বন্ধ করে ফেলা যাবে - সেরকম হিসাব-নিকাশ আমেরিকাও অনেক আগেই বাদ দিয়েছে।

আল-শামারানির দীর্ঘ পরিকল্পিত এই হামলার ফলে আরো একটি বিষয় সামনে চলে এসেছে - আমেরিকানরা আসলেই নিজেদের দেশে কতটা নিরাপদ? ৯/১১ এর পরেও তারা নিজেদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার দাবি বেশ জোর গলায় করে আসছিলো। আদতে সে দাবির ভেতর যে বড় ছিদ্র আছে - ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস তাদের বক্তব্যে সেটাই স্বীকার করে নিলো। আল-শামারানি যেমন করে এই ছিদ্রকে কাজে লাগিয়েছেন, হতে পারে আরো অনেকেই এপথে এগিয়ে গেছেন অনেক দূর - আর এই আলোচনায় আমেরিকা ও তার মিত্রদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই কেবল বাড়বে, আর এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে বহির্বিশ্ব মানে মুসলিম ভূমিগুলো থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয়া।

এটা আমেরিকাও ভালভাবেই বুঝতে পারছে - ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' স্লোগান কোথা থেকে এল সেই ধাধার সমাধান আমাদের এই বিশ্লেষণের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে! আর 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতিও আদতে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ (যেমন সৌদি আরব) কিংবা দূরবর্তী (যেমন বাংলাদেশ) মিত্রদেরকে আল-ক্বায়েদার সামনে কেবল আরো নাজুক আর দুর্বলই করে তুলবে। কার্যত আমেরিকা এখন এমন এক ফাঁদে আটকে গেছে যেখান থেকে নিজের শত্রুর উন্নতি দেখে কেবল আফসোসই করা যায়, কিন্তু শত্রুকে আটকানোর কোন পথই জানা নেই বরং যে দিক দিয়েই শত্রুকে আক্রমণ করা হোক না কেন - তা শত্রুরই শক্তি বৃদ্ধি করবে আর নিজের সমস্ত পদক্ষেপই কেবল আত্মঘাতি হবে, যেখান থেকে নিজের ধ্বংসকে শত্রুর করুণার কাছে সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

সামরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি, আল-ক্বায়েদার মিডিয়া কার্যক্রমও দেশে দেশে মূলধারার মিডিয়ার প্রতি জনগণের অবিশ্বাস ও বিতশ্রদ্ধাকে কাজে লাগিয়ে অলটারনেটিভ মিডিয়া হিসেবে এরই মধ্যে কার্যকর অবস্থান তৈরি করে ফেলেছে। এই বাস্তবতা কেউ আর অস্বীকার করছে না বরং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে বিধি নিষেধ আরোপ ও ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা লঙ্ঘন এখন সরকার ও তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া থেকে মানুষকে আরো দূরে ঠেলে দিচ্ছে। দাওয়াতি কার্যক্রমকেন্দ্রিক

মিডিয়া ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আল-ক্বায়েদাও জনস্বার্থের দিকে নজর দিয়ে স্বতন্ত্র সাংবাদিকতা ও সম্পূর্ণ মিডিয়া কার্যক্রমের দিকেই ঝুঁকছে।

আল-ক্বায়েদার বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রায় দুই যুগের যুদ্ধের পর প্রাপ্তির খাতায় আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে খরিদ করা নিরাপত্তাহীনতার গ্লানি আর সারবত্তাহীন মিথ্যা সাফল্য ছাড়া আর কিছুই যে জোটেনি - আল-শামারানি সেটাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। একদিকে পতনমুখ অর্থনীতি, বাড়তে থাকা নিরাপত্তা হুমকি, আর অন্যদিকে উচ্চ ফলনশীল জনরোষ সাথে নিয়ে আমেরিকা ও তার মিত্ররা আর কতদিন তাদের প্রভাব ধরে রাখতে পারছে - তাই এখন দেখার বিষয়।

সেই সাথে নতুন কোন মুসলিম ভূখন্ডে সেনা পাঠানোর আগে আমেরিকাকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার হুমকি নিয়েও ব্যাপক চিন্তাভাবনা করতে হবে, বিশ বছর আগে যেটা তারা কল্পনাতেও চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করত না। হতে পারে আমেরিকা এই চিন্তা থেকেই ভবিষ্যতে আর কখনোই মুসলিমদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে না - যার নজির এরই মধ্যে খানিকটা বাস্তব হতে শুরু করেছে। প্রশ্ন থেকে যায়, বহির্বিশ্ব থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েও কি আমেরিকা তার পতন ঠেকাতে পারবে? আল-শামারানিরা সংখ্যায় শক্তিতে কিন্তু উত্তরোত্তর উন্নতিই করে চলেছেন - এই সত্য আজ আর ধোঁয়াশাচ্ছন্ন নেই।

আল-শামারানি সন্ত্রাসী নাকি বীর - এই প্রশ্নে এখন পৃথিবী যতটা দ্বিধাবিভক্ত, ৯/১১ এর পরেও কিন্তু এমনটা দেখা যায় নি! আমরা, আমাদের পাঠকরাও এই দ্বন্দ্বের বাইরে নই! সভ্যতার দ্বন্দ্বে বর্তমানকালে একপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু নেতৃত্ব যেমন আমেরিকার ও তার মিত্রদের হাতে তেমনি অন্য পক্ষের নেতৃত্বে কি আল-ক্বায়েদা ও তার মিত্ররাই ধীরস্থির সুদৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে? প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখবেন!

আবু আফিয়া

আফগানিস্তানে মসজিদ ও ধর্মীয় স্থানে কারা হামলা করছে, কেন করছে?

আফগানের মুসলিম সমাজে মসজিদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শান্তিকামী আফগানের মুসলিম জনগণ সত্য দ্বীন ইসলামের অনুসারী।তাই,মসজিদগুলো কেবল ইবাদতের স্থান হিসাবেই

বিবেচনা করা হয় না। বরং, মসজিদ সবার কাছে জালিম-কাফিরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করে। সম্প্রতি আমারা লক্ষ করছি বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে বিশেষত কাবুলের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের দ্বারা মসজিদ এবং ধর্মীয় স্থানগুলোয় হামলা হচ্ছে।

শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকেই আফগানিস্তানের শান্তির শত্রুরা এর সর্বনাশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন কূটকৌশলে সক্রিয়ভাবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে।আমারা দেখছি, কাবুলের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে ঘন ঘন আক্রমণ হচ্ছে।বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও জনপ্রিয় ব্যাক্তিদের হত্যাকান্ড,মসজিদ ও জনবহুল এলাকায় বোমা হামলা ও জানাযার নামাজে বোমা হামলায় অবর্ণনীয় ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো শান্তি প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস মাত্র। ধূর্ত শত্রু যে কোন মূল্যে শান্তি প্রক্রিয়াটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। বিগত দুই দশক ধরেই ইসলামের শত্রুরা মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক চক্রান্তের মাধ্যমে বিদেশীদের অবস্থান দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করছে।

শান্তি প্রক্রিয়াটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যে, জনবহুল শহরগুলিতে বিশেষত কাবুলের ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিকে প্রধান টার্গেটে পরিনত করা হয়েছে। যাতে আফগানিস্তানে ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষ ঘটাতেপারে। এই কুচক্রী মহল দীর্ঘদিন ধরে কূটকৌশল অবলম্বন করছে যাতে ইরাক ও অন্যান্য দেশগুলির মতো আফগান সমাজের মধ্যেও আগুন জ্বালাতে পারে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রমাণ করেছে যে কাউকে কখনও আফগানিস্তানের শান্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে দেয়া হবে না। আফগানিস্তান ইসলামের শত্রুদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবে ইনশাআল্লাহ।

সম্প্রতি, আফগানের একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম একটি ডকুমেন্টারি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওতে তারা প্রমাণ করেছে যে "এনডিএস"নামে কাবুলের পুতুল প্রশাসনের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা এইসব হামলার সাথে জড়িত। সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তারা এসব সন্ত্রাসবাদী হত্যাকাণ্ড, বোমা হামলা,রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের হত্যা, ধর্মীয় আলিমদের হত্যা, সমাজকর্মী ,মসজিদ ও জনবহুল স্থানে বোমা হামলাসহ ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিতে হামলার সাথে সরাসরি জড়িত রয়েছে।

ভিডিওতে দেখা গেছে যে বেশিরভাগ সন্ত্রাসী তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। কাবুল প্রশাসনের গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ করে ৬২তম অধিদপ্তর এই জঘন্য হামলা চালানোর জন্য সন্ত্রাসীদের সহায়তা করেছে। গ্রেপ্তারকৃতরা তাদের পরিচালক ও অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক ক্ষতিকর পরিকল্পনার তথ্যও প্রকাশ করে। এই ভিডিও এর মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের শান্তি প্রক্রিয়াকে

নষ্ট করার লক্ষ্যে সক্রিয় ও নিয়মতান্ত্রিক নাশকতা কর্মসূচিতে নিযুক্ত কাবুল প্রশাসনের নিকৃষ্ট চেহারা উন্মোচিত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ইতোমধ্যে দেশের পুরো অঞ্চল থেকে দায়েশ মিলিশিয়াদের সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের অবশিষ্ট এলাকা ও আশ্রয়স্থলে গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জেনে রাখা উচিত যে, আফগানিস্তানের সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য একমাত্র পথ হলো বিদেশি বাহিনীর পুরোপুরি প্রত্যাহার করা। এটিই একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে আফগানে স্থায়ী শান্তি,সমৃদ্ধি, ও কার্যকর স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

১৬ই জুন, ২০২০

খোরাসান | কমান্ডো বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলায় নিহত ১৭ আহত অনেক

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর জানবায মুজাহিদিনের একটি সফল হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনীর ১৭ সৈন্য নিহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ১৬ জুন মঙ্গলবার আফগানিস্তানের কাপিসা প্রদেশের তাগাব জেলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কমান্ডো বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই হয়েছে তালেবান মুজাহিদদের। এই লড়াইয়ে মুজাহিদদের হাতে কমান্ডো বাহিনীর ১৭ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও হামলায় আহত হয়েছে কমান্ডো বাহিনীর আরো অনেক সেনা সদস্য। অভিযানের ফলে মুজাহিদগণ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ্ ।

করোনার মহামারিতেও সরকারের জবাবদিহীতার ঘাটতি ও দুর্নীতির নানা চিত্র ফাঁস করলো টিআইবি

করোনা দুর্যোগে ৫৯ শতাংশ হাসপাতালেই সরবরাহ করা হয়েছে সবচেয়ে নিম্নমানের সুরক্ষা সমাগ্রী। আর এসবের ১০ গুণ বেশি দাম দেখিয়ে লাভবান হয়েছে একটি চক্র। গতকাল সোমবার

দুপুরে ওয়েবিনারে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরে দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা টিআইবি। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুর্যোগকে পুঁজি করে ফুলে ফেঁপে উঠছে কিছু অসৎ কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি।

করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ। এই শিরোনামে গবেষণা চালায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, টিআইবি। যাতে দেশের ৪৭টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের আর ৪৩টি জেলার নাগরিকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার ফলাফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার ঘাটতি ছাড়াও অনিয়ম-দুর্নীতির নানা চিত্র উঠে আসে। এতে বলা হয়:

-৫৯ শতাংশ হাসপাতালে সবচেয়ে নিম্নমানের সুরক্ষা সমাগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
– ২৩ শতাংশ হাসপাতালে দায়িত্বে অবহেলা করেছে স্বাস্থ্যকর্মীরা।
– নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি দাম দেখিয়ে লাভবান হয়েছে একটি চক্র।
– ৫.১ শতাংশ সুরক্ষা সামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে পছন্দের সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের।
– ত্রাণ বিতরণে ৮২ ভাগ এলাকায় তালিকা তৈরিতে বিবেচনায় ছিলো রাজনীতি।

টিআইবি বলছে, এই দুর্নীতি ও অনিয়মে জড়িত স্বাস্থমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশ।

গবেষণায় আরও বলা হয়, শুরু থেকে একটি প্রতিষ্ঠান কোভিড পরীক্ষা কুক্ষিগত করে রাখায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। বর্তমানেও মাত্র ৪১.৩ শতাংশ হাসপাতাল নিজ জেলা থেকে পরীক্ষা করাতে পারে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালের ৭৪.৫ শতাংশেই ঘাটতি আছে দক্ষ জনবলের। এসব হাসপাতালে শয্যা সংখ্যার অনুপাতে সাড়ে তিন হাজার আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর থাকার কথা থাকলেও, আছে মাত্র ৪৩২টি।

"৮৬ শতাংশ নার্সের করোনা সংক্রমণ রোধের প্রশিক্ষণ নেই"

বাংলাদেশের ৮৬ শতাংশ নার্সের করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক 'আইপিসি' প্রশিক্ষণ নেই। এছাড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে ৭৪ দশমিক ৫০ শতাংশ দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

বিবিজিএনএস ও এসএনএসআর নামক নার্সদের দু'টি সংগঠনের জরিপের ভিত্তিতে দুর্নীতিবিরোধী সংগঠনটি এই তথ্য জানিয়েছে।

সোমবার 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ' উপলক্ষে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। খবর দৈনিক সংবাদ

এছাড়া করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে ৭৪ দশমিক ৫০ শতাংশ দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ৫৯ দশমিক ৬০ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে বলে জানিয়েছে টিআইবি।

টিআইবি জানিয়েছে, প্রত্যক্ষভাবে সারা দেশের সকল বিভাগের ৩৮টি জেলা থেকে ৪৭টি হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্য নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি মেডিকেল কলেজ, ৩৩টি উপজেলা পর্যায়ের হাসপতাল, ৫টি অন্যান্য হাসপাতাল রয়েছে।

প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে টিআইবি বলেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ২২ দশমিক ২০ শতাংশের সকল স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। শুধু চিকিৎসক ও নার্স প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২০ শতাংশ হাসপাতালের। শুধু চিকিৎসক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২০ শতাংশ হাসপাতালের।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও 'বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়া দান পরিকল্পনা' প্রণয়নে প্রায় দেড় মাস বিলম্ব করা হয়েছে। এর কারণে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে টিআইবি।

চিকিৎসা ব্যবস্থার ঘাটতির তথ্য তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে ৭৪ দশমিক ৫০ শতাংশ দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ঘাটতি রয়েছে ৫৯ দশমিক ৬০ শতাংশ, নিম্নমানের নিরাপত্তা সামগ্রী ৫১ দশমিক ১০ শতাংশ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি ৫১ দশমিক ১০ শতাংশ, নিরাপত্তা সামগ্রীর ঘাটতি ৩৬ দশমিক ২০ শতাংশ, অন্যান্য ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ এবং কোনো সমস্যা নেই ২ দশমিক ১০ শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ঢাকা-১০ সহ তিনটি সংসদ উপ-নির্বাচন সম্পন্ন করা নিয়ে নির্বাচন কমিশন দায়িত্বহীন আচরণ করেছে। এছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক গণ জমায়েত নিষিদ্ধ করা হলেও বেশ

কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যপক জনসমাগম হয়েছে। এর মধ্যে খালেদা জিয়ার জামিন, মুজিব জন্মশত বর্ষ উপলক্ষ্যে আতশবাজি।

ফিলিস্তিনিদের কবরস্থান ধ্বংস করে শপিংমল তৈরি করছে ইসরাইল

তেল আবিবের জাফা পৌরসভা কর্তৃক আঠার শতকের ঐতিহাসিক আল-ইসাফ মুসলিম কবরস্থান ধ্বংস করে শপিংমল ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের প্রতিবাদে বন্দর নগরী জাফায় টানা ষষ্ঠ দিন ধরে প্রতিবাদ করছে ফিলিস্তিনিরা।

নতুন ভবন নির্মানের সূচনা হিসেবে সোমবার থেকে ইসরাইলি বুলডোজার করস্থান ধ্বংস করা শুরু করেছে। ১৯৪৮ সালের আগে ইসরাইল কর্তৃক জাফা শহর দখলের পূর্বে শতশত ফিলিস্তিনি মুসলিমকে সেখানে কবরস্থ করা হয়। এর প্রতিবাদে তেল আবিবের পৌরসভা জোট থেকে জাফা বেরিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে।

ইয়াফা শহরের উত্তরে অবস্থিত এই মুসলিম কবরস্থান ধ্বংসের প্রতিবাদে শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর বিপুল মুসলিম পদযাত্রা শুরু করে। খবর নয়া দিগন্তের

আল-আকসা মসজিদের ইমাম শায়েখ ইকরামা সাবরি ওই কবরস্থানে মুসল্লিদের নিয়ে জুম্মা আদায় করেন। জুম্মার খুতবায় তিনি অভিযোগ করেন, ইসলামের ঐতিহাসিক এই কবরস্থানসহ মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করছে ইসরাইল। মৃতদের জন্য কবরস্থানের জমি রক্ষা করা আমাদের নৈতিক অধিকার।

এর আগে সাবরিকে আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইরসাইল।

নেসেট সদস্য সামি আবু শেহাদেহ জেফার আন্দোলনরত জনগণের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তেল আবিব/ জাফা পৌরসভার জোট থেকে সরে আসার সাহসী পদক্ষেপের জন্য জাফাকে স্বাগত জানিয়ে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্টও দিয়েছেন তিনি।

আবু শেহাদেহ বলেন, ‘জাফায় আমাদের পবিত্র স্থান রক্ষা করা কেবল একটি অধিকারই নয় বরং একটি দায়িত্বও। কবরস্থান ধ্বংস করার মাধ্যমে ইসরাইল জোট চুক্তির সেই ধারাটিকে লঙ্ঘন করেছে।

সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার ঘরে ৪০ হাজার পিস ইয়াবা

করোনালয়ের এমন ভয়াল পরিস্থিতিতেও মিয়ানমার থেকে ইয়াবা পাচার থেমে নেই। সোমবার একদিনেই অভিযান চালিয়ে এক লাখ ৯০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে। অপর এক অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৩৬ বোতল ফেনসিডিল। এসব ঘটনায় ৪ পাচারকারী আটক হয়েছেন।

তবে টেকনাফ সীমান্তে চাঞ্চল্যকর বিষয়টি ঘটেছে, টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা নুর হোসেনের বাড়ি থেকে ৪০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনাটি। ওই ঘটনায় আজ সোমবার টেকনাফ থানায় ইউপি চেয়ারম্যান নুর হোসেনসহ ৪ পাচারকারীর বিরুদ্ধে ইয়াবা পাচারের একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্য তিন পাচারকারী হচ্ছে যথাক্রমে টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং ইয়াবা পাচারকারী শাহ আলম, দীল মোহাম্মদ ও লালাইয়া। চেয়ারম্যানসহ ৪ পাচারকারীর সবাই পলাতক।

টেকনাফ উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর হোসেনের ঘর থেকে গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ৪০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।

সাবরাং এলাকার তিন ইয়াবা পাচারকারী শাহ আলম, দীল মোহাম্মদ ও লালাইয়া দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা কারবারে জড়িত রয়েছে। এই তিন কারবারী এক লাখ ২০ হাজার পিস ইয়াবা মিয়ানমার থেকে পাচার করার সংবাদ পাওয়ায় অভিযানে নামা হয়। কিন্তু এ সময় চেয়ারম্যানও অপর তিন পাচারকারীকে পুলিশ ধরতে পারেনি।

সূত্র: নয়া দিগন্ত

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় কয়েক ডজন ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান সৈন্য নিহত ও আহত।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় কয়েক ডজন ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ জুন রবিবার সোমালিয়ার বাইবুকুল রাজ্যের "ইয়ার্কাদ" অঞ্চলে দেশটিতে অবস্থানরত দখলদার ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি

সামরিক কাফেলাকে টার্গেট করে শক্তিশালি একটি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার এই লড়াইয়ে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের দুর্দান্ত সফল হামলায় নাস্তানাবুদ হয়ে যায় ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনী। মুজাহিদদের ৭টি শক্তিশালি বোমা হামলায় কেঁপে উঠে ক্রুসেডার বাহিনীর হৃদয় আত্মা। যার ফলে নিহত ও আহত হয় কয়েক ডজন ক্রুসেডার সৈন্য, বাকি সৈন্যরা কোনরকম জীবন বাঁচিয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছিলো।

উল্লেখ্য যে, এর আগে গত শুক্রবার একই কাফেলার উপর মুজাহিদগণ ৪টি শক্তিশালি মাইন হামলা চালিয়েছেন, যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সামরিকযান পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্থ হয় আরো অনেকগুলো সামরিকযান, আর নিহত ও আহত হয় অনেক ক্রুসেডার সৈন্য।

কেনিয়া | ক্রুসেডার বাহিনী থেকে একটি অঞ্চল বিজয় করেছেন মুজাহিদিন, নিহত ও আহত ৯ ক্রুসেডার।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব এর জানবায মুজাহিদিন কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনী হতে একটি এলাকা বিজয় করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত "শাহাদাহ্ নিউজ" এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ জুন সোমবার আল-কায়েদা মুজাহিদিন কেনিয়ার মান্দিরা জেলার "ওয়ারানগ্রা" অঞ্চল বিজয়ের লক্ষ্যে ভারি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার বাহিনীকে পরাজিত করে উক্ত অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে ২ ক্রুসেডার এবং আহত হয়েছে আরো ৭ এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহে বীজিত অঞ্চলটি থেকে মুজাহিদগণ অগণিত যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেছেন।

মালি | মুজাহিদদের হাতে নিহত হলো ক্রুসেডারদের হয়ে লড়াইকারী ২ মিসরীয় মুরতাদ সৈন্য।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবাজ মুজাহিদদের অগ্রযাত্রাকে পতিহত করতে একজোট হয়ে মাঠে নেমেছে কুফ্ফার বিশ্ব। ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোর ক্রুসেডার ও মুরতাদ শাসকবর্গ ছাড়াও এই জোটে ইতোমধ্যে অংশগ্রহণ করেছে মুসলিম নামধারী তুরষ্ক, সৌদি আরব, আরব আমিরাত এবং মিসর সহ আরবের আরো বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র।

মুজাহিদগণ এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন পরোওয়া শক্তির দাবিদার বা কোন কুফ্ফার জোটকেই ভয় করেননা। ২০১৩ ঈসায়ীতে যেমনিভাবে কুফ্ফার জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করে মুজাহিদগণ এখনো পশ্চিম আফ্রিকায় তাদের অবস্থান পূর্বের তুলনায় আরো শক্তিশালি করেছেন। তদ্রূপ ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও মহান রবের সাহায্য ও অনুগ্রহে মুজাহিদগণ তাদের এই অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের ধারাকে অব্যাহত রাখবেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ ইতোমধ্যে মালিতে কুফ্ফার জোটের হয়ে যুদ্ধরত নামধারী মুসলিম দেশগুলোর মুরতাদ সৈন্যদের উপরও তীব্র অভিযান চালাতে শুরু করেছেন।

এরি ধারাবাকিতায় ১৫ জুন সোমবার মালিত অবস্থিত মুরতাদ মিসরীয় (সিসির) সৈন্যদের একটি সামরিক ইউনিটকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদিন। এতে কয়েক ডজন সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, তবে মুরতাদ বাহিনী এখন পর্যন্ত তাদের ২ সৈন্য নিহত হবার কথা স্বীকার করেছে।

ফিলিস্তিন | মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরসহ ১২ জন ফিলিস্তিনীকে গ্রেপ্তার করেছে দখলদার ইহুদী বাহিনী

দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাঈলী বাহিনী জবরদখকৃত পশ্চিম তীরে অব্যাহত রেখেছে তাদের অবৈধ গ্রেপ্তার অভিযান। ৬/১৫/২০২০ ঈসায়ী সোমবার তারা সেখান থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী ও একই পরিবারের ৩ যুবককে সহ মোট ১২ জন ফিলিস্তিনীকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিয়েছে।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমের তথ্য সূত্রে জানা গেছে, দখলদার ইহুদিবাদী ইরাঈলী সন্ত্রাসীরা "রামাল্লা" শহরে অভিযান চালিয়ে আমজাদ কানান হামিদ ও আহমদ ইয়াসিন নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে, একই শহরের "মারওয়ান বারঘোট ইউনিভার্নিটি" এর এক শিক্ষার্থীকেও তারা গ্রেপ্তার করেছে।

রামাল্লার নিকটবর্তী "কারওয়াহ বানী হাসান" নামক শহরের একটি সামরিক চৌকি অতিক্রমকালে "খালেদ ইব্রাহীম" নামক এক যুবককেও ইহুদী সন্ত্রাসীরা গ্রেপ্তার করেছে।

দখলদার বাহিনী পশ্চিম তীরের "আনাবতা" শহর হতে গ্রেপ্তার করেছে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী "মুরাদ শিহাব" কেও। এই গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ জানালে তার ২ ছেলেকেও গ্রেপ্তার করে অভিশপ্ত এই ইহুদীরা।

এমনিভাবে নাবলুসের "বারাকা" নামক গ্রাম হতেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে "মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ" নামে এক যুবককে।

নিকৃষ্ট এই ইহুদীরা "জামাল জায়তারী" নামক আরো এক যুবককে গ্রেপ্তার করার পর তারা মুহতারামা মা ও বোনকেও নির্দয়ভাবে মারধর করেছে।

১৫ই জুন, ২০২০

ফিলিস্তিনে ঐতিহাসিক কবরস্থান গুঁড়িয়ে দিতে চায় ইহুদিরা , ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ।

পশ্চিম তীরে ভূমি দখল ও বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে ইয়াফা শহরে অবস্থিত অটোম্যান শাসনামলে তৈরিকৃত ঐতিহাসিক কবরস্থান আল-ইসাফ গুঁড়িয়ে দেয়ার জঘন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরাইল। এর প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

মিডল ইস্ট মনিটরের বরাতে জানা যায়, ইয়াফা শহরের উত্তরে অবস্থিত ঐতিহাসিক আল-ইসাফ কবরস্থানটি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দখলদার কর্তৃপক্ষ। তারপর সেনাসহ সেখানে পাঠানো হয় বুলডোজার।

গত শুক্রবার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জুম্মার নামাজের পর মুসল্লিরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে সন্ত্রাসী পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ফিলিস্তিনিদের।

এর আগে শুক্রবার জুমার বয়ানে আল-আকসা মসজিদের ইমাম শেখ একরেমা সাবরি বলেন, কবরস্থান মুসলিমদের সম্পদ। এর মালিকানা মুসলিমদের। ইসলামে সমাধিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করার কথা উল্লেখ আছে। তাই তাদের সম্মান রক্ষায় কবরগুলো রক্ষা করাও মুসলমানদের দায়িত্ব।

তিনি বলেন, আমি সবাইকে আহ্বান জানাই, এই কবরস্থান রক্ষা করার জন্য। এই কবরস্থান রক্ষা করা মানে আপনাদের ভূমি রক্ষা করা।

তিনি আরো বলেন, আমার বিশ্বাস, এই কবরস্থান স্বয়ং আল্লাহ রক্ষা করবেন। এর জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ওপর নির্ভরশীল থাকলে হবে না।

উল্লেখ্য যে, আল-ইসাফ কবরস্থানটি তৈরি করা হয়েছিল অটোম্যান শাসনামলে। কয়েক শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনিরা এখানে প্রিয়জনদের কবর দিয়ে আসছেন।

গৃহকর্তাকে হত্যা করে ডাকাতি

ফরিদপুরে ডাকাতের হাতে খুন হয়েছেন এক গৃহকর্তা। ডাকাতদল ওই গৃহকর্তাকে খুন করে বাড়ির মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই ব্যক্তির নাম আবুল খাঁ (৮০)। এক সময় সরকারী চাকুরি করতেন তিনি। অবসর নেয়ার পর মেয়ে মৌসুমী আক্তারকে (২২) সাথে নিয়ে সদর উপজেলার ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের ঈশান গোপালপুর গ্রামের ওই বাগান বাড়িতে থাকতেন তিনি। সেখানে আম ও লিচুর বড় বাগান গড়ে তুলেছিলেন।

মৌসুমী আক্তার জানান, রাত ১১টার দিকে মুখোশ পরিহিত তিন থেকে চারজনের একদল ডাকাত তাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। এসময় তারা তাদের হাত-পা বেঁধে মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে ফেলে রাখে।

তিনি জানান, তার বৃদ্ধ বাবার মুখে ডাকাতেরা গেঞ্জি কাপড় ঢুকিয়ে হাত-পা ও মুখ বেঁধে ফেললে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যান।

সম্প্রতি আবুল খাঁ তার বাড়ির আম ও লিচু বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা পান। এছাড়া স্বর্ণালঙ্কার ও দামি মালামালও ছিলো। গচ্ছিত সব কিছুই ডাকাতদল নিয়ে যায় বলে তার মেয়ে জানান। নয়া দিগন্ত

কোতয়ালী থানার সেকেন্ড অফিসার মোঃ বেলাল হোসেন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম মজনু বলেন, ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

করোনায় বেসামাল হয়ে ট্রেনের ৫০০ কামরাকে হাসপাতালে পরিণত করার ঘোষণা দিলো দিল্লি

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় জরুরি ভিত্তিতে ট্রেনের ৫০০ কামরাকে অস্থায়ী হাসপাতালে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার (১৪ জুন) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ ঘোষণা দেন। বরাদ্দকৃত এসব কামরায় অতিরিক্ত ৮০০০ শয্যা তৈরি করে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়া হবে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিশ্বে সর্বোচ্চ করোনা আক্রান্ত দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও রাশিয়ার পরেই ভারতের অবস্থান। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সেদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ২১ হাজারের কাছাকাছি। এর মধ্যে মারা গেছেন ৯ হাজার ১৯৫ জন। ভারতের মহারাষ্ট্র ও তামিল নাড়ু রাজ্যের পর সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে দিল্লিতে। সেখানকার আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮ হাজার ছাড়িয়েছে গেছে।

দিল্লিতে যে হারে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল মিলিয়ে যা বেড খালি রয়েছে তা কয়েকদিনের মধ্যে ভর্তি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রবিবার বৈঠক করে ৫০০ ট্রেনের কামরা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন অমিত শাহ।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করল ৯৩৪ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য।

এক মাসে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে কাবুল প্রশাসনের ৯৩৪ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

তালেবান মুখপাত্র, মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ গত ১৫ জুন তাঁর এক টুইট বার্তায় জানান যে, কাবুল সরকারি বাহিনী হতে গত মে মাসে ৯৩৪ সেনা ও পুলিশ সদস্য মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে। তিনি আরো জানান, কাবুল প্রশাসনের এসকল সৈন্যরা প্রচুর পরিমাণ ভারি ও হালকা যুদ্ধাস্ত্রসহ অন্যান্য অগণিত সামরিক সরঞ্জামাদি তালেবান মুজাহিদদের নিকট হস্তান্তর করেছে।

এসকল সৈন্যরা এই অঙ্গিকার করেছে যে, তারা কাবুল প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন না। এবং ইমারতে ইসলামিয়াকে শক্তিশালী করতে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন।

শাম | মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করলেন আল-কায়েদার এক উমারাসহ প্রখ্যাত একজন দাঈয়ী।

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের উমারাদের গাড়ি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী।

সিরিয়ান ভিত্তিক কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে, ইদলিব সিটির "আরিহা" পল্লি এলাকতে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের উমারদের বহনকারী একটি গাড়ি লক্ষ্য ড্রোন হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী। এতে শাহাদাত বরণ করেছেন শাইখ "কাসসাম আল-উর্দুনী" ও প্রখ্যাত দাঈয়ী "বিলাল আস-সান'আনী" রহিমাহুমুল্লাহ।

শহিদ শাইখ কাসসাম আল-উর্দুনী হাফিজাহুল্লাহ্ ছিলেন তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের সামরিক বিভাগের ডিপুটি। এছাড়াও তিনি "জাইশুল বাদিয়া" এর প্রধান আমীরও ছিলেন। তাহরিরুশ শাম যখন আল-কায়েদা থেকে বায়াত ভঙ্গ করে এবং একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকে, তখন তিনি তাহরিরুশ শাম ত্যাগ করেন এবং হকপন্থি মুজাহিদদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন "জাইশুল বাদিয়া" নামক নতুন সংগঠন।

এরপর আল-কায়েদার শীর্ষস্থানীয় উমারাদের পরামর্শে তিনি তার দল জাইশুল বাদিয়া এবং ছোট বড় আরো ২১টি দলের প্রধান উমারাগণ নিজেদের সংগঠনীক নাম বিলুপ্ত করে গঠন করেন "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন"। যা বর্তমান আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা নামে পরিচিত।

শাহাদাতের পূর্বে আল-কায়েদা সমর্থিত গ্রুপগুলোর নতুন জোট (ফাসবুতু) এর বৈঠক শেষে গাড়ি দিয়ে নিজ অবস্থানে ফিরার পথেই তাদের উপর এই হামলার ঘটনা ঘটে।

জানা যায় যে, ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর ড্রোন হামলার পূর্বে উক্ত এলাকার আকাশ পথে ৩টি তুর্কি যুদ্ধবিমান টহল দিয়েছিলো, এর কিছুক্ষণ পরেই মুজাহিদদের উপর ড্রোন হামলাটি চালায় ক্রুসেডার আমেরিকা।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী শামে তাদের সকল বিমান ও ড্রোন হামলাগুলো তুরস্কে অবস্থিত ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর ৫টি সামরিক ঘাঁটি হতেই পরিচালিত হয়ে আসছে।

পূর্ব আফ্রিকা | মুজাহিদদের হামলায় লেফটেন্যান্ট সহ একাধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় লেফটেন্যান্ট সহ একাধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে ১৪ জুন রবিবার সন্ধায় একটি সফল টার্গেট হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর প্রথম সারির "লেফটেন্যান্ট" পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

একইদিনে কেনিয়াতেও দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর সমারিক ঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতি হওয়া ছাড়াও কতক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

সোমালিয়া | মুরতাদ সরকারি পক্ষের এক ত্বাগুত বিচারককে হত্যা করছেন আল-শাবাব মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা শাখা "হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন" মুরতাদ সোমালি সরকারের বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ এক ত্বাগুত কর্মকর্তাকে হত্যা করেছেন। সূত্র: শাহাদাহ্ নিউজ।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "ইয়াকশিদ" শহরে ১৪ জুন রবিবার মুরতাদ সোমালি সরকারী পক্ষের "আবদুর রহমান হাজী আলী" নামক বিচার বিভাগে একজন উচ্চপদস্ত এক ত্বাগুত কর্মকর্তাকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

মুজাহিদগণ খুব সফলতার সাথে ঐ ত্বাগুত বিচারকের গাড়িকে টার্গেট করে হামলা চালালে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়। মুজাহিদগণ তাদের অভিযানে সফল হওয়ার পর ত্বাগুত বিচারকের গাড়িটি গনিমত লাভ করেন।

ফিলিস্তিন | জেরুজালেম এবং রামাল্লা হতে ৫ মুসলিমকে গ্রেপ্তার করেছে দখলদার ইহুদী সৈন্যরা।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের দখলকৃত জেরুজালেম এবং রামাল্লা শহর থেকে ৫ ফিলিস্তিনি যুবককে গ্রেপ্তার করেছে দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইল।

আল-কুদুস নিউজ এজেন্সীর সংবাদ সূত্রে জানা যায়, ১৪ জুন রবিবার খুব ভোরে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের জবরদখলকৃত জেরুজালেম এবং রামাল্লা শহরে মুসলিম বাড়িঘরে গ্রেপ্তারী এবং অভিযান চালিয়েছে দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাঈলী সৈন্যরা।

এসময় দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসী বাহিনী জেরুজালেমের "ওয়াই আল-জোয" গ্রামের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে "ইউসুফ" এবং তার ভাই "মুহাম্মদ আস-সালতী" কে তাদের ঘর থেকে গ্রেপ্তার করেছে।

একই ভাবে ইসরাঈলি দখল বাহিনী অভিযান চলাকালীন "রামাল্লা" শহরের দুটি পৃথক এলাকা থেকে আরো ৩ জন মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করেছিলো।

দখলদার ইহুদীদের হাতে আটককৃত ফিলিস্তিনী যুবকরা হলেন: মুহাম্মদ ওমর (২৩ বছর বয়সী), আসাইদ আদ-দ্বীন আবু শায়রা (১৭ বছর বয়সী) এবং ইব্রাহিম ওয়াজিহ আতাউল্লাহ্ (২৩ বছর বয়সী)।

পশ্চিম আফ্রিকা | আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি দেশের বর্তমান ম্যাপ।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (জিএনআইএম) এর জানবায মুজাহিদিন পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি, বুর্কিনা-ফাসো, নাইজার, আল-জাজায়ের, মুর্তানিয়া, শাদ (তাশাদ) ও নাইজেরিয়ার বিস্তির্ণ ভূমি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেখানে দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ মজবুত এক ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

শামী মুজাহিদদের দ্বারা পরিচালিত "আস-সাবাত" মিডিয়া সাম্প্রতিক সময় পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি, বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজারে "জিএনআইএম" মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার একটি ম্যাপ প্রকাশ করেছেন।

ম্যাপটিতে দেখা যায় সাদা রংযুক্ত বিস্তির্ণ এলাকার উপর পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন মুজাহিদিন। এছাড়া কাল রেখা যুক্ত অংশ নিয়ন্ত্রণে নিতে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে বর্তমানে তীব্র লড়াই চালাচ্ছেন মুজাহিদিন, যার অনেকাংশের উপর মুজাহিদগণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও করেছেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ৩টি দেশ ছাড়াও পশ্চিম আফ্রিকার দেশ আল-জাজায়ের, শাদ, মুর্তানিয়া, ব্রুনাই ও নাইজেরিয়ারও অনেক এলাকা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এছাড়াও এই দেশগুলোর পার্শবর্তি দেশগুলোতেও মুজাহিদগণ বর্তমানে গেরিলা অভিযান পরিচালনা করছেন।

খোরাসান | মুজাহিদদের সাথে যোগদান করলো কাবুল প্রশাসনের ৩৭ সেনা সদস্য।

আফগানিস্তানের পৃথক ৩টি এলাকা হতে কাবুল প্রশাসনের ৩৭ সেনা সদস্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ্ বিভাগের গোপন টিমের জানবাজ মুজাহিদিন কাবুল প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর মাঝে গোপনে ব্যাপকভাবে দাওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে দাওয়াহ্ বিভাগের এই জানবায মুজাহিদদের অক্লান্ত মেহনতে সত্য বুঝতে পারছে কাবুল প্রশাসনের শত শত সেনা ও পুলিশ সদস্য, প্রতিনিয়ত তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছেন কাবুল প্রশাসনের অনেক সেনা ও পুলিশ সদস্য।

এরি ধারাবাকিতায় আফগানিস্তানের লোগারের প্রাদেশিক রাজধানী "মোহাম্মদ আগা এবং বারাকী বরাক" জেলা হতে রবিবার ২৬ সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেছে। তারা জানায় যে, সত্য ঘটনা সম্পর্কে নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর তারা কাবুল প্রশাসনকে পরিত্যাগ করেন এবং তালেবানদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও মুজাহিদদের বিরোধিতা না করার শপথ নেন। পরে আমীরুল মু'মিনীন এর পক্ষ হতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলে তারা ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেন।

এমনিভাবে বলখ প্রদেশের একটি এলাকা হতেও ইমটরতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেন কাবুল প্রশাসনের ৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

অপরদিকে নুরিস্তান ও তাখার হতেও তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেন আরো ৪ সেনা সদস্য। এদের মধ্যে এক সেনা সদস্যই তালেবান মুজাহিদদের কাছে ১৬টি ভারি যুদ্ধাস্ত্রসহ অনেক গুলাবারুদ হস্তান্তর করেন।
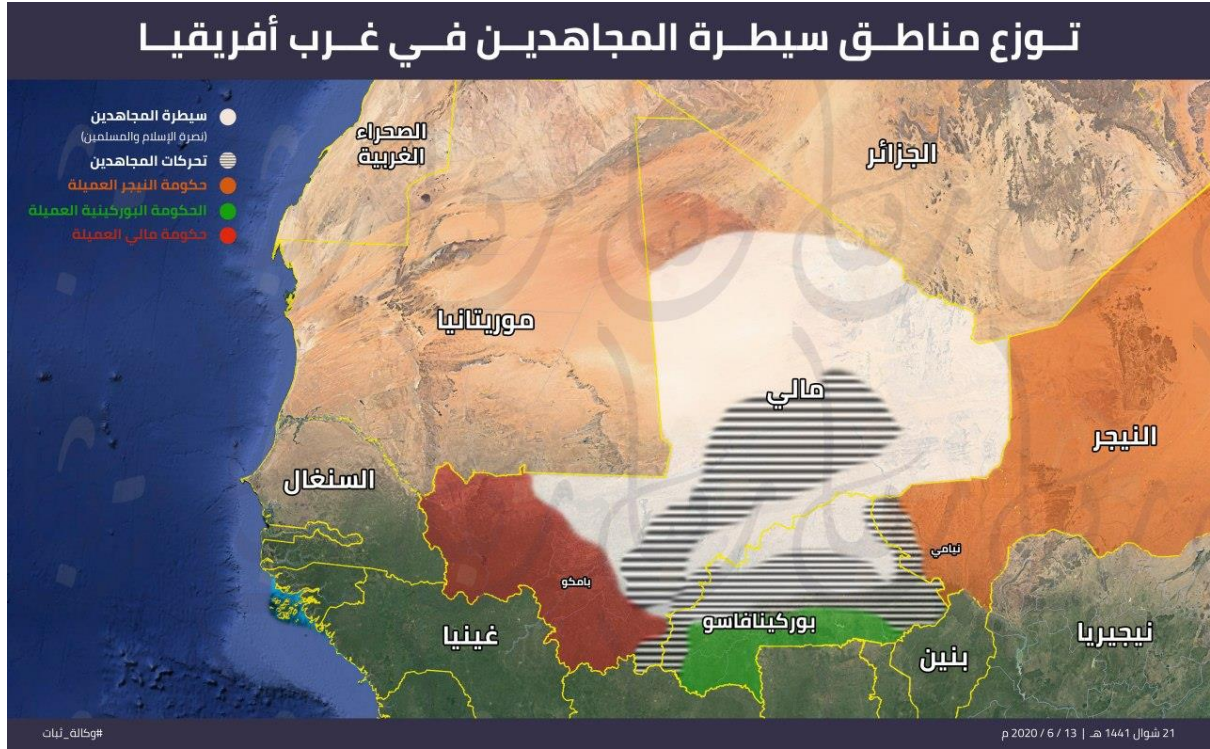
১৪ই জুন, ২০২০

ফের পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক নিহত, আবারো উত্তপ্ত যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় শুক্রবারের ওই ঘটনার পর আটলান্টা শহরের পুলিশ প্রধান এরিকা শিল্ডস পদত্যাগ করেছেন। শনিবার এরিকা তার পদত্যাগপত্র আটলান্টা শহরের মেয়র কেইশা ল্যান্স বটমস'র কাছে হস্তান্তর করেন।

জানা গেছে, রায়শার্দ ব্রুক্স নামের ২৭ বছর বয়সী ওই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক একটি ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টের বাইরে নিজের গাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। এই ঘটনায় ওই ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টের কর্মীরা অভিযোগ করে যে, ব্রুক্সের গাড়ি অন্য ক্রেতাদের পথে বাধা তৈরি করছে। এমন অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ব্রুক্সকে আটকের চেষ্টার সময় প্রতিরোধ করলে পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। সেখানেই গুলিবিদ্ধ হন ব্রুক্স। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর মারা যান ব্রুক্স।

এদিকে এই ঘটনায় আটলান্টায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। আন্দোলনকারীরা ব্রুক্সের নিহতের ঘটনায় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারে প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত পুলিশ সদস্যদের ইতোমধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আটলান্টা শহরের মেয়র কেইশা ল্যান্স বটমস’।

পুলিশ প্রধানের পদত্যাগের বিষয়ে আটলান্টার মেয়র কেইশা ল্যান্স বটমস বলেন, ২০১৬ সাল থেক এরিক পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আটলান্টা পুলিশ বিভাগে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। সে পুলিশ বিভাগেই অন্য দায়িত্বে থাকবে।

গত ২৫ মে মিনেসোটার মিনিয়াপোলিস শহরে জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকে কেন্দ্র করে ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ প্রতিবাদ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে চলমান বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এখনো চলছে।

স্বাস্থ্যবিধির না মেনে ভারতে ‘মন্দিরে উৎসব’ হাজারো ভক্তের ভিড়

ভারতে করোনা মহামারীর মধ্যেই বার্ষিক ‘মন্দির উৎসব’ উদযাপনের জন্য হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলেন কর্নাটকের হাভরি জেলায় এক মন্দিরে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, স্বাস্থ্যবিধি মানা এবং দূরত্বের কোনো বালাই ছিল না উৎসবে জড়ো হওয়া লোকদের।

মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকানোর লক্ষ্যে দেশব্যাপী লকডাউন জারি করে ভারত সরকার। তবে ৯ জুন থেকে সারা দেশে উপাসনালয়, মল এবং রেস্তোঁরা ফের চালু করার অনুমতি দেয়।

কর্নাটক সরকার এর আগে জানিয়েছিল যে রাজ্যের মন্দিরগুলো পুজা এবং প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, তবে ধর্মীয় মেলা এবং অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হবে না।

এর আগে, এপ্রিলের শুরুতে, দেশব্যাপী লকডাউনের মাঝামাঝি সময়ে, কর্নাটকের কালবুর্গির একটি মন্দিরেও রথ উৎসবে শতাধিক মানুষের ভিড় জমে। সূত্র- এনডিটিভি।

পশ্চিম আফ্রিকা | মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সর্বাত্মক সহায়তা করবে আলে-সৌদ ও আরব আমিরাত।

পশ্চিম আফ্রিকা ও উপকূলীয় দেশগুলোতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার ফ্রান্সকে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি সামরিকভাবেও সর্বাত্মক সহায়তা করার ঘোষণা দিয়েছে ত্বাগুত সৌদি আরব ও আরব আমিরাত সরকার।

গত ১৩ জুন শনিবার ইউরোপীয় ক্রুসেডার দেশগুলো ও ফ্রান্সের গোলাম আফ্রিকার মুরতাদ শাসকবর্গদের সাথে মিলে একটু নতুন জোট গঠন করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স, আর এই জোটে অংসগ্রহণ করেছে ত্বাগুত সৌদিআরব ও আরব আমিরাত সরকার।

এই জোটের লক্ষ্য হচ্ছে, পশ্চিম আফ্রিকা ও তার উপকূলীয় দেশগুলোতে দিন দিন শক্তিশালি হয়ে বেড়ে উঠা আল-কায়েদা যোদ্ধাদের অগ্রযাত্রাকে যেকোন মূল্যে প্রতিহত করা।

ক্রুসেডার ইউরোপীয় দেশগুলোসহ আফ্রিকার দেশগুলোতে ক্রুসেডারদেরই পালিত গোলাম সরকারগুলো এই কুফ্ফার জোটে অংশগ্রহণ করেছে। আর ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী এই কুফ্ফার জোটকে শাক্তিশালি করতে আর্থিক ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণাও করেছে হারামাইনের পবিত্র ভূমি দখলকারী ত্বাগুত সৌদি সরকার ও আরব আমিরাতের ত্বাগুত সরকার।

এটি লক্ষণীয় যে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে উক্ত অঞ্চলের জাতীয় মুরতাদ সামরিক বাহিনীগুলো সেখানে এই কুফ্ফার জোটের সহায়তায় বেসামরিক মুসলিম নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিছুদিন পর পরই গণহত্যা চালিয়ে আসছে। যাতে হাজার হাজার নিরাপরাধ মুসলিম শহিদ হচ্ছেন।

সোমালিয়া | এক চোরকে শরয়ি বিধান অনুসারে শাস্তি দিয়েছে আল-শাবাব।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল- মুজাহিদিন এক চোরকে বন্দী করে ইসলামী আদালতে পেশ করলে আদালত উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা যায়, গত ১২ জুন শুক্রবার সোমালিয়ায় মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি আদালত এক চোরের ব্যাপারে রায় শুনিয়েছেন। যাকে চুরির অপারাধে গ্রেফতার করে ইসলামী আদলাতে পেশ করেছিলেন মুজাহিদগণ।

সকল স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে "ইসলামি আদালত" উক্ত চোরের উপর চুরির বিধান কার্যকর করার নির্দেশ জারি করে। পরে "শাবেলী সুফলা" রাজ্যের একটি মাঠে উক্ত চোরের উপর চুরির বিধান কার্যকর করেন দায়িত্বরত মুজাহিদগণ।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত।

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদদের এক স্নাইপার হামলায় নিহত হয়েছে এক নাপাক সেনা।

আস-সাবাত নিউজের সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ জুন শনিবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় টহলরত পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একটি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন (টিটিপি) এর স্নাইপার স্কোয়াড এর জানবায মুজাহিদিন।

এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিলো এক মুরতাদ সৈন্য, বাকি কাপুরুষ নাপাক সৈন্যরা ঘটনাস্থল হতে খুব দ্রুতই পলায়ন করে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৬ মুরতাদ সেনাসহ কতক ক্রুসেডার হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের একাধিক হামলায় ৬ এর অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক অন্যতম ও শক্তিশালি শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদিন ১৩ জুন শনিবার সোমালিয়ার "যুবা" রাজ্যে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, যুবা রাজ্যের "দুবালী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় অন্তত ৪ সেনা নিহত এবং আরো কতক

সেনা আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ এসময় মুরতাদ বাহিনী হতে ১টি ক্লাশিনকোভও গনিমত লাভ করে।

একই প্রদেশের "কাসমায়ো" শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর "বাল'আদ" শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি হামলায় নিহত হয়েছে সোমালিয়ো মুরতাদ বাহিনীর ১ সেনা সদস্য, আহত হয়েছে আরো এক সেনা। এই অভিযান হতে মুজাহিদগণ একটি ক্লাশিনকোভও গনিমত লাভ করেছেন।

১৩ই জুন, ২০২০

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় কমপক্ষে ৭ নাপাক সেনা নিহত ও আহত।

পাকিস্তানে "জামা'আত হিজবুল আহরার" এর জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় কমপক্ষে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের সূত্রে জানা যায় যে, গত ১২ জুন সকাল বেলায় পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মীর-আলী" সীমান্তে দেশটির নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিটকে টার্গেট করে পরিচালিত হামলায় কমপক্ষে ৭ এরও অধিক পাকিস্তানী মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

উক্ত হামলার অফিসিয়ালি দায় স্বীকার করেন "জামা'আত হিজবুল আহরার" এর সম্মানিত মুখপাত্র ড. আব্দুল আজিজ ইউসুফ জাই হাফিজাহুল্লাহ্। তিনি উক্ত বার্তায় জানান যে, ১২ জুন সকালে ওয়াজিরিস্তানে মুজাহিদদের পরিচালিত এক সফল হামলায় নাপাক বাহিনীর ১ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কতক সেনা সদস্য। এছাড়াও মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে নাপাক বাহিনীর একটি সামরিকযান।

শাম | আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় ৭৩ এরও অধিক দখলদার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন জোটের জানবাজ মুজাহিদদের নিয়ে চলিত মাসের শুরু হতে নতুন একটি অপারেশন শুরু করেছেন, যার নামকরণ করা হয়েছিলো উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) এর নাম অনুসারে।

উক্ত অপারেশণের ধারাবাহিকতায় গত ১ জুন হতে ৫ জুন পর্যন্ত মুজাহিদগণ দখলদার রাশিয়া-ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসকল অভিযানগুলোর ৩টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে লাতাকিয়াতে, ৫টি হালাব (আলেপ্পো) সিটিতে এবং বাকি দশটি অভিযান চালানো হয়েছে ইদলিব সিটিতে।

মুজাহিদদের এসকল সফল হামলায় দখলদা রাশিয়া-ইরান ও কুখ্যাত শিয়া নুসাইরী বাহিনীর কমপক্ষে ৭৩ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে এক নুসাইরী সেনা।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে মুজাহিদগণ আরো দুর্দান্ত গতিতে হামা, হলব, লাতাকিয়া ও ইদলিবে অভিযান চালাতে শুরু করেছেন, সর্বশেষ গত ১২ জুন ৫টি দল মিলে নতুন জোটও গঠন করেছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন।

কাশ্মীর | ভারতীয় মালাউন বাহিনীর হামলায় শহিদ হলেন আরো ২ স্বাধীনতাকামী

ভারত অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে মালাউন মুশরিক সৈন্যদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন আরো দুই কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামী। এনিয়ে এক সপ্তাহে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর নৃশংস হামলায় শহিদ হয়েছেন ১৬ জন কাশ্মীরী।

গত সপ্তাহে কাশ্মীরের দক্ষিণাঞ্চলীয় "সোফিয়ান" জেলায় টানা দুদিনে ৯ জন কাশ্মীরী মুক্তিকামীকে শহিদ করে ভারতীয় মুশরিক যৌথ বাহিনী। এরি ধারাবাহিকতায় ১৩ জুন শনিবার কুলগাম জেলায় তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে আবারো শহিদ করা হয়েছে আরো ২ জন স্বাধিনতাকামীকে।

ভারতীয় বাহিনীর সূত্রে কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম "আর.কে" জানিয়েছে, অন্তত দুইজন মুক্তিকামী কাশ্মীরীর উপস্থিতির সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে জেলাটিতে অভিযান শুরু করে ভারতীয় মুশরিক বাহিনী। দীর্ঘ সময় যাবৎ চলা এই অভিযানে দুইজন স্বাধীনতাকামীকে শহিদ করার দাবি করেছে ভারতীয় মুশরিক বাহিনী।

মুশরিকদের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) তথ্য মতে, তারা প্রথমে মুক্তিকামীদের পুরো এলাকায় ঘিরে ধরে। মুক্তিকামীরা স্থান ত্যাগ করতে চাইলে তাদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে মুশরিক বাহিনী। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর পুলিশ, সিআরপিএফ ও সেনাবাহিনী।

অভিযানের নামে প্রতিনিয়ত মুক্তিকামী কাশ্মীরীদের নৃশংসভাবে শহিদ করে আসছে ভারতীয় মালাউন সামরিক বাহিনী। শুধু মুসলিম হওয়ার অপরাধে কাশ্মীরী মুক্তিকামীদের পাশে এসে দাড়ায়নি কেউ, অভিযোগ তুলা হচ্ছেনা মানবতা লঙ্ঘন আর যুদ্ধাপরাধের।

ফটো রিপোর্ট | শামে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হৃদয় প্রশান্তিকর অভিযানের চিত্র।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের এর নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদিন উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর নামে শামে নতুন অপারেশন শুরু করেছেন।

উক্ত অভিযানের ধারাবাহিকতায় গত ১২ জুন শুক্রবারও হামা সিটিতে দখলদার রাশিয়া-ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। যাতে কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

"অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মিডিয়া দায়িত্বশীল মুজাহিদগণ উক্ত অভিযানের বেশ কিছু ফটো ক্যামেরা বন্দী করেছেন, যা পরে তাদের অফিসিয়াল চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়।

নিচে ফটোগুলো দেওয়া হলো...

https://alfirdaws.org/2020/06/13/38555/

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ১২ এরও অধিক নাপাক সৈন্য নিহত ও আহত।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত "জামা'আত হিজবুল আহরার" এর জানবায মুজাহিদিন গত ১০ জুন (বুধবার) দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মিরানশাহ" সীমান্তে মুরতাদ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর উপর রিমোট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ২ সেনা সদস্য নিহত এবং আরো ১০ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। আহত সেনা সদস্যদেরকে দ্রুত বনু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে হিজবুল আহরার এর মুখপাত্র "ড. আব্দুল আজিজ ইউসুফ জাই" দায় স্বীকারমূলক বার্তায় জানান যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ২ সেনা সদস্য নিহত এবং আরো ৫ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর চৌকিতে মুজাহিদদের হামলা, নিহত ও আহত ৪ সেনা সদস্য।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত "জামা'আত হিজবুল আহরার" এর জানবায মুজাহিদিন গত ১১ জুন বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মীর-আলী" অঞ্চলের "আইসুরী" এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি চৌকি লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন।

জামা'আত হিজবুল আহরার এর মুখপাত্র "ড. আব্দুল আজিজ ইউসুফ জাই" হাফিজাহুল্লাহ্ হামলার দায় স্বীকার করে জানান যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় নাপাক বাহিনীর ১ সেনা সদস্য নিহত এবং আরো ৩ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নাপাক বাহিনীর সামরিক চৌকিটিরও অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে।

সোমালিয়া | দুই মুরতাদ ও এক যিনাকারীর উপর হদের বিধান কর্যকর করল আল-শাবাব।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইমারতে ইসলামিয়ার "ইসলামী আদালত" ১২ জুন শুক্রবার ৩ ব্যক্তির উপর হদের বিধান কর্যকর করেছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত "মধ্য শাবেলী" রাজ্যের একটি আদালত ক্রুসেডারদের গোলাম সোমালিয় বাহিনীর ২ সেনার রিদ্দাহ্ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের উপর হদের বিধান কার্যকর করার নির্দেশ জারি করে।

এছাড়াও "ইসলামি আদালত" অবিবাহিত এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তার উপরেও হদের বিধান কার্যকর করার নির্দেশ দেয়।

পরে "রোনারগোদ" শহরে উক্ত রিদ্দাহগ্রস্ত ২ সেনা সদস্য ও ১ যিনাকারী ব্যাক্তির উপর হদের বিধান কার্যকর করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

খোরাসান | ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করল ৩৬ কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্য।

আফগানিস্তানের ৪টি পৃথক এলাকা হতে ১২ জুন মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের গোলামী পরিহার করে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হলো ৩৬ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

এর মধ্যে আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী হতে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছেন ৩১ পুলিশ সদস্য, যাদের হৃদয়কে ইসলামের দিকে প্রভাবিত করছে ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ বিভাগের গোপন শাখার মুজাহিদদের দ্বীনি নসিহাহ ও তাদের উত্তম আখলাক।

এছাড়াও বাদগিশ, রোজগান ও হেরাত প্রদেশের ৩টি এলাকা হতে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছেন আরো ৫ জন সেনা সদস্য।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৩৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত ৪ টি পৃথক সফল হামলায় অন্ততপক্ষে কাবুল প্রশাসনের ৩৭ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তালেবান সমর্থিত সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, ১২ জুন শুক্রবার সকাল ৬টায় আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের "খোশমান্দ" জেলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সেনাবাহিনীর সরবরাহ কাফেলার উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এসময় ৪টি মাইন বিস্ফোরণও করেন মুজাহিদগণ। দীর্ঘ ৩ ঘন্টা যাবৎ চলে এই লড়াই।

এতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক ও ৩টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, এছাড়াও উক্ত অভিযানে মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নিহত হয়েছে ৯ সেনা এবং আহত হয়েছে ৮ এরও অধিক।

একইদিন দুপুর ১১টায় কান্দাহার প্রদেশের কারাহগাহ এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন, এতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৩ সৈন্য নিহত হয়।

এমনিভাবে খোস্ত প্রদেশের মুসা-খাইল এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় কাবুল প্রশাসনের ২ সৈন্য আহত হয় আরো এক।

এদিকে পাকতিয়া প্রদেশের খোশমান্দ এলাকায় ভোর ৫টায় মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল হামলায় নিহত হয়েছে ৩ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ২ সৈন্য। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক।

খোরাসান | কাবুল প্রশাসনের ৬৩ সেনা ও পুলিশ সদস্যকে মুক্তি দিয়েছে তালেবান।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান বন্দী মুক্তির ধারাবাহিকতায় গত দু'দিনে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৬৩ কারাবন্দী সেনা ও পুলিশ সদস্যকে মুক্তি দিয়েছেন।

গত ১১ ও ১২ জুন, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান উমারাগণ ওয়ার্দাক ও গজনী প্রদেশে তাদের নিয়ন্ত্রিত কারাগারগুলো হতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের প্রাক্তন ৬৩ সেনা ও পুলিশ সদস্যকে মুক্তি দিয়েছেন। গজনীর কারাগার হতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ৩৬ জনকে এবং ওয়ার্দাক প্রদেশের কারাগার হতে মুক্তি দেওয়া হয়েছিলো আরো ২৭ সেনা ও পুলিশ সদস্যকে।

সম্প্রতি গজনীতে অভিযান চলাকালীন সময় অনেক সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। জানা যায় যে, গত ১১ জুন মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যদের ৩০ সেনাই ছিল গজনী অভিযানে তালেবান মুজাহিদদের হাতে বন্দী হওয়া সেনা সদস্য।

যথারীতি কাবুল প্রশাসনের মুক্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক সেনা ও পুলিশ সদস্যকে ইমারতে ইসলামিয়া ৫ হাজার আফগান রুপি, একজোড়া কাপড়, জুতো এবং টুপি প্রদান করেন।

এদিকে আন্তঃ আফগান আলোচনার বিষয়ে কাতারে অবস্থিত ইসলামী ইমারতের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ লিখেন যে, যদি কাবুল প্রশাসন চুক্তি অনুযায়ী আমাদের ৫ হাজার কারাবন্দীর সকল মুজাহিদদের দ্রুত মুক্তি দেয়, তাহলে আমরা এক সপ্তাহের মধ্যেই আন্তঃ আফগান আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত রয়েছি। ইনশাআল্লাহ্।

১২ই জুন, ২০২০

চীনা সেনা ৮ কি.মি ভারতের ভেতরে থাকলেও অস্বীকারও করছে না দিল্লি!

চীন লাদাখে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে ফেলেছে বলে এবার সরাসরি অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেনি নরেন্দ্র মোদি সরকার। আবার স্বীকারও করেনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, লাদাখের বিজেপি সাংসদ জাময়াঙ্গ সেরিং নামগিয়াল রাহুলকে আজ পাল্টা আক্রমণ করে বলেছেন, কংগ্রেস জমানাতেই চীন লাদাখের অনেকটা অংশ দখল করে ফেলেছিলো।

কিন্তু রাহুলের দাবি, “চীনারা হেঁটে হেঁটে ঢুকে লাদাখে আমাদের ভূখণ্ড দখল করে ফেলেছে।”

তবে তা অসত্য বলে রবিশঙ্কর প্রসাদ বা বিজেপি সাংসদ উড়িয়ে দেননি। লাদাখে চীন ভারতীয় এলাকা দখল করে রাখেনি বলেও তারা দাবি করেননি।

ভারতীয় সেনা সূত্র বলছে, প্যাংগং লেকের চার নম্বর ফিঙ্গার থেকে আট নম্বর ফিঙ্গার পর্যন্ত গোটা এলাকা চীন মে মাসের গোড়া থেকেই দখল করে রেখেছে এবং ওই এলাকায় ভারতীয় সেনার কোনো নজরদারিই হচ্ছে না।

প্যাংগং লেকের মাঝে মাঝে পাহাড়ের কিছু অংশ আঙুলের মতো ঢুকে রয়েছে। এগুলিকে 'ফিঙ্গার' বলা হয়। প্রসঙ্গত, দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে বুধবারও বৈঠক হয়েছে।

৫ মে লাদাখের প্যাংগং লেক এলাকায় ভারত ও চীনের সেনার সংঘাত শুরু হয়। তারপর থেকেই দুই বাহিনী লাদাখে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে।

তারপর থেকেই দুই বাহিনী লাদাখে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে। শনিবার দুই সেনার কমান্ডার স্তরে বৈঠক হওয়ার পরে ভারত ও চীনের সেনা লাদাখের তিনটি জায়গা-গলওয়ান ভ্যালির ১৪ ও ১৫ নম্বর নজরদারি এলাকা, গোগরা-হট স্প্রিংস-এর ১৭ নম্বর নজরদারি এলাকায় মুখোমুখি অবস্থান থেকে পিছু হটেছে।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রও আজ বেইজিংয়ে জানিয়েছেন, কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে আলোচনায় যে ঐকমত্য হয়েছে, সেই অনুযায়ী দু'পক্ষ কাজ করছে।

কিন্তু ভারতীয় সেনাকর্তারা একান্তে মানছেন, সংঘাতের যে মূল এলাকা, সেই প্যাংগং লেকের উত্তর তীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। সেখানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে চীনের সেনা প্রায় ৮ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে এসেছে। ভারত চাইছে, এপ্রিলে যে যে যেখানে ছিল, সেই স্থিতাবস্থা বজায় থাকুক। কিন্তু চীন এ নিয়ে আলোচনাতেই রাজি নয়।

তাদের দাবি, এখন তারা যেখানে রয়েছে, সেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হোক। ভারতীয় সেনার যুক্তি, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে ভারতের দিক থেকে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তা সামরিক মানচিত্রে স্পষ্ট দেখানো রয়েছে। যদিও ২০০২-সালে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর বৈঠকে চীন তা ফিরিয়ে দেয়।

নয়াদিল্লির দাবি, চীন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় হাজার দশেক সেনা, কামান ও ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট সরালে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরবে। অতীতে ডোকলামে ভারত-চীনের সেনা সংঘাতের অবস্থান থেকে পিছু হঠার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সরকারি বিবৃতি দিয়েছিল। কিন্তু পূর্ব লাদাখের তিনটি জায়গা থেকে দুই সেনা কিছুটা পিছু হটলেও খাতায়-কলমে মোদি সরকার এখনও কিছু বলতে নারাজ। এখানেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন।

রাহুল গান্ধী বুধবার সকালে টুইট করেন, “চীনারা হেঁটে হেঁটে ঢুকে লাদাখে আমাদের ভূখণ্ড দখল করে ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী একেবারে নীরব। তিনি উধাও হয়ে গিয়েছেন। ” সূত্র: বিডি প্রতিদিন

‘দ্বিতীয় দফা’ সংক্রমণে শীর্ষ তালিকায় এবার ভারত

জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এখন প্রতিদিন দেশটিতে নতুন করে ১০ হাজারের বেশি লোক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এর মধ্যেই গত ৮ জুন ভারতজুড়ে লকডাউন শিথিল করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ বা সেকেন্ড ওয়েভে ভারতে বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাপানের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, সেকেন্ড ওয়েভে যেসব দেশের পরিস্থিতি মারাত্মক হবে এমন ১৫টি দেশের তালিকায় রয়েছে ভারত।

এদিকে গতকাল পর্যন্ত ভারতে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৫৮৩ জনে। এর ওপরে রয়েছে স্পেন, সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৮৯ হাজার ৪৬। কিন্তু ভারতে যেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এতে খুব শিগগিরই স্পেনকে টপকে যাবে দেশটি। কেননা স্পেনে নতুন সংক্রমণের সংখ্যা খুবই কম।

ভারতে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই গত সোমবার অফিস, আদালত, রেস্তোরাঁ, শপিংমলসহ উপাসনালয় খুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থনীতির চাকায় গতি আনতেই এ পথ বেছে নিয়েছে দেশটির সরকার। তবে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন এতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে। এমন হলে ভারতে আবার লকডাউন জারি করা লাগতে পারে। খবর: আমাদের সময়

জাপানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান নমুরা (ঘড়সঁৎধ) জানিয়েছে, করোনা আক্রান্তের সূচকে ঝুঁকিপূর্ণ ১৫ দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত। প্রতিষ্ঠানটি জরিপ করা হয়েছে বিশ্বের ৪৫টি বড় অর্থনীতির ওপর। এতে লকডাউন তোলার পর করোনা আক্রান্ত কতটা বাড়ছে তার হিসাব করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ বা সেকেন্ড ওয়েভের ঝুঁকি প্রবল, এমন দেশগুলোর তালিকায় প্রথম সারিতেই রয়েছে ভারত।

এতে আরও বলা হয় ‘জরিপে একটি মিশ্র ফল পাওয়া গেছে। অর্থনীতির বড় অংশ খুলে গেছে এমন ১৭টি দেশে সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ আসার লক্ষণ নেই। ১৩টি দেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে,

দ্বিতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা নাকচ করা যাচ্ছে না। ১৫টি দেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় ঢেউকের ঝুঁকি প্রবল। এ সর্বোচ্চ ঝুঁকির তালিকায় রয়েছে ভারত।

জরিপে ৪৫টি দেশকে তিন ভাগে রাখা হয়েছে। প্রথম ভাগে হলো-অন ট্র্যাক অর্থাৎ সব কিছু স্বাভাবিক। দ্বিতীয় হচ্ছে, ওয়ার্নিং সাইনস বা সতর্কতামূলক লক্ষণ এবং তৃতীয় হলো ডেঞ্জার জোন বা দ্বিতীয় ঢেউয়ের ঝুঁকি প্রবল। ভারতের নাম রয়েছে সর্বশেষ তৃতীয় অর্থাৎ ডেঞ্জার জোনে।

ভারতের সঙ্গে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, চিলি, পাকিস্তান, সুইডেন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডা। দ্বিতীয় ঢেউয়ের ঝুঁকি নেই বললেই চলে এমন তালিকায় রয়েছে ফ্রান্স, ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়া। এ ছাড়া জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য রয়েছে ঝুঁকিপ্রবণ দেশের তালিকা।

নীলফামারীতে হিন্দু অফিসার বিরুদ্ধে ৯৩ লাখ টাকার চাল ও বস্তা আত্মসাতের অভিযোগ

নীলফামারীর ডিমলা খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসিএলএসডি) হিন্দু হিমাংশু কুমার রায়ের বিরুদ্ধে প্রায় ১৯০ টন চাল ও সাড়ে ১৩ হাজার খালি বস্তা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

নীলফামারী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কাজী সাইফুদ্দিন অভি জানান, ওই কর্মকর্তা গত বছরের ১৪ জুন ডিমলা উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এর পর তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছরের ২৪ মার্চ খাদ্য বিভাগের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলে এ কমিটি ৮ জুন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

প্রতিবেদনে দেখা যায় তিনি দায়িত্বে থাকাকালে সরকারি গুদামের ১৮৯ দশমিক ২৭০ টন চাল ও ১৩ হাজার ৪২৫ খালি বস্তা আত্মসাৎ করেছেন। যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৯৩ লাখ টাকা। তিনি আরও বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর খাদ্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও তদন্ত কমিটি গত সোমবার ওই খাদ্য গুদামে গেলে তিনি পালিয়ে যান। ফলে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে থানায় একটি অভিযোগ দেওয়া হয়।
সূত্র: আমাদের সময়

কলম্বাসের ভাস্কর্যের 'শিরশ্ছেদ' করলো বিক্ষোভকারীরা

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে আমেরিকার আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ভাস্কর্যের শিরশ্ছেদ করেছে বিক্ষোভকারীরা। দেশটিতে শুরু হওয়া বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভের জেরে গতকাল বুধবার এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বোস্টন শহরের আটলান্টিক এভিনিউয়ের ক্রিস্টোফার কলম্বাস পার্কের ওই মূর্তির মাথা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন সকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলকে 'ক্রাইম সিন' হিসেবে চিহ্নিত করে রাখে।

১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর আমেরিকা আবিষ্কার করেন ইতালীয় নাগরিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। স্পেনের তৎকালীন রানির অর্থানুকূল্যে এ ভূখণ্ডে অবতরণ করেন তিনি। তবে আমেরিকার আবিষ্কারক হিসেবে কলম্বাসের ভাবমূর্তি যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমেই ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে।

সমালোচকদের অনেকেই কলম্বাসকে আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের হোতা এবং স্থানীয় আদিবাসীদের ওপর গণহত্যার অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের জেরে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভের সময়ে কলম্বাস বিরোধী মনোভাব জোরালো হয়েছে।

এর আগে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে তার একটি ভাস্কর্যে আগুন দেয় বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার রাতে ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পর ভাস্কর্যটি লেকের পানিতে ফেলে দেয় বিক্ষোভকারীরা। আমাদের সময়

বোস্টন শহরে আক্রান্ত হওয়া কলম্বাসের মূর্তিটি এর আগেও আক্রান্ত হয়েছে। ২০০৬ সালেও একবার মূর্তিটির মাথা ভেঙে ফেলা হয়। ২০১৫ সালের জুন মাসে মূর্তিটির গোড়ায় লিখে দেওয়া হয় 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'।

ভারতের দাবিকৃত ভূখণ্ড মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে নেপালের সংসদে বিল পাশ

ভারতের দাবি করা বিতর্কিত ভূখণ্ড মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধান সংশোধনের অনুমোদন দিয়েছে নেপাল সরকার। মঙ্গলবার রাতে নেপালের পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে দেশটির নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র এবং নতুন জাতীয় প্রতীক নির্ধারণের জন্য সংবিধান সংশোধনের এ অনুমোদন দেয়। তবে এখনও তাতে অনুমোদন দেয়নি নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী বান্দারি। নেপালের প্রেসিডেন্ট অনুমোদন দেয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান সংশোধন কার্যকর হবে।

বিসিসি জানায়, নেপালের সংশোধিত মানচিত্রে ও প্রতীকে লিপুলেখ, কালাপানি এবং লিম্পিয়াধাউরাকে দেশটির ভূখণ্ড হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখানো হবে। ১৮১৬ সালের সুগাউলি চুক্তি অনুযায়ী নেপাল এই দাবি করে আসছিলো। ভারত সেই দাবি নাকচ করে দিয়ে আসছে।

নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ গাওয়ালি দিল্লির অসহযোগিতা নিয়ে উদ্বেগ এবং হতাশা প্রকাশ করে সংসদে বলেছেন, নেপাল ওই ভূখণ্ডের দাবি নিয়ে কূটনীতিক আলোচনার প্রস্তাব দিলেও ভারত তাতে সাড়া দেয়নি।

খবরে বলা হয়, মে মাসের মাঝামাঝিতে বিতর্কিত ভূখণ্ড কালাপানি আর লিপুলেখকে নিজেদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নেপাল সরকার।

দিল্লিতে গেরুয়া সন্ত্রাসী মুসলিম গণহত্যা: চার্জশিটে বিজেপি নেতাদের রেহাই, অভিযুক্ত মুসলিম বিক্ষোভকারীরাই

গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যার ঘটনায় পুলিশ যে সবশেষ চার্জশিট পেশ করেছে তাতে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের নাম উল্লেখই করা হয়নি।

বরং দিল্লি পুলিশের অভিযোগপত্রে ওই গণহত্যার জন্য প্রধানত দায়ী করা হয়েছে সেই সব প্রতিবাদকারীদের, যারা শহরের নানা প্রান্তে তখন দেশের মুসলিম বিরোধী বিতর্কিত নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।

ওই গণহত্যার ঘটনায় যেসব এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বা গ্রেপ্তার হয়েছে – তা থেকে পরিষ্কার, ওই বিক্ষোভে জড়িত মুসলিম নেতা বা ছাত্রছাত্রীদেরই এখন দোষী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লির উত্তর-পূর্ব প্রান্তে গেরুয়া সন্ত্রাসী হামলায় ৫৩ জনের অধিক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছিলো।

তার ঠিক আগে শহরে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ চলছিল – এবং পাশাপাশি বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরাও প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে নানা উসকানিমূলক বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

দিল্লি বিজেপির বিতর্কিত নেতা কপিল মিশ্রা ২৩ ফেব্রুয়ারি শহরের মৌজপুর চকে পুলিশের পাশে দাঁড়িয়েই হুমকি দিয়েছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতে থাকা অবধি তারা চুপ থাকবেন – কিন্তু তারপরও বিক্ষোভকারীরা রাস্তা খালি না-করে দিলে তারা জোর করে তাদের তুলে দেবেন, পুলিশের কথাও শুনবেন না।

এর কিছুদিন আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এই প্রতিবাদকারীদের উদ্দেশ্য করেই জনসভা থেকে স্লোগান দেন "দেশের সঙ্গে যারা বেইমানি করছে তাদের গুলি করে মারা হবে।"

কিন্তু দিল্লি পুলিশের চার্জশিটে গণহত্যা কীভাবে হল, তা নিয়ে যে দীর্ঘ ঘটনাপরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এসব বক্তৃতার কোনও উল্লেখই নেই।

'তদন্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে'

দিল্লির গণহত্যায়পীড়িতদের হয়ে অনেকগুলো মামলা লড়ছে আইনজীবী কলিন গঞ্জালভেস।

তিনি বলছিলেন, "গণহত্যার সময় পুলিশের বিরুদ্ধেই মারধর, অগ্নিসংযোগ বা ভয় দেখানোর অন্তত আশি-নব্বইটা অভিযোগ এসেছে, কিন্তু পুলিশ একটারও এফআইআর নিতে রাজি হয়নি।"

"আর ভিক্টিমদের বয়ানের ভিত্তিতে নয়, পুলিশ তদন্তটা সাজিয়েছে তাদের বানানো গল্প আর সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। অথচ আমরা সবাই জানি গণহত্যার মূলে ছিল বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের ঘৃণা ছড়ানো ভাষণ!"

সাংবাদিক-অ্যাক্টিভিস্ট সারা নাকভিও বিবিসিকে বলছিলেন, "বেশির ভাগ টিভি চ্যানেলের ন্যারেটিভে যেভাবে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের দেশদ্রোহী সাজানো হয়েছে – দিল্লি পুলিশও ঠিক সেই লাইনেই তদন্ত করেছে।"

"মনে রাখতে হবে ওই প্রতিবাদ ছিলো নাগরিকদের সমানাধিকারের দাবিতে একটা সিভিল রাইটস মুভমেন্ট। আর দিল্লি পুলিশের চার্জশিট পড়লে মনে হচ্ছে মুসলিমরা এতই চালাক আর ক্ষমতাশালী যে তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে!

দিল্লিতে শাহীনবাগ, জামিয়া মিলিয়া বা জাফরাবাদের মতো যারা নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, দিল্লি পুলিশ গণহত্যায় তাদের ভূমিকা বিস্তারিত বর্ণনা করেছে – এবং এরা প্রায় সবাই মুসলিম। সূত্র: বিবিসি।

করোনা মহামারীতেও থেমে নেই কাশ্মীরে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের আগ্রাসন, ২ সপ্তাহে ২৬ জনকে গুলি করে হত্যা

করোনা মহামারীতেও থেমে নেই কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসন। মহামারিতে ভারতজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে, এমন পরিস্থিতিতে দখলকৃত কাশ্মীরে গত কয়েক মাস ধরে 'জঙ্গি' দমনের নামে সেনা অভিযান চালিয়ে নীরবে মুক্তিকামী ও বিরোধীদের হত্যা করছে মালাউন মোদি সরকার।

বুধবার সোপিয়ানে ফের ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের গুলিতে আপেলবাগানে লুকিয়ে থাকা ৪ মুক্তিকামী নিহত হয়েছেন। এই নিয়ে গত ২ সপ্তাহে ২৬ জন বিদ্রোহী কাশ্মীরিকে গুলি করে হত্যা করা হলো। গত রোববার থেকে সোপিয়ান এলাকায় 'জঙ্গি' নিধনের নামে লাগাতার এনকাউন্টার চালানো শুরু করে ভারতীয় সন্ত্রাসীরা। রোববার সোপিয়ানের জৈইনপোরা এলাকায় সন্ত্রাসীবাহিনীর এনকাউন্টারে ৫ মুক্তিকামী নিহত হয়। এর ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই সোপিয়ানের পিঞ্জোরা এলাকা আত্মগোপনে থাকা ৪ মুক্তিকামীকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। সেই ধারা অব্যাহত থাকলো বুধবারও। এই নিয়ে গত ৪ দিনে মোট ১১ মুক্তিকামীকে হত্যা করলো ভারতীয় সেনা।

সোপিয়ান জেলার সুগো হেন্দমা এলাকায় বুধবার সকাল থেকেই এনকাউন্টার শুরু করে সুরক্ষা বাহিনীর। পুলিশের সঙ্গে সেনা যৌথভাবে এই অপারেশন চালায়। কাশ্মীর পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, সুগু এলাকায় চারদিক থেকে 'জঙ্গি'দের ঘিরে ফেলে অভিযান চালানো হয়।

ভারতের যোগী রাজ্যে গরু জবাই করলে দশ বছরের কারাদণ্ড, ৫ লাখ রুপি জরিমানা

গরু জবাই পুরোপুরি বন্ধ করতে আরো কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করল ভারতের উত্তর প্রদেশ উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী যোগী সরকার। যোগী রাজ্যে এবার গরু জবাই করলে দশ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ লক্ষ রুপি পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। এর জন্য ১৯৫৫ সালের গো হত্যা আইনেও সংশোধন করছে উত্তর প্রদেশ সরকার। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য একটি অধ্যাদেশ জারি করা হবে। যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিধানসভা অধিবেশন কবে বসবে তা অনিশ্চিত, সেই কারণেই অধ্যাদেশ এনে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনেই আইনে সংশোধন আনা হবে।

গরু জবাই আটকাতে বর্তমান আইন যথেষ্ট কঠোর এবং প্রভাবশালী নয় বলেই মনে করছিল উত্তর প্রদেশ সরকার। রাজ্যে গরু জবাই আটকাতে তাই আরো কড়া আইনের কথা ভাবা হচ্ছিলো। কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার একই অভিযোগ পাওয়া গেলে তার দ্বিগুণ শাস্তি হবে।

বর্তমানে যে গো হত্যা প্রতিরোধে যে আইন রয়েছে, তাতে ন্যূনতম শাস্তির কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু নতুন যে অধ্যাদেশ আনা হয়েছে, তাতে সাত বছরের জেল এবং ১০ হাজার রুপিজরিমানা অথবা ১০ বছরের জেল এবং ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থান রাখা হয়েছে। রাজ্যপাল এই অধ্যাদেশে অনুমোদন দিলেই তা কার্যকর হবে।

সূত্র : নিউজ ১৮ ও টাইমস অব ইন্ডিয়া

১০ই জুন, ২০২০

আবারো ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে পঙ্গপাল

করোনাভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত ভারতে এখন নতুন আতঙ্ক পঙ্গপাল। বর্ষার মৌসুম ঘিরে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল ধেয়ে আসছে দেশটির দিকে। কেন্দ্রীয় পঙ্গপাল সতর্কীকরণ সংস্থার বরাত দিয়ে এমন তথ্য প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যম ওয়ান ইন্ডিয়া।

আফ্রিকার দেশগুলো থেকে পঙ্গপালের দল মৌসুমি বায়ুতে ভর করে আরব সাগর হয়ে এরই মধ্যে পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছে। এবার সেখান থেকে ভারতের পাঞ্জাব ও রাজস্থানে ঢুকে পড়বে বলে আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় পঙ্গপাল সতর্কীকরণ সংস্থা।

আমাদের সময়

ওয়ান ইন্ডিয়া জানায়, আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল এসে ঢুকবে ভারতে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের ফসলি ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়বে শস্যখেকো পোকার দল।

তবে এরই মধ্যে সাত রাজ্যকে পঙ্গপাল নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র থেকে। বলা হয়েছে, দিনে ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে এই পঙ্গপালের দল। নিমেষে একরের পর একর জমির ফসল খেয়ে সাবাড় করে ফেলতে পারে এই পোকারদল।

এর আগে গত মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম দফায় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান থেকে এক ঝাঁক পঙ্গপাল ভারতের রাজস্থানে প্রবেশ করে। তবে এবার সংখ্যায় তারা অনেক বেশি হবে বলে জানানো হয়েছে।

অবৈধ বালু কারবারী দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ নেতা অধরা

প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বগুড়ার ধুনট উপজেলায় বাঙ্গালী নদী থেকে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছেন নবাব আলী নামে এক দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি স্থানীয় নিমগাছি ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক।

কিন্ত ওই আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে আইনি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিনি আজো রয়েছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে বালু অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ হয়নি। চলমান এই বালু উত্তোলনের ফলে বসতভিটা, ফসলি জমি, সড়ক ও সেতু ধসের আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

জানা গেছে, উপজেলার বেড়েরবাড়ি গ্রামের বাঙ্গালী নদীর ওপর ২০০৮ সালে প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর মাঝে ওই সেতুর ১৪টি পিলার রয়েছে। এ অবস্থায় সেতুর উত্তর পাশে নদীর বুক থেকে খননযন্ত্র দিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছেন নিমগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নবাব আলী। প্রতিদিন তিনি ওই বালু বিক্রি করে অবৈধভাবে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, ধুনট উপজেলা শহর থেকে জেলা শহরের সাথে যোগোযোগের জন্য বাঙ্গালী নদীর ওপর নির্মাণ করা হয়েছে সেতু। সেতুর পূর্ব পাশে নিমগাছি ও পশ্চিম পাশে বেড়েরবাড়ি গ্রাম। সেই উত্তর পাশে ৩০০ মিটার দূরে খননযন্ত্র বসিয়ে নদীর গভীর থেকে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এই বালু বিক্রি করা হচ্ছে জেলা শহরসহ বিভিন্ন এলাকায়। প্রতিট্রাক বালুর মূল্য ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। প্রতিদিন ১৫০-২০০ ট্রাক বালু বিক্রি করা হয়।

এ সময় সেখানে উপস্থিতি ১০-১২ জন এলাকাবাসী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এখন বর্ষা মৌসুম। নদীর পানির প্রবল স্রোতে দুই পাশের ফসলি জমি ও অনেক বসতবাড়ি ভাঙনের

ঝুঁকিতে পড়েছে। এ বিষয়ে আমরা প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু প্রশাসন কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে নবাব আলী ও তার লোকজন আমাদের মারপিটের চেষ্টা করেছেন এমনকি প্রাণনাশের হুমকি প্রদর্শন করছেন।

নবাব আলী জানান, বাঙ্গালী নদী থেকে বালু উত্তোলনে সেতুর ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। এলাকার কিছু মানুষ সুবিধা না পেয়ে শত্রুতা করে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। কালের কণ্ঠ

---

১০ টাকার চালের কার্ড পেলো ইউপি সদস্যের ভাই ও স্ত্রী

যশোরের অভয়নগরে ইউপি সদস্য হিন্দু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ১০ টাকা কেজি দরের চালের কার্ড বিতরণে আত্মীয়করণ ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি সুন্দলী ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের সদস্য। নিজের স্ত্রী, চাচাত ভাই, মৎস্য ঘের ব্যবসায়ীসহ সচ্ছল ব্যক্তিদের নামে তালিকা তৈরি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, অভিযুক্ত ইউপি সদদ্যের বাড়ি একতলা পাকা দালান। তাঁর স্ত্রী অনিতা বিশ্বাসের নামে ১০৬৯ নং কার্ড রয়েছে। স্ত্রীর নামের চাল তিনি নিজেই উত্তোলন করেন। ইউপি সদস্যের চাচাত ভাই পল্লী চিকিৎসক ও মৎস্য ঘের মালিক তাপস বিশ্বাসের স্ত্রী চামেলি বিশ্বাসের নামে ১০৪২ নং কার্ড রয়েছে। রয়েছে ১৫০ বিঘা জমির মৎস্য ঘের মালিক প্রশান্ত মন্ডলের স্ত্রী মিত্রা মণ্ডলের নামে ১০০৭ নং কার্ড।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ইউপি সদস্য মৃত্যুঞ্জয় ১০ টাকা কেজি দরের চালের কার্ড নিজের আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করেছেন। দরিদ্র, ভূমিহীন পরিবার বাদ দিয়ে সচ্ছল ব্যক্তিদের মাঝে অর্থের বিনিময়ে কার্ড দিয়েছেন। অভিযুক্ত ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তারা।

১০ টাকা চালের কার্ড সম্পর্কে ইউপি সদস্যের স্ত্রী অনিতা বিশ্বাস বলেন, আমার নামে কার্ড আছে তা আমি জানিনা। অভিযুক্ত ইউপি সদস্য মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, স্ত্রীর নামে দুইবার চাল উত্তোলন করেছিলেন। এখন আর উত্তোলন করেন না। এছাড়া যাদের নামে অভিযোগ আছে তাদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

সুন্দলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিকাশ রায় কপিল বলেন, তালিকায় যেসব নামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তা কর্তন করে সংশোধন করা হচ্ছে। কালের কণ্ঠ

ভারতের দিল্লিতে হাসপাতাল সংকটে বিপাকে রোগীরা

মহামারী করোনাভাইরাসের মারাত্মক প্রকোপে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। এমতাবস্থায় হাসপাতালগুলো রোগীতে ভর্তি হয়ে গেছে। হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি করাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোগী নিয়ে স্বজনরা এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ঘুরছেন। ফলে অসহায় হয়ে পড়েছেন মানুষ।

বিবিসি জানায়, স্থানীয় গণমাধ্যমে এমন অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে, কোভিড-১৯ এর লক্ষণ নিয়ে আসা বহু মানুষ দিল্লির হাসপাতালগুলোতে ভর্তি না হতে পেরে ফিরে যাচ্ছেন। সংকটাপন্ন রোগীদের নিয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্বজনরা। একজন ভুক্তভোগী জানান, তার মাকে চারটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও ভর্তি করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বাবরি মসজিদের স্থানে ১০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে মালাউনদের রাম মন্দির নির্মাণ

করোনার মধ্যেই ভারতের উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় বহুল আলোচিত মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতীক আল্লাহর ঘর বাবরি মসজিদের জায়গায় মালাউনদের রাম মন্দির নির্মাণ (১০ জুন) শুরু হতে যাচ্ছে।
মন্দির নির্মাণে নরেন্দ্র মোদি ঘোষিত ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথমে শিবের আরাধনা হবে। তারপর শুরু হবে মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণের কাজ। ১০ জুন সকাল ৮টা থেকে মহাদেব আরাধনা শুরু হবে শশাঙ্ক শেখর মন্দিরে। টানা ২ ঘণ্টা আরাধনা চলবে। এরপর এ দিনই মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করবে এল অ্যান্ড টি সংস্থা। এ জন্য ইতোমধ্যে সব আয়োজন করা হয়েছে।

গত ২৬ মে মন্দিরের নির্মাণস্থলে গিয়েছিলো ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মালাউন মোহন্ত নৃত্যগোপাল দাস। সেখানে পূজার পর রামমন্দিরের কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।

গত বছরের ৯ নভেম্বর দেশটির শীর্ষ আদালতের বিতর্কিত ও একতরফা রায় ঘোষণার পর রাম মন্দির নির্মাণে ট্রাস্ট গঠনের জন্য সময় ছিলো তিন মাস। ওই রায়ে মালাউনদের সুপ্রিম কোর্ট বলেছিলো, বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মিত হবে। যদিও সে স্থানে ৮০০ বছরের পুরনো মসজিদ ছিলো, এবং তা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ নামে খ্যাত। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে উগ্র হিন্দুরা হামলা চালিয়ে মসজিদটি ভেঙে ফেলে। এরপর দীর্ঘ মামলা চলার পর ভারতীয় আদালত উদ্দেশ্যমূলকভাবে হিন্দুদের পক্ষে দেয়।

দিল্লি নির্বাচনের তিন দিন আগে লোকসভায় সেই ট্রাস্ট গঠনের কথা বলেছিলো মালাউন নরেন্দ্র মোদি। সরকারপক্ষের এমপিরা সেদিন ‘জয় শ্রীরি আম’ ধ্বনি তুলেছিলো। সূত্র: দ্য হিন্দু, আউটলুক

০৯ই জুন, ২০২০

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় এক কর্নেলসহ ৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন মুরতাদ সোমালিয় বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। ৮ জুন সোমবার রাজধানী মোগাদিশুতে এই হামলা চালানো হয়।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোগাদিশুর আকস-কান্ত্রল এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে শক্তিশালি এই বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলায় ১ কর্নেলসহ ৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

কাশ্মীর | ভারতীয় মালাউনদের সাথে তীব্র লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন ৪ স্বাধীনতাকামী

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামী ও ভারতীয় মুশরিক মালাউনদের সাথে এক তীব্র লড়াইয়ে চারজন মুক্তিকামী শাহাদাত বরণ করেছেন। ৮ জুন সোমবার দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার পিনজুরা গ্রামে এ লড়াই সংঘটিত হয়।

ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা জানায়, দু'পক্ষে গুলি বিনিময়ের সময় চারজন স্বাধীনতাকামী নিহত হয়েছেন। সে আরো জানায়, ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান শেষে তারা চারজন স্বাধিনতাকামীর লাশ উদ্ধার করেছে। তাদের পরিচয় সনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম একজন ভারতীয় মুশরিক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানায়, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর 44-RR এবং সিআরপিএফের একটি যৌথ দল ওই অঞ্চলে স্বাধীনতাকামীদের উপস্থিতির তথ্য পেয়ে কর্ডোন ও অনুসন্ধানী অভিযান শুরু করে। ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর যৌথ দল সন্দেহভাজন স্থানটির নিকট পৌঁছলে, স্বাধীনতাকামীরা মুশরিক বাহিনীটির উপর গুলি বর্ষণ শুরু করেন। এরপর উভয় বাহিনীর মাঝে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার পাল্টা গোলাগুলিতে কয়েকজন মুশরিক সৈন্য নিহত হয়েছে। অপরদিকে এই লড়াইয়ে ৪ মুক্তিকামী যোদ্ধাও শাহাদাহ বরণ করেন।

এর আগে গত রবিবার শোপিয়ানে অন্য এক লড়াইয়ে শীর্ষ এক হিযব কমান্ডারসহ ৫ জন স্বাধিনতাকামী নিহত হয়েছিলেন।

এদিকে রবিবার স্বাধীনতাকামীদের সাথে বন্দুকযুদ্ধের পর অত্র অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় মুশরিক প্রশাসন।

শাম | ইদলিবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ বাড়াচ্ছে আল-কায়েদা।

আল-কায়েদা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দীনের অপারেশন টিম 'ওয়া হাররিদিল মু'মিনিন' সিরিয়ার ইদলিব সিটির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কয়েকটি গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরি ও ইরানি শিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান শুরু করেছেন। ৮ জুন সোমবার এই অভিযান শুরু করা হয়।

এখন পর্যন্ত শামি মুজাহিদিন হতে প্রাপ্ত সংবাদ মতে, 'ওয়া হাররিদীল মু'মিনিন' এর জানবায মুজাহিদিন দুর্দান্ত অভিযান চালিয়ে জাবাল-জাওয়্যাহ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই অভিযানে অসংখ্য মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

অপারেশন 'ওয়া হাররিদিল মু'মিনিন' তাদের নতুন এই অভিযানকে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর নামে নামকরণ করেছেন।

শাম | দুটি এলাকা বিজয়সহ এক ইরানী অফিসারকে বন্দী করেছে আল-কায়েদা।

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ্-দীনের নেতৃত্বাধীন অপারেশন টিম ’ওয়া হাররিদিল মু'মিনিন’ এর জানবায মুজাহিদিন দখলদার রাশিয়া-ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান শুরু করেছেন। ৮ জুন সোমবার সিরিয়ার হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে এই অভিযান শুরু হয়।

এখন পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ মতে, আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখার যোদ্ধারা মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে দুর্দান্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের তানজার ও আল-ফাতাতির নামক দুটি এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। অভিযানে এ পর্যন্ত কয়েকডজন কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। হতাহত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শত্রুসেনা। এছাড়াও মুজাহিদিনের হাতে দখলদার ইরানের এক সেনা অফিসার বন্দী হয়েছে। এ অভিযানে মুজাহিদগণ বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

এ পর্যায়ে মুজাহিদগণ সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে কুফ্ফার বাহিনী নিয়ন্ত্রিত অন্য দুটি গ্রামের উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। দখলদার রাশিয়া-ইরান ও নুসাইরি বাহিনীর বোমা হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুজাহিদগণ এই অভিযান শুরু করেছেন বলে জানিয়েছে ’ওয়া হাররিদীল মু'মিনিন’ অপারেশন রুম।

অপরদিকে যুদ্ধের এ পর্যায়ে দখলদার রাশিয়া-ইরান ও মুরতাদ নুসাইরি বাহিনী ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ স্থল ও আকাশপথে মুজাহিদদের অগ্রযাত্রা পতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উপর্যুপরি বোমা হামলা চালিয়ে মুজাহিদিনের গতিবিধি থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে দখলদার রাশিয়া। এমতাবস্থায় আপনাদের দু’য়ায় মুজাহিদিনকে স্মরণ রাখুন।

০৮ই জুন, ২০২০

কি করুণ হাল সেতুর!

প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত নারায়াণপুর কপোতাক্ষ নদের ওপর নির্মিত সেতুটির দুই পাশের একাধিক স্থানে রাস্তায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। এ ভাঙন দ্রুত মেরামত করা না হলে দুই পাশের সড়কই কপোতাক্ষের গর্ভে বিলীন হবার সমূহ সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় সেতুটি দুই পাশ মেরামতের জন্য কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি কামনা করেছেন চৌগাছাবাসী।

জানা গেছে, উপজেলার নারায়ণপুর ও হাকিমপুর ইউনিয়নবাসীসহ এলাকার কমপক্ষে ১ লাখ জনসাধারণের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম নারায়ণপুর কপোতাক্ষ নদের ওপর সেতু। দেশ বিভাগের পরও এই স্থানটি দিয়ে মানুষ খেয়া পারাপার হতো। স্বাধীনতার পর যতবার নির্বাচন হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনে এ জনপদের মানুষের প্রাণের দাবি ছিল কপোতাক্ষ নদের ওপর একটি সেতু নির্মাণ করা। পরবর্তীতে নারায়ণপুর গ্রামের নিচে ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় অসমাপ্ত ব্রিজটি পড়ে থাকে। ফলে জনগণের আশায় গুড়ে বালি পড়ে। জনগণ হন দিশেহারা। এক প্রকার ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে ব্রিজের সকল কার্যক্রম।

সর্বশেষ বর্তমান সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ব্রিজটি নির্মানের জন্য ৬ কোটি ৮৭ লাখ ৭৪ হাজার ১৫৬ টাকা বরাদ্দ দেয়। এই বরাদ্দের পর সরকারের প্রথম দিকে সেতুটি পুনরায় নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন সেতুর কাজ শেষ হওয়ার পর নির্মাণ করা হয় সেতুর দুই পাশের রাস্তা। রাস্তার কাজ শেষে সেতুটি ব্যবহারে খুলে দেওয়া হয়। সেতু নির্মাণের কয়েক বছর যেতে না যেতেই সেতুর পূর্ব পাশে রাস্তায় দেখা দেয় ভাঙন। বিষয়টি গণমাধ্যমে লেখালেখি হলে তা সংস্কার করা হয়।

মূল সেতুর দুই পাশে প্রায় ১৫ শ গজ সড়কের দুই পাশ ভেঙে সড়কের ইট খোয়া পিচ বালু সব কিছুই এখন পুকুরের পানিতে। সেতুর পূর্ব পাশে মূল সেতুসংলগ্ন সড়কে দেখা দিয়েছে ভাঙন। বিশাল একটি অংশ এর মধ্যে ভেঙে কপোতাক্ষের গর্ভে চলে গেছে। এই অবস্থার উন্নতি না হলে সেতুতে ওঠার সড়ক পুরোটাই ভেঙে মিশে যাবে কপোতাক্ষ নদে- এমনটি মনে করছেন স্থানীয়রা। বর্তমান ভাঙন স্থান দিয়ে অত্যন্ত প্রাণঝুঁকি নিয়ে যানবাহনসহ পথচারীরা পারাপার হচ্ছেন। সূত্র:কালের কণ্ঠ

হাসপাতালে আইসিইউ ও অক্সিজেনের জন্য হাহাকার

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে করোনা সংক্রমিত রোগী ৪ হাজার ছুঁই ছুঁই করলেও হাসপাতালগুলোতে শয্যা বাড়েনি সে তুলনায়। পাশাপাশি চলছে সঙ্কটাপন্ন রোগীদের জন্য আইসিইউ ও অক্সিজেনের হাহাকার। শয্যা সঙ্কটে নগরীর কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলো রোগীতে ঠাসা। পাশাপাশি রয়েছে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীদের ফিরিয়ে দেয়ার অভিযোগ। নিয়ন্ত্রণ নেই করোনা চিকিৎসাসহ সাধারণ ওষুধের মূল্য ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও। সবমিলিয়ে চট্টগ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দশা ও বিপর্যস্ত চিত্রে চিকিৎসাপ্রার্থীদের মধ্যে এক দিকে আতঙ্ক চলছে, অন্য দিকে করোনায় মৃত্যুর মিছিল বাড়তে থাকায় চিকিৎসাবিহীন মৃত্যুর ভীতি ভর করছে জনমনে। করোনা রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় লেজে গোবরে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েছে চট্টগ্রামের মানুষ। দেশের বেশির ভাগ রাজস্বের জোগানদাতা হলেও চট্টগ্রামের মানুষকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার সংশয়ে থাকতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চট্টগ্রামের ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউসহ সব সিট রোগীতে পরিপূর্ণ, বিআইটিআইডি ও ফিল্ড হাসপাতালও রোগীতে ঠাসা। জেনারেল হাসপাতাল থেকে কিছু রোগী রেলওয়ে হাসপাতাল এবং হলিক্রিসেন্ট হাসপাতালে স্থানান্তরের কথা বলা হলেও প্রতিদিন শনাক্ত হওয়া নতুন আক্রান্ত করোনা রোগীরা কোথায় যাবে তার কোনো কুল-কিনারা করতে পারছে না।

চিকিৎসা শয্যার পাশাপাশি চিকিৎসা সরঞ্জামাদিরও তীব্র সঙ্কট চলছে চট্টগ্রামের হাসপাতালগুলোতে। অতিসঙ্কটাপন্ন রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত আইসিইউ (নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র) নেই। অন্য দিকে আইসিইউ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবলও নেই। খোদ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই এখন পর্যন্ত কোভিড ডেডিকেটেড আইসিইউ নেই। ইতোমধ্যে বেশ কিছু আইসিইউ সমৃদ্ধ বেসরকারি ইমপেরিয়াল হাসপাতাল এবং ইউএসটিসির বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল সরকার কর্তৃক কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করা হলেও সেগুলো এখনো করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিত হয়নি। জেলা সিভিল সার্জন অফিসের তথ্য মতে চট্টগ্রামে এখন পর্যন্ত কোভিড ডেডিকেটেড আইসিইউ শয্যা রয়েছে মাত্র ১০টি।

করোনা আক্রান্ত রোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের শ্বাসকষ্টের তীব্রতা বেড়ে গেলে জীবন বাঁচানোর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহের। কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে বর্তমানে যতগুলো অক্সিজেন পয়েন্ট রয়েছে তার প্রতিটি একজনকে দেয়ার কথা থাকলেও এখন চার-পাঁচজনে ভাগাভাগি করে একেকটি অক্সিজেন পয়েন্ট ব্যবহার করার তথ্য মিলেছে। এক দিকে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলো সিলিন্ডার নির্ভর অক্সিজেন রোগীদের দিতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা, অন্য দিকে জীবন বাঁচানোর অনুষঙ্গ হিসেবে যারা বাসায়

অক্সিজেন আনতে যাচ্ছেন তাদের অসাধু চক্রের কাছে জিম্মি হয়ে গুনতে হচ্ছে স্বাভাবিকের কয়েকগুণ মূল্য।

চিকিৎসা সরঞ্জামাদির সঙ্কটের পাশাপাশি চট্টগ্রামে ইতোমধ্যে ৮৩ জন চিকিৎসক গত দুই সপ্তাহে করোনা পজেটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। এরই মধ্যে মারা গেছেন দুইজন চিকিৎসক। তা ছাড়া করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসকেরা টানা এক সপ্তাহ দায়িত্ব পালন শেষে ১০ দিনের কোয়ারেন্টাইন থাকতে হচ্ছে। ফলে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক সঙ্কটও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

চট্টগ্রামের সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও করোনা উপসর্গবিহীন রোগীরাই চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগ উঠছে প্রতিনিয়ত, করোনা উপসর্গ থাকলে তো কথাই নেই। নিজ চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা না পাওয়ার কথা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়েছেন খোদ একজন চিকিৎসক।

চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন সেখ ফজলে রাব্বি এ প্রতিবেদককে বলেন, চট্টগ্রামে করোনা চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত জেনারেল হাসপাতালের ১০টি আইসিইউ কার্যকর রয়েছে। এর বাইরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা ডেডিকেটেড পাঁচটি আইসিইউ বেড স্থাপনের চেষ্টা চালালেও আইসিইউর জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের তীব্র সঙ্কট রয়েছে। এর বাইরে চমেকে যারা ডিউটি করেন একসপ্তাহ পর তাদের কোয়ারেন্টাইনে যেতে হচ্ছে। ফলে জনবলের সঙ্কট আরো তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর আইসিইউ জনবলও অনেকটা চমেকের জনবলের ওপর নির্ভরশীল জানিয়ে তিনি বলেন, চমেকে যারা কাজ করেন তারাই সেখানকার ডিউটি শেষে বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে সময় দেন। ফলে বেসরকারি হাসপাতালগুলোও আইসিইউ জনবলের সঙ্কটে রয়েছে বলে তিনি জানান।

জনগণের চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিতে সাধ্যমতো চেষ্টা চালানো হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, হলিক্রিসেন্ট হাসপাতাল ও রেলওয়ে হাসপাতালে আইসোলেশন সুবিধা চালু করা হয়েছে, সিটি হলেও আইসোলেশন সেন্টার চালু হচ্ছে। আইসোলেশন সেন্টার আরো বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

এ দিকে চট্টগ্রামের চিকিৎসাব্যবস্থার বিদ্যমান সঙ্কট নিরসনে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলো কোভিড হাসপাতাল ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসছেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সভাপতি ও ড্যাব নেতা ডা: শাহাদাত হোসেন। নয়া দিগন্ত

বিএমএ চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক শাসকদলের নেতা ডা: ফয়সাল ইকবাল চৌধুরীও নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'বারবার চিৎকার করে বলেছি তিন-ছয় মাসের জন্য চুক্তি করে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ক্লিনিকগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য। কিন্তু কোনো কিছুতেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত যারা ঢাকায় বসে আছেন সেসব নীতিনির্ধারক কিছুই করেননি। নতুন নতুন কেনাকাটা না করে জরুরি ভিত্তিতে অবিলম্বে চট্টগ্রামের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও কিছু কিছু ক্লিনিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন করোনা রোগীর চিকিৎসার জন্য। নতুবা আগামী দিনগুলো হবে ভয়াবহ।'

উন্নয়নের নামে ক্ষমতাসীনদের লুটপাট চলছেই

উন্নয়ন প্রকল্পে কেনাকাটার মাধ্যমে জনগণের অর্থ লুটপাট চলছে। প্রকল্পের জন্য কেনা পণ্যের দামের সাথে বাজার দরের আকাশপাতাল ফারাক। এভাবে আকাশচুম্বি মূল্য দিয়ে লুটপাট করা হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাবনায় প্রতিটি লিফটের দাম প্রায় ২ কোটি টাকা, এসির দাম ৫২ লাখ টাকা, সিকিউরিটি ও গেট লাইট প্রতিটি সাড়ে ১২ লাখ টাকা ও সভা কক্ষের টেবিল ১২ লাখ টাকা দাম ধরা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এ ধরনের অবাস্তব দামের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। এর আগে হাসপাতাল ও রূপপুর প্রকল্পে এমন আজগুবি দামে পণ্য কেনার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুটপাটের দৃষ্টান্তও দেশবাসীর সামনে আছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা থেকে জানা গেছে, দেশের সাতটি জেলায় সাতটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে আগামী তিন বছরে। যাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৩৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। বরিশালের বাকেরগঞ্জে, ফেনীর ফুলগাজী, যশোর সদরে, ময়মনসিংহের সদর, বগুড়া সদর, রংপুর সদর এবং রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে এসব কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। যুবসমাজের উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আধুনিক সুবিধাসংবলিত পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রেক্ষাপটে জানা যায়, যুব উন্নয়ন অধিদফতরের আওতায় দেশের ৫৩টি জেলায় ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রের মধ্যে ৪৭টির বহুতল একাডেমি কাম অফিস ভবন, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রয়েছে। কিন্তু নতুন এই প্রকল্প এলাকার সাতটি কেন্দ্রে আধাপাকা অবকাঠামো

রয়েছে, যা বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এতে দাফতরিকসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, এসব কেন্দ্রের জন্য ২১টি প্যাসেঞ্জার লিফট কেনা হবে। যার প্রতিটির মূল্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। বিডি স্টারের ওয়েব সাইটের তথ্যানুযায়ী, যেখানে তুরস্কের সাড়ে ৮ শ' কেজির ১০ জন প্যাসেঞ্জারের এলিভেটর লিফটের দাম সাড়ে ২৪ লাখ টাকা, সাড়ে ৪ শ' কেজির দাম সাড়ে ২২ লাখ টাকা, এক হাজার কেজির কেবিন ডোর লিফটের দাম সাড়ে ২৫ লাখ টাকা, ফুজিএক্সডি এফসিজেও মডেলের এক হাজার কেজির দাম ১৪ লাখ টাকা। আর চীনের তৈরি জয়লাইভ এক হাজার কেজির আবাসিক ভবনের লিফটের দাম সর্বোচ্চ ১৩ হাজার ডলার বা ১২ লাখ টাকা। চীনের সিক্সার এলিভেটর জিআরপিএস-২০ মডেলের সর্বোচ্চ দাম ৩০ হাজার ডলার বা সাড়ে ২৫ লাখ টাকা। এখানে সাতটি কেন্দ্রের জন্য ২১টি প্যাসেঞ্জার লিফট কেনার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪০ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

অন্য দিকে এই প্রকল্পে বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য প্রতিটি ৫২ লাখ টাকা দরে ৫০ টন এসি কেনা হবে। সিকিউরিটি ও গেট লাইট প্রতিটির দাম ধরা হয়েছে সাড়ে ১২ লাখ টাকা। পিএবিএক্স ব্যবস্থার দাম প্রতিটি ধরা হয়েছে প্রতিটি ১৫ লাখ টাকা, লাইটনিং এরেস্টার বা আর্থিং প্রতিটি সাড়ে ১৭ লাখ টাকা, প্রতিটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক খরচ ১০ লাখ টাকা ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া সিসি ক্যামেরা ৩০ হাজার টাকা, আইপিএস ৬০ হাজার টাকা, ইনকিউবেটর ৮০ হাজার টাকা, খাঁচা ৪০ হাজার টাকা, ফুল সাচিবিক টেবিল প্রতিটি ৮০ হাজার টাকা, হাফ সাচিবিক টেবিল প্রতিটি ৫০ হাজার টাকা, রিভলভিং চেয়ার প্রতিটি ২০ হাজার টাকা, হাতলসহ কুশন চেয়ার ১২ হাজার টাকা, ঘাসকাটার মেশিন ৩০ হাজার টাকা মূল্য ধরা হয়েছে। এ ছাড়া একটি গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণেই খরচ ধরা হয়েছে ছয় লাখ টাকা। আর নির্মিত ভবন উদ্বোধনে ব্যয় হবে ২১ লাখ টাকা।

পরিকল্পনা কমিশন বলছে, সম্প্রতি একটি প্রকল্পের আওতায় ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস খালি পড়ে আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ২-৩ ঘণ্টার ট্রেনিংয়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থীরা ছাত্রাবাসে থাকতে আগ্রহী না। তাই প্রকল্প থেকে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস বাদ দেয়া প্রয়োজন। এসবে শুধুই অর্থ অপচয় হবে।

কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বলছে, এখানে অনেক পণ্যের মূল্য অতিমাত্রায় ধরা হয়েছে, যা বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ। প্রতিবেদনে সুপারিশ নেই। প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে একটি কেন্দ্রে একাডেমি কাম অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। কিন্তু

দেখা যাচ্ছে প্রকল্পের সাতটি কেন্দ্রেই একাডেমি কাম অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের সব ক্রয়পদ্ধতি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে উল্লেখ করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা হলো, শুধু আসবাবপত্র বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন থেকে ডিপিএম তথা সরাসরি সংগ্রহ করতে হবে।

এ ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) আবুল কালাম আজাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এসব ব্যয় প্রস্তাব অসৎ লোকদের দ্বারা করা হয়। প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে এসব লোকের অসততা কাজ করে। তারা এসব ইচ্ছাকৃতভাবে করে। যদি কোনো ফাঁকে পাস হয়ে যায় তাহলে তাদের ভাগ্য খুলবে।

তিনি বলেন, একটা লিফটের দাম কোনোভাবেই প্রায় ২ কোটি টাকা হতে পারে না। মূল দাম সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা হতে পারে। তার সাথে ভ্যাটসহ অন্যান্য চার্জ থাকলে সেটাসহ আরো কিছু বেশি হতে পারে। আর এসি কিভাবে ৫২ লাখ টাকা ধরা হয়? এটা ৫২ হাজার টাকার বেশি হবে না। তিনি বলেন, আমরা সব সময় বলি প্রাক্কলনের সময় ইন্টারনেট থেকে কোম্পানি ও মডেলসহ পণ্যের নাম যুক্ত করতে হবে। সরকারি অসৎ লোকের কারণে এসব হচ্ছে। নয়া দিগন্ত

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত আরো ১৩ সৈন্য।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় গত ৬ জুন ২৮ এরও অধিক সোমালিয়ান মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অফিসিয়াল "শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী" হতে জানা যায় যে, সোমালিয়ার বাইবুকুল প্রদেশের "হুদর" শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে শনিবার দ্বিপ্রহরের সময় হতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। যা দীর্ঘ ৬ ঘন্টা যাবৎ স্থায়ী হয়।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র ও কৌশলী হামলায় নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে মুরতাদ বাহিনী, এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ১৫ সৈন্য নিহত হয়েছে, যাদের মাঝে কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার রয়েছে বলেও জানিয়েছেন মুজাহিদিন, অপরদিকে আহত হয়েছে আরো ১৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

এছাড়াও উক্ত অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অনেক যুদ্ধসরঞ্জামাদি ও অস্ত্র-শস্ত্র।

০৬ই জুন, ২০২০

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাবলিগের ২৫৫০ বিদেশি মুসলিমকে কালো তালিকাভুক্ত করল ভারত

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দিল্লির নিজামুদ্দিনের মারকাজের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া তাবলিগ জামাতের আড়াই হাজারের বেশি বিদেশী সদস্যকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে ভারত। তাবলিগের এই বিদেশী সদস্যদের বিরুদ্ধে ভারতে প্রবেশে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

দেশটির ইংরেজি দৈনিক টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাবলিগ জামাতের ২ হাজার ৫৫০ জন বিদেশি সদস্যকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কালো তালিকাভুক্ত জামাত সদস্যরা আগামী ১০ বছরের জন্য ভারতে ঢুকতে পারবেন না। গত ২৮ মে জামাতের ৫৪১ জন বিদেশী সদস্যের বিরুদ্ধে ১২ পৃষ্ঠার চার্জশিট দাখিল করে দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা।

০৫ই জুন, ২০২০

নাটোরে শিশু গৃহকর্মী ধর্ষণের ঘটনায় আ.লীগ নেতা আটক

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলায় শিশু গৃহকর্মীকে (১২) ধর্ষণের অভিযোগে সাখাওয়াত হোসেন (৪৮) নামের আওয়ামী লীগের এক নেতাকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাখাওয়াত বড়াইগ্রাম ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মৃত খয়ের উদ্দিনের ছেলে।

ভুক্তভোগী কিশোরী, তার পরিবার ও বড়াইগ্রাম থানা সূত্রে জানা যায়, গত ২২ মে সাখাওয়াতের বাড়ির সদস্যরা আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। এ সুযোগে তিনি গৃহকর্মী কিশোরীকে একা

পেয়ে ধর্ষণ করেন। মেয়েটির কান্না শুনে আশপাশের লোকজন এসে তার মাকে ডেকে এনে তার সঙ্গে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তার মা স্থানীয় মাতব্বরদের কাছে এ ব্যাপারে বিচার চাইলে তাঁরা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। পরবর্তী পুলিশ এসে তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য দেশের চলমান বিচারব্যবস্থায় দরিদ্র ভিকটিম'রা ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বরাবরই বঞ্চিত হন। এক্ষেত্রে শিশু গৃহকর্মী ধর্ষণের বিচার পাবেন কিনা ভিকটিমের পরিবারও স্থানীয় এলাকাবাসী এনিয়ে আস্থাহীনতায় ভুগছেন।

চিকিৎসা না দিয়ে মুসলমানদের পেটানো উচিত: ভারতীয় মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দু চিকিৎসক

আরতি লাল চন্দানি। একজন ভারতীয় চিকিৎসক। শুধু চিকিৎসক নন, উত্তরপ্রদেশের কানপুরের গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষও তিনি। ভারতে করোনাভাইরাস ছড়ানোর জন্য শুরু থেকেই মুসলমানদের দায়ী করে আসছেন। অনলাইনে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, মুসলিমদের জন্য টেস্টিং কিট, চিকিৎসা সামগ্রী নষ্ট করাটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কারণ ওরা জঙ্গি, ওদের চিকিৎসা না করে পেটানো উচিত। তার মতে, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নয়, বরং মুসলমানদের জায়গা হওয়া উচিৎ অন্ধকার কুঠুরিতে।

ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপির প্রকাশ্য মদদে করোনাভাইরাস ছড়ানোর জন্য শুরু থেকেই মুসলমানদের অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন এই অধ্যক্ষ। সে বলেছে, মুসলমানদের এত যত্ন করে চিকিৎসা করিয়ে আসলে সংখ্যালঘুদের তোষণ করছে বিজেপি সরকার। ভারতের সঞ্চয় যে কীভাবে নষ্ট হচ্ছে এটা তারই উদাহরণ। সে বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনকে নিজে জানিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেছে।

অনলাইনে তার এসব মন্তব্য ভাইরাল হয়ে গেছে। একজন চিকিৎসকের মুখে এই ধরনের বিদ্বেষমূলক মন্তব্য শুনে বিস্ময় প্রকাশের পাশাপাশি সমালোচনাও করছেন অনেকে। অনেকে বলেছেন, তিনি আসলে নামেই করোনাযোদ্ধা। গোটা দেশ যেখানে করোনাযোদ্ধাদের সম্মানের চোখে দেখছে। তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন। তার এই মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়।

সূত্র: এনডিটিভি, টাইমস অব ইন্ডিয়া।

বিপাকে ভারত, সীমান্ত পেরিয়েছে চীনের বিপুল সেনা

লাদাখে চীনা বাহিনীর অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ লুকোচুরির পর অবশেষে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং স্বীকার করেছেন, চীনের পিপল'স লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) বিপুল সংখ্যক সদস্য চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) পেরিয়েছে।

মঙ্গলবার একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ভারতীয় মন্ত্রী বলেন, 'এটা সত্য যে এলএসিতে চীনা সেনা আছে। সীমান্ত কোথায় তা নিয়ে দুই পক্ষেরই মতপার্থক্য রয়েছে। আর সেখানে বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্য পৌঁছে গেছে।'

ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিশ্বাস, ২০১৭ সালে ডোকলাম সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনার মতো এবারও দুই দেশের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা এবং নয়া দিল্লি-বেইজিংয়ের মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই সংকটের সমাধান সম্ভব।

রাজনাথ সিং বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর মধ্যে আলোচনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী ৬ জুন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে (ভারতীয়) সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা হয়েছে।'

সূত্র: জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোর

০৪ঠা জুন, ২০২০

দুর্নীতিবাজ আওয়ামী নেতার অবৈধ বালু উত্তোলন, সেতু ধসের আশঙ্কা

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার আমরুল ইউনিয়নের শৈলধুকড়ি খাল থেকে মেশিন লাগিয়ে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে করে খালের ব্রিজ ধসের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। রফিকুল ইসলাম নামে স্থানীয় এক দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ নেতার ক্ষমতার জোরে খোকা মাস্টার নামে এক ব্যক্তি এই বালু উত্তোলন করছেন।

বুধবার সরেজমিনে দেখা গেছে, শৈলধুকড়ি খালের ব্রিজের দক্ষিণ পাশ থেকে খোকা মাস্টার নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি মেশিন লাগিয়ে বালু উত্তোলন করছেন। শৈলধুকড়ি ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় ঝুটঝামেলা ম্যানেজ করে এই বালু উত্তোলন করছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। প্রশাসনের লোকজন এসে আইওয়াশ করে বালু উত্তোলন বন্ধ করে দিয়ে চলে যাওয়ার পরপরই আবার চালু করা হয়। এক-দেড় সপ্তাহ ধরে এভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এভাবে বালু উত্তোলন করা হলে খালের ব্রিজ ধসে পড়ার আশঙ্কা করছে স্থানীয়রা।

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তাপ ছড়িয়েছে ফ্রান্সে, হচ্ছে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ

কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদের আগুনে জ্বলছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই উত্তাপ পৌঁছে গেছে ফ্রান্সেও। ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে দেশটিতে বিক্ষোভ করেছে প্রায় ২০ হাজার মানুষ। এ সময় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে।

করোনাভাইরাসের কারণে জনসমাগমে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্যারিসের বিচারিক আদালত এলাকা প্লাস দ্যো ক্লিসিতে বিক্ষোভ করে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক সমর্থক গোষ্ঠী। আর এই বিক্ষোভ নেতৃত্ব দিয়েছেন ৪ বছর আগে ফ্রান্সে পুলিশি হেফাজতে নিহত কৃষ্ণাঙ্গ যুবক অ্যাডামা ট্রোরির বড় বোন আসা ট্রোরি।

এ সময় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। ভাঙচুর আর অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই ঘটনায় ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টোফ কাস্টানার বলেছেন, গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনো স্থান নেই। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্যারিসে যে বাড়াবাড়ি হয়েছে তার কোনোটিই ন্যায়সঙ্গত নয়। যেখানে জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষায় সকল সমাবেশ নিষিদ্ধ। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান।

২০১৬ সালে ফ্রান্স পুলিশি হেফাজতে নিহত হয় ২৪ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ যুবক অ্যাডামা ট্রোরি। সে সময় এর প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। গঠিত হয় অ্যাডামা ট্রোরি পরিবারের সমর্থক গোষ্ঠী।

প্রসঙ্গত, সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপলিসে ৪৬ বছর বয়সী জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড়ে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চাওভিন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর তোলা ১০ মিনিটের ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, জর্জ ফ্লয়েড নিশ্বাস না নিতে পেরে কাতরাচ্ছেন এবং বারবার শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তাকে বলছেন, 'আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না।'

এদিকে, জর্জ ফ্লয়েড হত্যার ঘটনায় গত সোমবার সপ্তম দিনের মতো উত্তাল বিক্ষোভ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। বিক্ষোভ এসে পড়েছে হোয়াইট হাউসের সামনেও। ৪০টি শহরে কঠোর কারফিউ জারি করার পরও তা উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে আসেন বিক্ষোভকারীরা। আমাদের সময়

ভারতের চিন্তা বাড়িয়ে নেপাল সংসদে 'ম্যাপ আপডেট বিল' পেশ

ভারতের দাদাগিরি এখন আর মানছে না ক্ষুদ্র দেশ নেপাল। বিতর্কিত এলাকাগুলো ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করতে মরিয়া নেপালের ওলি সরকার। কূটনৈতিকদের ব্যাখ্যা, এর পিছনে রয়েছে চীনের সমর্থন। ভারতও তাই মনে করছে।

ভারত ও নেপালের মধ্যে সীমান্ত বিবাদের আবহে নেপালের সংসদে 'ম্যাপ আপডেট বিল' পেশ করা হয়েছে। রোববার এ সংক্রান্ত নতুন ম্যাপ আপডেট বিল সংসদের নিম্নকক্ষ 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এ পেশ করেন নেপালের আইনমন্ত্রী শিব মায়া তুম্বাহাম্ফি।

নতুন মানচিত্রে ভারত-নেপাল সীমান্তের লিমপিয়াধুরা, কালাপানি ও লিপুলেখকে নেপালের অংশ বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের দাবি, ওই তিনটি অংশই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যের পিথোরাগড় জেলার অন্তর্ভূক্ত।

ভারতের পক্ষ থেকে সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের গাটিয়াবর্গ থেকে লিপুলেখ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার রাস্তার আনুষ্ঠানিক সূচনা করার পরে এ নিয়ে বিবাদ চরমে ওঠে। নেপালের দাবি, ওই রাস্তার অংশ নেপালের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে গেছে। এরপরেই নেপালের ভূমি মন্ত্রণালয় দেশের সংশোধিত নতুন ম্যাপ প্রকাশ করলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়।

এ নিয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়ে দেয়, 'এই একপাক্ষিক কার্যক্রম ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রমাণসাপেক্ষ নয়। কৃত্রিমভাবে দেশের সীমান্ত এভাবে বাড়িয়ে দেওয়াকে ভারত কোনওভাবেই মেনে নেবে না।' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেছেন, 'বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'

রোববার হিন্দি টিভি চ্যানেল 'আজতক' জানিয়েছে, নেপাল সরকার দেশে প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত সীমান্ত বন্ধ করে নির্দিষ্ট সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশ পথ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতদিন ভারতীয় নাগরিকরা বিনা বাধায় নিজেদের সুবিধাজনক স্থান দিয়ে নেপালে প্রবেশ করতেন। কিন্তু এবার সীমান্তের নির্দিষ্ট এলাকা দিয়েই প্রবেশের অনুমতি মিলবে।

অন্যদিকে, ম্যাপ ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে নেপাল নিজ সীমান্ত এলাকায় সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে বলেও গণমাধ্যমটি জানিয়েছে।

ভারত ও নেপালের মধ্যে বিতর্কিত এলাকাগুলো ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করতে নেপাল সরকার মরিয়া হওয়ার নেপথ্যে চীনের সমর্থন রয়েছে বলে ভারতীয় বিশ্লেষকরা দাবি করেছেন। সূত্র: পার্স্টুডে।

০৩রা জুন, ২০২০

আবারো মহানবী (স.) ও ইসলাম নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট!

পিরোজপুরের নাজিরপুরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও ইসলাম নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট দিয়েছে হিন্দু প্রাণ কৃষ্ণ হালদার (৫৫)।

এর আগে মঙ্গলবার সকালে আপত্তিকর পোস্ট দেওয়ার ঘটনায় উপজেলা সদর বাজারের ওষুধ ব্যবসায়ী এসএম রিয়াজ উদ্দিন বাদী হয়ে নাজিরপুর থানায় তথ্য প্রযুক্তি আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, প্রাণ কৃষ্ণ হালদার তার নিজের ফেসবুক আইডিতে মুহাম্মদ (স.) ও ইসলাম নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট দেয়। এর আগে গত ২৯ মে রাত ৮টা ০৪ মিনিটে শুভঙ্কর ঢালী নামক একটি ফেসবুক আইডি থেকে অবমাননাকর এই লেখাটি পোস্ট করা হয়। ওই পোস্টটি অভিযুক্ত প্রাণ হালদার তার নিজের আইডিতে শেয়ার করেন।

সংবাদকর্মীদের সামনে প্রাণ হালদার ওই পোস্টটি তার আইডিতে শেয়ার করাসহ আইডিটি তার ব্যক্তিগত আইডি বলে স্বীকার করেন।

জানা গেছে, প্রাণ কৃষ্ণ হালদার নাজিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান মাস্টার অমূল্য রঞ্জন হালদারের চাচাতো ভাই।

তবে এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন, 'প্রাণ হালদার আমার চাচাতো ভাই সেটা ঠিক। তবে তাদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক তেমন ভালো নয়।

উল্লেখ্য গত কয়েকমাসে বেসামালভাবে চলছে এ কুকর্ম। শাতীমে রসুলদের পাওনা সময়মতো বুঝিয়ে দিলেই বন্ধ হবে এমনই মনে করছেন আপামর মুসলিম জনসাধারণ। সূত্র: আমাদের সময়

বিক্ষোভকারীদের হিংস্র কুকুর দিয়ে শায়েস্তা করার কথা জানালো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়েপোলিস শহরে পুলিশ হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে চলছে বিক্ষোভ। ঘেরাও করা হয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউজও। এমন পরিস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের হিংস্র কুকুর দিয়ে শায়েস্তা করার কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শনিবার বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, হোয়াইট হাউজের সীমানা লঙ্ঘন করলে আমাদের দেখা সবচেয়ে হিংস্র কুকুর এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র দিয়ে স্বাগত জানানো হবে।

ট্রাম্পের এমন কথার তীব্র সমালোচনা করেছেন ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য মুরিয়েল বাউজার। একটি টুইট বার্তা ওয়াশিংটনের মেয়র বাউজার বলেন, কোন হিংস্র কুকুর বা ভয়ঙ্কর অস্ত্র নেই। আছে শুধু একজন ভীত মানুষ।

এদিকে স্থানীয় সময় শনিবার সকালে হোয়াইট হাউজের সামনে থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিয়েছে মার্কিন আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যরা। এছাড়া নিরাপত্তার কারণে পুরো হোয়াইট হাউজ লকডাউন করে দেয়া হয়েছে।

২৫ মে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের বড় শহর মিনিয়াপলিসে পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লয়েড নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ নির্মমভাবে নিহত হন। এরপরই শুরু হয় বিক্ষোভ। যা এখন পুরো যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

সূত্র: ইত্তেফাক

শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাঁটুচাপায় কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু, জ্বলছে আমেরিকা

শ্বেতাঙ্গ এক পুলিশ সদস্যের হাঁটুচাপায় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে পুরো যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির মিনিয়াপোলিস শহরে বিক্ষোভের যে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল তা এখন দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়েছে। কারফিউ উপেক্ষা করে টানা ষষ্ঠদিনের মতো কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের মৃত্যুর প্রতিবাদে লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে ন্যায় বিচারের দাবি তুলেছেন।

বিক্ষোভ-প্রতিবাদ সহিংস আকার ধারণ করায় দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে কারফিউ জারি এবং সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা সবকিছু উপেক্ষা কয়েকদিন ধরে টানা সহিংস তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছেন। দোকানপাট, এটিএম বুথ, সরকারি-বেসরকারি ভবনে হামলা লুটপাট করছে বিক্ষোভে অংশ নেয়া কিছু মানুষ। সহিংস এই বিক্ষোভ দমাতে জর্জিয়াসহ বেশ কয়েকটি শহরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। দেশটির অন্তত ৩১টি রাজ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে; বিভিন্ন ভবন, দোকানপাট ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। ইতোমধ্যে দেশটির এক পুলিশ সদস্য বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে মারা গেছেন; গ্রেফতার করা হয়েছে দেড় হাজারের বেশি বিক্ষোভকারীকে।

পুরো যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ায় হুশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রয়োজনে হিংস্র কুকুর মোতায়েন করে বিক্ষোভকারীদের ঘরে ফেরানো হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। মোতায়েনকৃত দাঙ্গা পুলিশের সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছে।

মিনিয়াপোলিস শহরে পাঁচদিন আগে ৪৬ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে হাঁটুর নিচে চেপে রেখে হত্যা করেন শ্বেতাঙ্গ এক পুলিশ সদস্য। ডেরেক চওভেন নামের ওই পুলিশ সদস্যকে রোববার আদালতে তোলা হবে; যার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ সদস্য ডেরেক চওভেন দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। আর তার হাঁটুর নিচে চাপা পড়ে

কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড বাঁচার তীব্র আঁকুতি করছেন। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ধরে হাঁটুচাপা দিয়ে রাখা হাতকড়া পড়ানো জজং ফ্লয়েডকে এসময় বারবার বলতে শোনা যায়, তিনি নিশ্বাস নিতে পারছেন না।

শেষের দিকে তিনি পানির জন্য আকুতি জানান। এ সময় বেশ কয়েকজন পথচারী পুলিশের এমম নির্মম আচরণের নিন্দা জানিয়ে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। হাঁটুচাপায় ফ্লয়েড যখন আর কোনও সাড়া শব্দ করছিলেন না তখন পথচারীরা কান্না করে বলতে থাকেন, সম্ভবত সে মারা গেছে। দয়া করে তাকে পরীক্ষা করুন। এসময় ঘটনাস্থলে থাকা অন্য তিন পুলিশ সদস্য পথচারীদের ধমকাতে থাকেন। এক পর্যায়ে পুলিশের হাঁটুর নিচেই প্রাণ হারান ফ্লয়েড।

কৃষ্ণাঙ্গ এই যুবকের এমন নির্মম মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না মার্কিনিরা। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ-নির্বিশেষে সব শ্রেণিগোষ্ঠীর মানুষ এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে লকডাউন, কারফিউকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ব্যাপক-জ্বালাও পোড়াও শুরু করেছেন।

সূত্র: বিবিসি, নিউইয়র্ক টাইমস।

কোটি টাকা আত্মসাত করায় আ'লীগ নেতাকে বেঁধে রাখলো বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা

বেনাপোল স্থলবন্দরের শ্রমিক সর্দার ও আওয়ামী লীগ নেতা রকিব উদ্দীন নকি মোল্লা শ্রমিকদের পাওনা ১ কোটি ৩২ লাখ টাকা আত্মসাত করায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা শ্রমিক সর্দার রকিব উদ্দীন নকি মোল্লাকে আটক করে সড়কের পাশের বৈদ্যুতিক খুঁটিতে পিঠ মোড়া করে বেঁধে রাখেন। এ ঘটনায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে গোটা বন্দর এলাকায়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সোমবার সকালে শ্রমিক সর্দার রকিব উদ্দীন নকি মোল্লাকে আটক করে সড়কের পাশের বৈদ্যুতিক খুঁটিতে পিঠ মোড়া করে বেঁধে রাখেন। পরে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপে আবারো টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা পায়। জানা গেছে, অভিযুক্ত নকি মোল্লা বেনাপোল পৌরসভার বড়আচড়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বন্দরের ৮৯১ শ্রমিক ইউনিয়নের গ্রুপ সর্দার।

বেনাপোল বন্দরের ৮৯১ হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সামনে সাধারণ শ্রমিকরা তাকে ১ ঘন্টা বেঁধে রাখেন। খবর পেয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী শ্রমিক ও আওয়ামী লীগের নেতারা ৭০ লাখ টাকা পরিশোধের চুক্তিতে তাকে মুক্ত করেন।

সাধারণ শ্রমিকরা বলেন, আমাদের রক্ত-ঘাম ঝরানো ১ কোটি ৩২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন শ্রমিক সর্দার ও আওয়ামী লীগ নেতা রকিব উদ্দীন নকি মোল্লা। বারবার সময় নিয়ে প্রতারণা করছিলেন তিনি। অবশেষে আজ শ্রমিকরা টাকা আদায়ের জন্য তাকে বেঁধে রাখেন। পরে প্রভাবশালী শ্রমিক নেতা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের মাধ্যমে ৭০ লাখ টাকায় মীমাংসা করেছে। বাকি টাকা আমরা আর ফেরত পাবো না বলে তারা জানিয়েছেন।

শ্রমিকরা বলেন, আমাদের পাওনা টাকা না দিয়ে, আত্মসাত করা টাকায় গরুর মতো খাটালো, চারটি ট্রাক ও জমিজমা কিনেছেন নকি মোল্লা। সব সময় প্রভাবশালী শ্রমিক নেতাদের মাধ্যমে শ্রমিকরা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। প্রতিবাদ করলে কাজ হারাতে হয়। শ্রমিক নেতাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হলেও যাদের রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে অর্থ আয় হয়, তাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। সব সময় দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাদের দিন পার করতে হয়।

ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে দেশে দেশে চলছে বিক্ষোভ

যুক্তরাষ্ট্রে শেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তার হাতে জর্জ ফ্লয়েড নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির নিহত হওয়ার প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ সীমান্ত ছাড়িয়েছে। মার্কিন বিক্ষোভকারীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে গত রোববার ইউরোপের বেশ কিছু শহরে বিক্ষোভ করেন শত শত মানুষ। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ হয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডাতেও। যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী হত্যার প্রতিবাদে চলা বিক্ষোভে সমর্থন জানিয়েছে চীন ও ইরান। বেইজিং বলেছে, বর্ণবাদ যুক্তরাষ্ট্রে যে 'জটিল ব্যাধি' সেটাই দেখিয়েছে এই বিক্ষোভ।

জাল নোট ব্যবহারের অভিযোগে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউস্টনের বাসিন্দা জর্জ ফ্লয়েডকে (৪৬) গত সোমবার আটক করে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলি শহরের পুলিশ। আটকের পর ডেরেক চৌভিন নামের এক পুলিশ কর্মকর্তা ফ্লয়েডের ঘাড় হাঁটু দিয়ে সড়কে চেপে ধরলে তিনি মারা যান। এই প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে পুরো যুক্তরাষ্ট্র।

প্রথম আলোর রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের বিক্ষোভের প্রতি সংহতি জানিয়ে রোববার যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে জড়ো হন শত শত বিক্ষোভকারী। তাঁরা 'যেখানে বিচার নেই, যেখানে শান্তি নেই' বলে স্লোগান দেন। এরপর তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি যুক্তরাজ্যের হাউস অব পার্লামেন্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তাঁরা 'জর্জ ফ্লয়েড হত্যার বিচার চাই',

'আমাদের হত্যা বন্ধ করো' ইত্যাদি স্লোগান দেন। করোনাভাইরাসের কারণে আরোপিত লকডাউনের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন এবং পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ওই দূতবাসের বাইরে থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যা ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এবং কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বিক্ষোভে হাজারো মানুষ নেমে আসেন রাজপথে

জার্মানির বার্লিন শহরে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সামনে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো রোববারও বিক্ষোভ হয়েছে। এ সময় বিক্ষোভকারীরা ফ্লয়েড হত্যার বিচার চেয়ে স্লোগান দেন এবং প্ল্যাকার্ড বহন করেন। বিক্ষোভ হয়েছে নেদারল্যান্ডসসহ ইউরোপের বেশ কিছু শহরে। যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী হত্যার প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন পাশের দেশ কানাডার নাগরিকেরাও। টরন্টোসহ কয়েকটি শহরে বিক্ষোভ হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারের দেশ নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড, ওয়েলিংটন, ক্রাইস্টচার্চের মতো বড় বড় শহরে বিক্ষোভ–প্রতিবাদ হয়েছে। এ সময় তাঁরা 'একতা', 'সংহতি' ও 'কালোই শক্তি' ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করেন। নিউজিল্যান্ডের প্রতিবেশী অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরেও বিক্ষোভ করেছেন শত শত মানুষ। সিডনি, ব্রিসবেন ও মেলবোর্নে হয়েছে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ। বিক্ষোভে অংশ নিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েড নিহত হওয়ার প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে নানা স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। কেউ কেউ প্ল্যাকার্ড ধরে আছেন। গতকাল লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের এই গণবিক্ষোভ নিয়ে মন্তব্য প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। প্রতিবেদনগুলোতে এই বিক্ষোভকে 'গৃহযুদ্ধের' সঙ্গে তুলনা করা হয়। জার্মানির শীর্ষ পত্রিকা বিল্ডে রোববার ফ্লয়েড হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার এক পুলিশ কর্মকর্তার ছবি দিয়ে শিরোনাম করেছে, 'এই হত্যাকারী পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন'।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী হত্যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কড়া মন্তব্য করছে দেশটির প্রতিদ্বন্দ্বী চীন। গতকাল সোমবার সংবাদ ব্রিফিংয়ে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মারাত্মক বর্ণবাদ সমস্যা এবং পুলিশের নিপীড়ন ঘটনায় তুলে ধরেছে এই বিক্ষোভ।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক 'শত্রুদেশ' ইরান বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নিজের জনগণের বিরুদ্ধে 'নিপীড়ন' বন্ধ করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল তেহরানে সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্বাস মৌসাভি এই আহ্বান জানান।

বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংগঠনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার ন্যাশনাল ডিরেক্টর অব রিসার্চ রাচেল ওয়ার্ড গতকাল এই আহ্বান জানান।

করোনায় রোহিঙ্গা শিবিরে মৃত্যু

কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক বৃদ্ধার (৭১) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে ক্যাম্পের আইসোলেশন সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর মধ্য দিয়ে করোনায় প্রথমবারের মতো কোনো রোহিঙ্গার মৃত্যু হলো।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ওই রোহিঙ্গার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. সামছু-দ্দৌজা।

তিনি বলেন, উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্পের একটি ব্লকে করোনা উপসর্গ নিয়ে ৭১ বছর বয়সী ওই রোহিঙ্গা ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এরপর তার নমুনা সংগ্রহ করে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ ল্যাবে পাঠানো হয়। আজ ওই রোহিঙ্গার করোনার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আমাদের সময়

মৃত্যুবরণ করা রোহিঙ্গাকে দাফন করা হয়েছে বলেও জানান অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার।

এদিকে, কক্সবাজার শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কার্যালয়ের প্রধান স্বাস্থ্য সমন্বয়কারী ডা. তোহা ভূঁইয়া জানান, করোনা আক্রান্ত মৃত রোহিঙ্গার সংস্পর্শে আসা ৯ জন রোহিঙ্গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৩৪টি আশ্রয় শিবিরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২৯ জন রোহিঙ্গা। তার মধ্যে উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্পে একজন মৃত্যুবরণ করেন।

আগামীকালই আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় নিসর্গ

ঘূর্ণিঝড় আম্পানের তাণ্ডবের রেশ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। এর মধ্যেই আঘাত হানতে যাচ্ছে আরেকটি ঘূর্ণিঝড়। আগামীকাল ভারতের মহারাষ্ট্র ও গুজরাট উপকূলে আঘাত হানতে পারে গ্রীষ্মকালীন ঘূর্ণিঝড় 'নিসর্গ'।

বর্তমানে নিসর্গ নিম্নচাপ রূপে আরব সাগরে অবস্থান করলেও আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যেই এটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়ে আছড়ে পড়তে পারে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ।

আজ মঙ্গলবার ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) জানিয়েছে, পূর্ব-মধ্য আরব সাগরের নিম্নচাপটি গত ছয় ঘণ্টা ধরে ১১ কিলোমিটার বেগে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে এটি মুম্বাই থেকে ৪৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল।

আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যেই নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড় ও এর পরের ১২ ঘণ্টায় শক্তিবৃদ্ধি করে সেটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। আগামীকাল বিকেলে ঝড়টি মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে আঘাত হানতে পারে। এ দু'টি রাজ্যে ইতোমধ্যেই জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) ৩১টি টিম মোতায়েন করা হয়েছে। একেকটি টিমে অন্তত ৪৫ জন করে সদস্য রয়েছেন।

এনডিআরএফের মহাপরিচালক এস এন প্রধান বলেছেন, আশা করা হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড় নিসর্গে বাতাসের বেগ থাকবে ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে। সতর্কতা স্বরূপ উপকূলীয় এলাকা থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কিছুদিন আগেই ভারত-বাংলাদেশে তাণ্ডব চালিয়েছে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান। এতে দুই দেশে প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক মানুষ। ঘরবাড়ি-গাছপালা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বহু এলাকার। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেই এ দুর্যোগ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ।
সূত্র: আমাদের সময়

করোনায় অনাহারী হতে পারে ৫ কোটি ৪০ লাখ মার্কিনি

মহামারি করোনাভাইরাসে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ খাদ্য সংকটে পড়তে পারেন। লাখো মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার কিনতে ব্যর্থ হবেন। ফলে দেশটিতে অনাহারে দিন কাটাতে হবে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লাখ মানুষকে।

ফুড ব্যাংক, ফুড স্ট্যাম্পস ও অন্যান্য সহযোগিতা না পেলে ক্ষুধার্ত থাকবে এ বিপুল সংখ্যক মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ফুড ব্যাংক নেটওয়ার্ক ফিডিং আমেরিকা এ তথ্য জানিয়েছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় লকডাউনের ফলে অর্থনীতির অচলাবস্থায় ৪ কোটির বেশি মানুষ বেকার ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। এর ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, দেশটির প্রতি চারজন শিশুর একজনের (১৮ মিলিয়ন) এই বছর খাদ্য সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। ২০১৮ সালের তুলনায় এ হার ৬৩ শতাংশ বেশি।

করোনা মহামারির আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল। অন্তত ৩৭ মিলিয়ন মানুষ একটি সক্রিয় ও সুস্থ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতিতে ছিলেন।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় অঙ্গরাজ্য ও কাউন্টি ভেদে পার্থক্য রয়েছে। লুইজিয়ানা, আরকানসাস, অ্যালাবামা, মিসিসিপি, নিউ মেক্সিকো, টেক্সাস ও টেনেসিতে ১১ মিলিয়নের বেশি মানুষ ২০২০ সালে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়তে পারেন। আমাদের সময়

আশঙ্কা করা হচ্ছে, জাতীয় বেকারত্বের হার সাড়ে ১১ শতাংশ হতে পারে। যা ২০১৮ সালের তুলনায় ৭ দশমিক ৬ পয়েন্ট বেশি। জাতীয় দারিদ্র্যের হার হতে পারে ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ৪ দশমিক ৮ পয়েন্ট বেশি।

ফিডিং আমেরিকার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্লেয়ার বাবিনিউক্স-ফন্টেনট বলেন, ‘করোনা মহামারি আমাদের দেশজুড়ে জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে যাচ্ছে। সংকটে থাকা কোটি মানুষ খাদ্যহীনতায় পড়তে যাচ্ছেন।’

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুসারে, আজ সোমবার পর্যন্ত দেশটিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১ লাখ ৪ হাজার ৩৫৮ জন মারা গেছে। এ ছাড়া ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছে ১৭ লাখ ৮৯ হাজার ৩৬৪ জন।

অরাজকতার পর ২৫ শহরে কারফিউ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভ

পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে গোটা যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এই বিক্ষোভ সহিংসতা ও অরাজকতায় রূপ নিয়েছে। ফ্লোরিডা, আটলান্টা, ওয়াশিংটন ডিসিসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের পাশাপাশি হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়েছে দোকান, শপিংমল ও এটিএম বুথে। এর মধ্যে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনেয়াপোলিসে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টও। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় গতকাল রবিবার মিনিয়াপোলিস, আটলান্টা, ফিলাডেলফিয়া, লস অ্যাঞ্জেলসসহ অনেকগুলো শহরে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে। তার পরও বেশ কয়েকটি শহরে কারফিউ উপেক্ষা করে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ করেছেন। বিশেষ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের সামনে টিয়ার গ্যাস ও পিপার স্প্রে উপেক্ষা করে বিক্ষোভকারীদের পুলিশের মুখোমুখি অবস্থান নিতে দেখা গেছে। এসব বিক্ষোভের ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১৪০০ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় বেশ কয়েকটি শহর কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর সাহায্য চেয়েছে। আন্দোলন থামাতে সরকার প্রয়োজনে দেশজুড়ে সেনাবাহিনী নামাতেও প্রস্তুত বলে টুইট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

জাল নোট রাখার অভিযোগে আটকের পর গত ২৫ মে মিনেয়াপোলিসে পুলিশ হেফাজতে থাকাবস্থায় মারা যান ৪৬ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান যুবক জর্জ ফ্লয়েড। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ধারণ করা ১০ মিনিটের ভিডিওতে দেখা গেছে, আটকের সময় হাঁটু দিয়ে ফ্লয়েডের গলা চেপে ধরে আছেন ডেরেক চউভিন নামে এক শেতাঙ্গ পুলিশ সদস্য। সে সময় ফ্লয়েড বারবারই বলছিলেন যে, তিনি শ্বাস নিতে পারছেন না। একপর্যায়ে ফ্লয়েড মারা যায়। ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে মিনেয়াপোলিসের কৃষ্ণাঙ্গরা। তারা দাবি করেন, বর্ণবিদ্বেষের বলি হয়েছেন ফ্লয়েড। ঘটনার জন্য এরই মধ্যে ৪৪ বছর বয়সী পুলিশ কর্মকর্তা চউভিনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং আজ সোমবার তাকে আদালতে তোলার কথা রয়েছে। বরখাস্ত করা হয়েছে ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা আরও তিন পুলিশ কর্মকর্তাকেও।

সিএনএন জানায়, বিক্ষোভ ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলস, লস অ্যাঞ্জেলেস, কলোরাডোর ডেনভার, ফ্লোরিডার মায়ামি, জর্জিয়ার আটলান্টা, ইলিনইসের শিকাগো, কেনটাকির লৌইসিভিল, মিনেয়াপোলিস, সেন্ট পল, ওহিওর সিনসিনাটি, ক্লেভারল্যান্ড, কলোম্বাস, ডায়টন, টলেডো, ওরিগন ইউজিন, পোর্টল্যান্ড, পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া, পিটসবার্গ, টেনেসির ন্যাশভিল, উথার সল্টলেক সিটি, ওয়াশিংটনের সিটেল, উইসকোনসিনের মিলওয়াউকি শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। তার পরও এসব শহরে কারফিউ উপেক্ষা করে বিক্ষোভ হয়েছে। এমনিতেই করোনা ভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, তার মধ্যেই

স্বাস্থ্য সতর্কতা উপেক্ষা করে আন্দোলনকারীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছেন, যাদের বেশিরভাগের মুখেই মাস্ক দেখা যায়নি।

বিক্ষোভের খবর সংগ্রহের সময় মিনেয়াপোলিস, ওয়াশিংটন ডিসি, লাস ভেগাসসহ আরও অনেক শহরে বেশ কয়েক জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত ও গ্রেপ্তারের শিকার হন। গত শুক্রবার খবর সংগ্রহের সময় মিনেয়াপোলিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সিএনএনের এক সাংবাদিককে। ছবি তোলার সময় লাস ভেগাসে গেপ্তার হয়েছেন সংবাদপত্রের দুই ফটোগ্রাফার।
সূত্র: আমাদের সময়

০২রা জুন, ২০২০

করোনার সুরক্ষাসামগ্রীর দাবিতে কলকাতায় মালাউন পুলিশের বিক্ষোভ-ভাঙচুর

প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়া ডিউটিতে যেতে বাধ্য করার অভিযোগ এনে দুই সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো বিক্ষোভ করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের কলকাতা পুলিশের সদস্যরা। গত শুক্রবার বিকেল থেকে দফায় দফায় চতুর্থ ব্যাটালিয়নের দফতর এবং ব্যারাকে বিক্ষোভ শুরু করেন পুলিশসদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা; যা গড়ায় রাতেও।

বিক্ষোভকারী পুলিশ সদস্যদের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী এবং সরঞ্জাম ছাড়াই তাদের ডিউটিতে পাঠানো হচ্ছে। যে কারণে তারা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। ব্যাটালিয়ন দফতরের প্রধান গেট বন্ধ রেখে, ভেতরে আলো নিভিয়ে ভাঙচুর চালিয়েছেন বিক্ষুব্ধ পুলিশ সদস্যরা।

এর আগে কলকাতার পুলিশ ট্রেনিং স্কুল (পিটিএস) এবং গরফা থানায় একই অভিযোগ এনে বিক্ষোভ করেন পুলিশ সদস্যরা।

কলকাতার বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার বলছে, শুক্রবার সকালে কলকাতার চতুর্থ ব্যাটালিয়নের এক পুলিশ সদস্যের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। ব্যাটালিয়নের ব্যারাক ছাড়াও রয়েছে কোয়াটারে পুলিশ সদস্যরা পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। সকাল থেকেই পুলিশকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয়।

তাদের অভিযোগ, বিভিন্ন কনটেনমেন্ট জোনে তাদের ডিউটি করতে হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে মাস্ক, গ্লাভস বা পিপিইর মতো সুরক্ষা সরঞ্জাম দেয়া হচ্ছে না।

বিক্ষোভকারী এক পুলিশ সদস্য বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই এ সব নিয়ে আমাদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শুক্রবার দুপুরের পর থেকে। করোনা-আক্রান্ত পুলিশকর্মীর সংস্পর্শে আসা বাকি পুলিশকর্মীদের স্বাস্থ্য দফতরের নিয়ম মেনে কোয়রেন্টাইনে পাঠাতে অস্বীকার করেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

অপর এক পুলিশ সদস্য বলেন, আমাদের কোয়ারেন্টানে না পাঠিয়ে ডিউটি দেয়া হয়। এর পরই ডিউটিতে যেতে অস্বীকার করেন পুলিশ সদস্যরা। কনস্টেবল এবং এএসআই পদমর্যাদার পুলিশকর্মীরা বিক্ষোভে শামিল হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বিক্ষোভে শামিল হন তাদের পরিবারের সদস্যরাও। বিকেল থেকেই বিক্ষোভকারীরা মারমুখী হতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারী পুলিশকর্মীদের একটা বড় অংশ, চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ক্যাম্প চত্বরের আলো নিভিয়ে, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ভাঙচুর শুরু করেন। হাতে লাঠি, বাঁশ নিয়ে ক্যাম্পের কর্মকর্তাদের ধাওয়া করেন।

বিক্ষোভ-ভাঙচুরের খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেলে তাদের ঢুকতে বাধা দেন বিক্ষোভকারীরা। ব্যারাকের ভেতর থেকে যুগ্ম কমিশনার এবং অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর নিক্ষেপ করেন বিক্ষুব্ধ পুলিশ সদস্যরা।

অরাজকতার পর ২৫ শহরে কারফিউ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে: বিক্ষোভ

পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে গোটা যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এই বিক্ষোভ সহিংসতা ও অরাজকতায় রূপ নিয়েছে। ফ্লোরিডা, আটলান্টা, ওয়াশিংটন ডিসিসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের পাশাপাশি হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়েছে দোকান, শপিংমল ও এটিএম বুথে। এর মধ্যে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনেয়াপোলিসে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টও। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় গতকাল রবিবার মিনিয়াপোলিস, আটলান্টা, ফিলাডেলফিয়া, লস অ্যাঞ্জেলসসহ অনেকগুলো শহরে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরও বেশ কয়েকটি শহরে কারফিউ উপেক্ষা করে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ করেছেন। বিশেষ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের সামনে টিয়ার গ্যাস ও পিপার স্প্রে উপেক্ষা করে

বিক্ষোভকারীদের পুলিশের মুখোমুখি অবস্থান নিতে দেখা গেছে। এসব বিক্ষোভের ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১৪০০ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় বেশ কয়েকটি শহর কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর সাহায্য চেয়েছে। আন্দোলন থামাতে সরকার প্রয়োজনে দেশজুড়ে সেনাবাহিনী নামাতেও প্রস্তুত বলে টুইট করেছেন মার্কিন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

জাল নোট রাখার অভিযোগে আটকের পর গত ২৫ মে মিনেয়াপোলিসে পুলিশ হেফাজতে থাকাবস্থায় মারা যান ৪৬ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান যুবক জর্জ ফ্লয়েড। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ধারণ করা ১০ মিনিটের ভিডিওতে দেখা গেছে, আটকের সময় হাঁটু দিয়ে ফ্লয়েডের গলা চেপে ধরে আছেন ডেরেক চউভিন নামে এক শেতাঙ্গ পুলিশ সদস্য। সে সময় ফ্লয়েড বারবারই বলছিলেন যে, তিনি শ্বাস নিতে পারছেন না। একপর্যায়ে ফ্লয়েড মারা যায়। ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে মিনেয়াপোলিসের কৃষ্ণাঙ্গরা। তারা দাবি করেন, বর্ণবিদ্বেষের বলি হয়েছেন ফ্লয়েড। ঘটনার জন্য এরই মধ্যে ৪৪ বছর বয়সী পুলিশ কর্মকর্তা চউভিনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং আজ সোমবার তাকে আদালতে তোলার কথা রয়েছে। বরখাস্ত করা হয়েছে ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা আরও তিন পুলিশ কর্মকর্তাকেও।

সিএনএন জানায়, বিক্ষোভ ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলস, লস অ্যাঞ্জেলেস, কলোরাডোর ডেনভার, ফ্লোরিডার মায়ামি, জর্জিয়ার আটলান্টা, ইলিনইসের শিকাগো, কেনটাকির লৌইসিভিল, মিনেয়াপোলিস, সেন্ট পল, ওহিওর সিনসিনাটি, ক্লেভারল্যান্ড, কলোম্বাস, ডায়টন, টলেডো, ওরিগন ইউজিন, পোর্টল্যান্ড, পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া, পিটসবার্গ, টেনেসির ন্যাশভিল, উথার সল্টলেক সিটি, ওয়াশিংটনের সিটেল, উইসকোনসিনের মিলওয়াউকি শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। তার পরও এসব শহরে কারফিউ উপেক্ষা করে বিক্ষোভ হয়েছে। এমনিতেই করোনা ভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, তার মধ্যেই স্বাস্থ্য সতর্কতা উপেক্ষা করে আন্দোলনকারীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছেন, যাদের বেশিরভাগের মুখেই মাস্ক দেখা যায়নি।

বিক্ষোভের খবর সংগ্রহের সময় মিনেয়াপোলিস, ওয়াশিংটন ডিসি, লাস ভেগাসসহ আরও অনেক শহরে বেশ কয়েক জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত ও গ্রেপ্তারের শিকার হন। গত শুক্রবার খবর সংগ্রহের সময় মিনেয়াপোলিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সিএনএনের এক সাংবাদিককে। ছবি তোলার সময় লাস ভেগাসে গেপ্তার হয়েছেন সংবাদপত্রের দুই ফটোগ্রাফার।
সূত্র: আমাদের সময়

করোনায় মৃত্যুতে চীনকে ছাড়িয়ে গেলো ভারত

ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা লাফিলে লাফিয়ে বাড়ছে। করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুতে বর্তমানে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে নবম স্থানে রয়েছে ভারত।

এর মধ্যেই করোনায় মৃত্যুর সংখ্যায় চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে মালাউন নরেন্দ্র মোদির দেশ। গত ডিসেম্বরে চীনেই প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। তারপর থেকেই সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই প্রাণঘাতী ভাইরাস।

চীনে এখন পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ হাজার ৬৩৪ জনের। অপরদিকে, এখন পর্যন্ত ভারতে প্রাণহানি ঘটেছে ৪ হাজার ৭১১ জনের।

এদিকে, চীনে প্রাদুর্ভাব ঘটা এই ভাইরাসে এখন পর্যন্ত সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৮২ হাজার ৯৯৫। অথচ চীনের অনেক পরে ভারতে করোনার উপস্থিতি শনাক্ত হলেও সেখানে এখন আক্রান্তের সংখ্যা চীনের চেয়েও অনেক বেশি।

ভারতে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৩৮৬ জন। দেশটিতে এর মধ্যেই করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৭০ হাজার ৯২০ জন।

সেখানে করোনার অ্যাক্টিভ কেস ৮৯ হাজার ৭৫৫টি। এছাড়া ৮ হাজার ৯৪৪ জনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

চলতি মাসেই ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। দেশজুড়ে লকডাউন শিথিলের পর থেকেই সংক্রমণ বাড়ছে।

গত ২৫ মার্চ থেকে ভারতজুড়ে লকডাউন চলছে। সে সময় ২১ দিনের জন্য লকডাউন জারি করা হলেও পরবর্তীতে কয়েক দফা লকডাউনের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, রাজধানী দিল্লিতে নতুন করে ১ হাজার ২৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। ফলে সেখানে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৬ হাজার ২৮১।

করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ৫৯৮। এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯ হাজার ৫৪৬। অপরদিকে এখন পর্যন্ত মারা গেছে

১ হাজার ৯৮২ জন।এদিকে, গুজরাটে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ হাজার ৫৭২ এবং মারা গেছে ৯৬০ জন।

মুম্বাইয়ের হাসপাতালে লাশের স্তূপ, শয্যা সঙ্কটে রোগীদের মেঝেতে ঘুমানোর নির্দেশ

ভারতে ভয়াবহ করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ায় দেশটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ার অবস্থা তৈরি হয়েছে। মুম্বাইয়ের করোনা হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোতে সারি সারি মরদেহ পড়ে আছে। শয্যা সঙ্কটে রোগীদের মেঝেতে ঘুমানোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। করোনাভাইরাস আক্রান্ত কিনা সে ব্যাপারে প্রমাণ দেখাতে না পারায় বিনা-চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন রোগীরা। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন ওয়ার্ড করা হচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই সেসব ওয়ার্ড করোনা রোগীতে ভরে যাচ্ছে।

এমনই চিত্র দেখা গেছে ভারতের এই মহামারির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠা মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের করোনা হাসপাতালগুলোর। মুম্বাইয়ের হাসপাতালের কর্মীরা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা করোনা রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ায় জনবলের অভাবে অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসাসেবা বন্ধ হয়ে পড়েছে।

সেন্ট্রাল মুম্বাইয়ের সরকারি কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক সাদ আহমেদ বলেন, আমরা প্রত্যেকদিন নতুন নতুন ওয়ার্ড চালু করছি। কিন্তু দিনের শেষে কোভিড-১৯ রোগী দিয়ে সেগুলো পূর্ণ হচ্ছে। বর্তমানে এটা অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। বর্তমানে সব ওয়ার্ডই কোভিড-১৯ ওয়ার্ড এবং ধারণক্ষমতার পুরোটাই রোগী দিয়ে পরিপূর্ণ।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৩৯২ জন। মৃত্যু হয়েছে ২৩০ জনের। নতুন করে সংক্রমণের জেরে ভারতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৫৩৫ জন। এরমধ্যে ৯৩ হাজার ৩২২জন রয়েছে চিকিৎসাধীন। সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষের সংখ্যা ৯১ হাজার ৮১৯ জন। ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রালয়ের তরফে এই খবর সামনে এসেছে।

গোটা বিশ্বে নোভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণের নিরিখে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে ভারত। ভারতে এক সপ্তাহে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজার জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় ভারত করোনা আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে ইতালির পরেই বিশ্বের মধ্যে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে।

পাকিস্তানে নিরপরাধ মহিলাকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি

গত সপ্তাহে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ক্ষমতাসীন দলের সাথে জড়িত মুরতাদ সদস্যদের হাতে এক নিরপরাধ মহিলাকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় বেলুচ জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টির (বিএনপি) সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আক্তার মেনগাল পাকিস্তানের বিচার বিভাগকে আক্রমণ করে বলেছেন যে তারা প্রদেশ সরকারকে বেলুচিস্তানের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করার দায়িত্ব ত্যাগ করেছে।

আক্তার গত মঙ্গলবার বেলুচিস্তানের তুরবত নগরীর ডান্নোক সন্নিকটে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া মালিকানাজ এবং তার চার বছরের বাচ্চা মেয়ে ব্রামেশকে উল্লেখ করেছিলেন।

পুরো অপারেশনটি বেলুচিস্তানের ক্ষমতাসীন দল বেলুচিস্তান আওয়ামী পার্টির (বিএপি) একটি ডেথ স্কোয়াডের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রবিবার আখতার মেনগাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ট্যাগ করে টুইট করে বলেছিলেন: "বেলুচিস্তানে নির্দোষ শিশু, তরুণ শিক্ষার্থী, প্রবীণ এবং মহিলাদের হত্যা করা কোনও অপরাধ নয়। ব্রামেশ এবং তার মায়ের জন্য কি কখনও ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে? বা বেলুচ জনগণের জন্য ন্যায় বিচার সাবস্ত হবে?
এই ঘটনা বিদেশেও মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। জিবি অঞ্চলে অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সচেতন করার জন্য ২০১০ সালে গঠিত গিলগিত-বালতিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ওয়াশিংটনের ডিসি-ভিত্তিক পরিচালক সেজে হাসানান সেরিং টুইট করেছেন, "আমার হৃদয় ৪ বছরের ব্রামশের দিকে যায় তাঁর মাকে সামরিক সমর্থিত সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছিল । একটি গুলি তাঁর কাঁধেও লেগেছিলো।